রাজনৈতিক সাহিত্যমালা

এদুয়ার্দ বাতালভ

লেনিনে
বিপ্লব-ত

৮
১৬
২৫
৩৪
শক্ষা ৪৩
৫৭
প্রয়োগ ৬৫
৭৩
৮৯
প্লব
৯৬
১১২
১২৭
সমাজতান্ত্রিক
১৩৬
ক বিপ্লব ও বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া ১৫১
বিপ্লব-তত্ত্বের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ১৬৯

রাজনৈতিক সাহিত্যমালা

এদুয়ার্দ বাতালভ

লেনিনের বিপ্লব-তত্ত্ব

. ৮
১৬
. . . ২৫
. . . ৩৪
শক্ষা . ৪৩
. . . . ৫৭
প্রয়োগ . ৬৫
. . . ৭৩
. . ৮৯
বিপ্লব
. ৯৬
১১২
. ১২৭
কায়িক সমাজতান্ত্রিক
. . . . . ১৩৬
এক বিপ্লব ও বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া ১৫১
বিপ্লব-তত্ত্বের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ১৬৯

সূচি

১। মার্কস। লেনিন। বর্তমান পর্যায় ৫
২। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণা ৮
৩। বিপ্লবের দর্শন ১৬
৪। সমাজবিকাশ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ২৫
৫। বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থা ৩৪
৬। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা . ৪৩
৭। বিপ্লবের বিষয়ীগত অবস্থা ৫৭
৮। 'বিপ্লবের মূল নিয়ম' ও বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগ . . ৬৫
৯। বিপ্লবের চালিকা শক্তি ৭৩
১০। প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী অগ্রবাহিনী ৮৯
১১। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অভিমুখে ৯৬
১২। ক্ষমতায় আসার শান্তিপূর্ণ ও অ-শান্তিপূর্ণ উপায় ১১২
১৩। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বুর্জোয়া রাষ্ট্র . . . ১২৭
১৪। প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ১৩৬
১৫। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া ১৫১
১৬। লেনিনের বিপ্লব-তত্ত্বের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ১৬৯

১। মার্কস। লেনিন। বর্তমান পর্যায়

লেনিনের বিপ্লবের তত্ত্ব — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এবং সমগ্রভাবে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার এক **আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত** তত্ত্ব।

এই তত্ত্ব **বিজ্ঞানসম্মত,** কারণ তা হল সমাজবিকাশের বিদ্যমান ধারাগুলির, সামাজিক চেতনার অবস্থা আর গণ-আন্দোলনের **অভিজ্ঞতার** বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লষণের ফল। তা **আধুনিক,** কারণ তা বিকাশলাভ করে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে আর শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্রদের অর্জিত বিপ্লবী অভিজ্ঞতার সঙ্গে একত্রে; বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বর্তমান অবস্থাকে তা প্রতিফলিত করে এবং তাকে আজকের পৃথিবীতে সফলভাবে প্রয়োগ করা যায়।

বিপ্লবের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের নীতিগুলি গোড়ায় সূত্রায়িত করেছিলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা।

পুঁজিবাদ যখন অনেকগুলি দেশে দৃঢ় অবস্থান লাভ করেছিল এবং এক নতুন সমাজব্যবস্থার বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি দেখা দিতে শুরু করেছিল, এমন একটা পর্যায়ে সামাজিক উৎপাদন ও শ্রেণী সংগ্রামের বিশ্লেষণের ফল

ছিল বিপ্লবের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের এই নীতিগুলি।

অবাধ প্রতিযোগিতাধর্মী পুঁজিবাদের একচেটিয়া পুঁজিবাদে ক্রমবিকাশ এবং তজ্জনিত সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহ বিজ্ঞানসম্মত বৈপ্লবিক তত্ত্বের অধিকতর বিকাশসাধন প্রয়োজনীয় করে তুলেছিল, অর্থাৎ, পুরনো সমস্যাগুলি সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিপ্লবী সংগ্রামের কর্মপ্রয়োগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত নতুন তত্ত্বগত সমস্যাগুলিকে যথাস্থানে স্থাপন করা প্রয়োজনীয় করে তুলেছিল। এই কাজটা সম্পন্ন করেছিলেন লেনিন আর তাঁর সহকর্মীরা। সমাজবিকাশের ধারা অধ্যয়ন করে এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ ঘটিয়ে লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের নতুন বুনিয়াদী মতবাদগুলি ও সাম্রাজ্যবাদের আমলে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের মূল নিয়মগুলি সূত্রায়িত করেছিলেন।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব যা অন্তর্লীন, সেই পারম্পর্য আর ক্রমবিকাশের নীতি অনুযায়ী, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব সহ লেনিনের ভাবাদর্শগত উত্তরলব্ধি আরও বিশদীকৃত হয়েছে ঐতিহাসিক বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্মিলিত যৌথ দলিলগুলি, ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির কর্মনীতিগত দলিলপত্র, এবং সেগুলির নেতাদের লেখা রচনাগুলি প্রলেতারীয় বিপ্লবের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ক্রমবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

তাই, লেনিনের বিপ্লবের তত্ত্ব হল প্রলেতারীয় বিপ্লবীদের বহু প্রজন্মের ও সমাজতান্ত্রিক কর্মাদর্শের জন্য সমস্ত সংগ্রামীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সারাৎসার; তা হল বিজ্ঞানসম্মত

কমিউনিজমের মহান তাত্ত্বিকদের ও তাঁদের অসংখ্য শিষ্যের সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার সংবদ্ধ নির্যাস।

লেনিনের বিপ্লবের তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করেছিল বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের বিরুদ্ধে, মার্কস ও এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর যাঁরা সুবিধাবাদী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের (১৮৮৯-১৯১৯) সেই নেতাদের বিরুদ্ধে, তথা রঙবেরঙের রুশ সুবিধাবাদী আর লেনিনবাদের অন্যান্য প্রতিপক্ষীয়দের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবাদর্শগত সংগ্রামের মধ্যে। আজও এই তত্ত্ব বিকশিত হচ্ছে বুর্জোয়া ভাবাদর্শবাদীদের বিরুদ্ধে, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী আর এৎস্কিপন্থীদের বিরুদ্ধে, যারা সব দিক দিয়ে লেনিনবাদকে আক্রমণ করে তাদের বিরুদ্ধে এক তিক্ত সংগ্রামের মধ্যে।

লেনিনের বিপ্লবের তত্ত্ব হল সেই ধ্রুবতারা যা সমস্ত মহাদেশে ও দেশে প্রলেতারীয় বিপ্লবীদের পথনির্দেশ দেয়; তবুও তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত, যার অর্থ বিশেষত, এই যে একে গণ্য করা উচিত বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলির সামনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আর কর্তব্যকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত করে।

এই তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হল অন্তর্বস্তুর সম্পদপ্রাচুর্য, এক খণ্ড বইয়ে তা নিয়ে নিঃশেষে আলোচনা করা আদৌ সম্ভব নয়। এই ছোট বইটি পাঠককে এই তত্ত্বের **প্রধান প্রধান মতবাদের** সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়, সমসাময়িক বৈপ্লবিক **কর্মপ্রয়োগের** পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির দিকে তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট করে, এবং এইভাবে সমাজতান্ত্রিক ধারায় পৃথিবীকে রূপান্তরিত করার জন্য সম্মিলিত সংগ্রামে

তাঁর নিজের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা আর তাঁর স্থান অনুধাবন করতে, এবং কোনো এক বা অপর দেশে বিপ্লবের গতিপথে যে সব প্রশ্ন ওঠে সেগুলির সঠিক উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

যে সমস্ত প্রশ্নে পাঠক আত্যন্তিকভাবে আগ্রহী, এখানে তার **পুরো-তৈরি** জবাব যেন তিনি প্রত্যাশা না করেন: একমাত্র তিনি নিজেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সাহায্যে এই সব জবাব পেতে পারেন। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের ঘন ঘন প্রসঙ্গোল্লেখেও যেন তিনি বিরক্ত না-হন: উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তা করা হয়েছে, তাঁরা তাঁদের চিন্তা যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন তার অতুলনীয় চমৎকারিত্ব ও স্বচ্ছতাই এর হেতু।

২। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণা

মানুষ সামাজিক ন্যায়বিচারের এক সমাজ হিসেবে কমিউনিজমের স্বপ্ন দেখেছে বহুযুগ ধরে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মার্কসবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে নি, ততদিন পর্যন্ত এ রকম একটা সমাজ গড়ার স্বপ্ন আর সমাজ-বিপ্লবের মধ্যে কোনো সম্পর্ক তারা দেখতে পায় নি। সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়ে যাঁরা হাজির হয়েছিলেন, ১৯শ শতাব্দীর সেই মহান ইউটোপিয়াবাদীরা (সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েন ও অন্যান্যরা) বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের মত ছিল এই যে, সমাজতন্ত্রের নীতিরই সেটা বিরোধী। কিছু কিছু আধুনিক অ-মার্কসবাদী তাত্ত্বিকও সমাজতান্ত্রিক ধারায় সমাজের রূপান্তরের উপায় হিসেবে বিপ্লব সম্পর্কে

সমালোচনাত্মক মনোভাব গ্রহণ করেন। অকৃত্রিমভাবেই ভ্রান্ত অথবা একটা প্রতিক্রিয়াশীল 'সামাজিক বন্দোবস্ত' কার্যকর করার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর ও অন্যান্য শোষক শ্রেণীর ভাড়াটে এইসব তাত্ত্বিক মনে করেন যে সমাজতন্ত্র অর্জন করা যেতে পারে, হয় ব্যক্তিগত মালিকানা নীতিভিত্তিক বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোগুলির **সংস্কারসাধন** করে, না হয় মানুষের সুনীতিবোধ ও চৈতন্য পরিবর্তিত করে, ইত্যাদি।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মকে সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে একটা **আমূল পরিবর্তন** হিসেবে সমাজ-বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কিত করে মার্কস ও এঙ্গেলস মানবজাতির এক বিরাট উপকার করেছেন।

মার্কস বিপ্লবগুলিকে অভিহিত করেছেন 'ইতিহাসের চালিকাযন্ত্র' বলে, কারণ মানবসমাজকে তা ঐতিহাসিক বিকাশের এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে যাওয়ার পথের নির্দেশ দেয়। বিপ্লব সর্বদাই সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে একটা **লাফ**, অর্থাৎ নতুনে উত্তরণ: নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানাদি, নতুন নতুন ধ্যানধারণা, নতুন নীতিশাস্ত্র, প্রভৃতিতে উত্তরণ। বিপ্লবগুলি সম্পন্ন করে **জনগণ**, কিন্তু এক নতুন সমাজব্যবস্থার জন্য বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি এবং যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই পূর্বশর্তগুলিকে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান আর সম্পর্কের মধ্যে অস্তিত্ব প্রদান করা হয়, বিপ্লবের সেই বিষয়গত অবস্থা সৃষ্টি হয় সমাজবিকাশের বিষয়গত গতিপথ দ্বারা, মুখ্যত উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের দ্বারা; একটা নির্দিষ্ট স্তরে বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কগুলির সঙ্গে শেষোক্ত শক্তিগুলির সংঘাত বাধে। এই দিক দিয়ে, বিপ্লবগুলি কু দে'তা থেকে আলাদা (কেউ কেউ

যদি সেগুলিকে 'বিপ্লব' বলে, তা হলেও); কু দে'তাগুলি বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সুনীতিগত বনিয়াদগুলিকে প্রভাবিত করে না (অথবা সীমিত মাত্রায় প্রভাবিত করে)।

কিন্তু, সমস্ত বিপ্লবেরই অভিন্ন কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও, একটির সঙ্গে অপরটির পার্থক্য থাকে সামাজিক চরিত্র, চালিকা শক্তি, লক্ষ্য, কর্তব্যকর্ম এবং, সবশেষে, সেগুলির অভ্যুদয় ও বিকাশের 'ধরনের' দিক থেকে।

১৭শ-১৯শ শতাব্দীর বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি সামন্ততন্ত্রকে চূর্ণ করে অধিকতর প্রগতিশীল এক সমাজব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল। অথচ সেগুলির ফলে শোষণের বিলোপ, এক শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, বা রাষ্ট্রের বিনষ্টি ঘটে নি (এবং সেগুলির চরিত্রহেতু ঘটতে পারে নি); সেগুলি সামাজিক ন্যায়বিচারের এক সমাজও কায়েম করে নি।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে (সাধারণ ঐতিহাসিক পরিসরে) তখনই, যখন পুঁজিবাদ প্রবেশ করে তার বিকাশের চূড়ান্ত, উচ্চতর পর্যায়ে, সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে। সমাজতন্ত্রের যে বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি পুঁজিবাদী সমাজে পরিপক্ক হয়ে উঠছে, সেগুলি থেকে শক্তি সংগ্রহ করে এই বিপ্লব উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ, শ্রেণীবৈর বিলোপ, এবং কমিউনিজমের প্রথম পর্যায় — সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ নির্মাণকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে নির্ধারিত করে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বভাবতই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বহুবিধ ধরনের সুনির্দিষ্ট **কর্তব্যকর্মের** মোকাবিলা করতে

হয়, যেমন — বুর্জোয়া রাষ্ট্র ধ্বংস করে এক নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সৃষ্টি, নতুন সামাজিক সম্পর্কগুলিকে সংহত করা, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মে শ্রমজীবী জনগণকে জড়িত করা, এবং আরও অনেক কাজ, যেগুলি সম্পর্কে পরে আরও বলা হবে।

বুর্জোয়া বিপ্লবের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য যে সব উপায় ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল সেই একই উপায় ও পদ্ধতিতে, কিংবা সেই একই শক্তির সাহায্যে এই কর্তব্যকর্মগুলি সম্পন্ন করা যাবে না। বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্থক্যটা শুধু তার লক্ষ্য ও কর্তব্যকর্ম এবং তার আত্মপ্রকাশ ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে জড়িত বন্দোবস্তগুলির দিক থেকেই নয়, বরং চালিকা শক্তি, রণনীতি ও রণকৌশলের দিক থেকেও। ২০শ শতাব্দীর ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে তার রয়েছে একাধারে সাধারণ নিয়ম ও বিশেষ বিশেষ লক্ষণও, যেগুলি প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট জাতীয় বিকাশের সঙ্গে যুক্ত।

এক নতুন সমাজ নির্মাণের মধ্যে যা সর্বোচ্চ সীমায় গিয়ে পৌঁছয়, সেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এক দীর্ঘ, জটিল ও পরস্পরবিরোধী ঐতিহাসিক কালপর্বকে বেষ্টন করে। লেনিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে একটি মাত্র রণাঙ্গনে লড়া একটি মাত্র লড়াই: সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের লড়াই বলে কল্পনা করা ভুল হবে। এই বিপ্লব হবে তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের আর বহু সামাজিক উৎক্ষেপের গোটা একটা যুগ, এবং তাতে থাকবে বিচিত্রতম রণাঙ্গনে লড়া গোটা এক প্রস্ত লড়াই, তার সঙ্গে জড়িত থাকবে বিচিত্রতম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরসাধন, যেগুলি

পরিপক্ক হয়ে উঠেছে আর পুরনো সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিনাশ দাবি করছে।'*

শ্রমজীবী জনগণের পঙ্‌ক্তিতে ফাটল সৃষ্টির জন্য, বিপ্লবের দিক থেকে তাদের সরিয়ে নেওয়া ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য বুর্জোয়ারা নানান উপায় ব্যবহার করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে জনগণের মনে তারা এই রকম ধারণা ঢুকিয়ে দিতে চায় যে তা একটা 'পাগলামির ব্যাপার', সন্ত্রাস আর ধ্বংসের রাজত্ব, তা সঙ্গে নিয়ে আসে বিশৃঙ্খলা এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার সামনে বিপদ উপস্থিত করে।

পুরনো সমাজ ধ্বংস ও তার রূপান্তর, বস্তুতই, বিপ্লবগুলির অনুসিদ্ধান্ত; আর আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে ধ্বংসের সঙ্গে কিছুটা অসুবিধা, অভাব-অনটন, আর কখনও কখনও এমন কি জীবনত্যাগও সর্বদাই জড়িত থাকে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পুরনো সমাজকে ধ্বংস করে বুর্জোয়া বিপ্লবের তুলনায় অনেক বেশি আমূলভাবে। সেই জন্যই, এই বিপ্লবের সময়ে, বিশেষত তার প্রারম্ভিক পর্যায়ে বলতে গেলে সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীই বহু অসুবিধা আর সমস্যার সম্মুখীন হয়। লেনিন লিখেছেন, 'প্রত্যেকেই জানে যে প্রত্যেকটি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সর্বদাই ও অবশ্যম্ভাবীরূপেই জড়িত থাকে সাময়িক বিশৃঙ্খলা, ধ্বংস আর অরাজকতা... অবশ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে একটা

---

* ভ. ই. লেনিন, সম্পূর্ণ রচনাবলী, খণ্ড ৫৪, পৃঃ ৪৬৪ (রুশ ভাষায়)।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁত রূপে জনগণের সামনে তৎক্ষণাৎই উপস্থিত করা যাবে না।'*

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির ইতিহাস লেনিনের এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেছে। সেই সঙ্গে তা প্রমাণ করেছে যে 'বিশৃঙ্খলা, ধ্বংস ও অরাজকতার' পরিসর ও সেগুলির মেয়াদ একটা নিয়ত জিনিস নয়: বিপ্লবের সঙ্গে যে সব অসুবিধা দেখা দেয়, তার অনেকগুলিই সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয় না, প্রতিবিপ্লবের শক্তিগুলির দ্বারা সেগুলি কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ও সমর্থিত হয়। বিপ্লবী জনসাধারণ, তাদের শ্রম দক্ষতা, তাদের কাজ করার এবং যুক্তিসহ ও কার্যকরভাবে অর্থনীতি পরিচালনা করার দৃঢ়জ্ঞান ও সামর্থ্য, আর তাদের এই সচেতনতা যে সমাজতন্ত্র মানুষকে মুক্ত করে শোষণ থেকে, **জবরদস্তি** শ্রম থেকে, অধ্যবসায় সহকারে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে নয় — এ সবই এই ব্যাপারে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থা অনুকূল থাকলে, এবং বিপ্লবের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর যথেষ্ট উচ্চ প্রস্তুতাবস্থা থাকলে, ধ্বংস আর বিশৃঙ্খলা তুলনামূলকভাবে অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণস্থায়ী হতে পারে। এটা খুবই সম্ভব যে, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যত পরিপক্ক হবে এবং যে কোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির উপরে তার ইতিবাচক প্রভাব যত বাড়বে (বিশেষত, বিজয়ী প্রলেতারিয়েতের প্রতি অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য

---

* V. I. Lenin, 'Speech on the Dissolution of the Constituent Assembly Delivered to the All-Russia Central Executive Committee. January 6(19), 1918', *Collected Works*, Vol. 26, p. 439.

সাহায্যের মধ্য দিয়ে), বিপ্লবের সহগামী বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের মেয়াদ ও পরিসর সামগ্রিকভাবে কমে যাবে।

কিন্তু, অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে, বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের পরিসর যত বিরাটই হোক না কেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে আছে আরেকটি, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক — **সৃষ্টির** দিক — বুর্জোয়ারা যেটা ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করে। পুরনোকে ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে নতুন সামাজিক কাঠামোগুলির জন্য নতুন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এবং এক নতুন ধরনের ব্যক্তিকে রূপ দেওয়ার জন্য এক 'নির্মাণ ক্ষেত্র' প্রস্তুত করে। সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়ার পথ অত্যন্ত পৃথক-পৃথক হতে পারে; তা নির্ধারিত হয় প্রত্যেক দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে। লেনিন লিখেছেন, 'সব জাতিই সমাজতন্ত্রে এসে পৌঁছবে — এটা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সকলেই সেটা করবে ঠিক একইভাবে নয়, প্রত্যেকেই তার নিজস্ব কিছু অবদান রাখবে গণতন্ত্রের কোনো না কোনো রূপের ক্ষেত্রে, প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের কোনো না কোনো প্রকারভেদের ক্ষেত্রে, সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরগুলির নানা ধরনের কোনো না কোনো হারের ক্ষেত্রে।'* কিন্তু এর অর্থ কি এই যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যা চূড়ান্ত লক্ষ্য, সেই খাস সমাজতন্ত্রই — কি এক দেশ থেকে আরেক দেশে পৃথক হবে, সমাজতন্ত্রের বুঝি বা বিভিন্ন জাতীয় বা আঞ্চলিক মডেল থাকবে?

---

* V. I. Lenin, 'A Caricature of Marxism and Imperialist Economism', *Collected Works*, Vol. 23, pp. 69-70.

সমাজতন্ত্র হল একটা সুনির্দিষ্ট, ঐতিহাসিকভাবে গঠিত **সামাজিক সম্পর্কের ধরন**, পুঁজিবাদ থেকে যা সুস্পষ্টভাবেই আলাদা; সুতরাং সমাজতন্ত্রের জাতীয় সংস্করণগুলি (মডেলগুলি) সম্পর্কে যুক্তিতর্ক অর্থহীন — **সমাজতন্ত্র সারমর্মের দিক দিয়ে সমরূপ**, যেখানেই তা নির্মিত হয়ে থাকুক এবং তার নির্মাণের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি যাই হয়ে থাকুক। সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন মডেলের কথা একমাত্র বলা সম্ভব সুনির্দিষ্ট জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমাজ-তন্ত্রে **উত্তরণের** সুনির্দিষ্ট **স্তরগুলির** অর্থে। কিন্তু, এক সম্পূর্ণ, অখণ্ড সমাজব্যবস্থার অর্থে, যে ব্যবস্থা তার সুবিধাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছে এবং কমিউনিজমের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে সেই সমাজব্যবস্থার অর্থে, সমাজতন্ত্রের একটিই মাত্র বিজ্ঞানসম্মত মডেল আছে।

অন্য দিকে, এমন অনেকগুলি সমাজ আছে যেগুলি সেই মডেল রূপায়িত করার পথে **কতকগুলি পর্যায়; ভিন্ন ভিন্ন** পর্যায় হওয়ায় সেগুলিকে বর্ণনা করা যেতে পারে বিভিন্ন কাঠামোগত ধরন (বা, ইচ্ছা হলে, মডেল) বলে, কিন্তু চূড়ান্ত রূপে আসল সমাজতন্ত্রের নয়, যে সমাজতন্ত্র নির্মাণের অবস্থায় রয়েছে, যা তার সামাজিক সংগঠনের নিম্নতর রূপগুলি থেকে উচ্চতর রূপগুলিতে বিকাশলাভ করছে এবং মোটামুটি বিষয়গত নিয়মগুলির চাহিদা অনুযায়ী নির্মিত হচ্ছে, তার বিভিন্ন কাঠামোগত ধরন বলে।

এর মানে এই যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পোর্তুগাল বা ফ্রান্স, আঙ্গোলা বা আলজেরিয়া, ব্রাজিল বা ইতালি, যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, সমস্ত জাতীয় বা আঞ্চলিক সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি সত্ত্বেও, তার বৈশিষ্ট্য হবে কতকগুলি

অভিন্ন লক্ষণ, যেমন — উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা, পরিকল্পিত অর্থনীতি, বৈর শ্রেণীগুলি ও মানুষের উপরে মানুষের শোষণের অনুপস্থিতি এবং বণ্টনের এই নীতি: 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী'।

৩। বিপ্লবের দর্শন

লেনিনের বিপ্লবের তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে গিয়ে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রযুক্ত বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া **বিশ্লেষণের পদ্ধতিতত্ত্ব** উপেক্ষা করা যায় না। তাঁদের রচনাগুলিতে প্রযুক্ত পদ্ধতিতত্ত্বটির সঙ্গে তত্ত্বটি এত ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরজড়িত যে কতকগুলি তত্ত্বগত প্রশ্নের, যেমন ছেদহীন বিপ্লব কিংবা একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির মীমাংসা তাঁরা কীভাবে করেছিলেন, তা বোঝার জন্য তাঁদের পদ্ধতিতত্ত্ব জানাটা অপরিহার্য। মার্কসীয় পদ্ধতিতত্ত্ব শুধু একজন তাত্ত্বিকের পক্ষেই উপযোগী নয়, বরং একজন ব্যবহারিক কর্মীর পক্ষেও উপযোগী, যাকে চিন্তা করতে হয় **কী** সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং আশু বিষয়টি **কীভাবে** দেখতে হবে উভয়তই।

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছিলেন **বস্তুবাদী** অবস্থানসমূহ থেকে, **ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির** মনোভাব নিয়ে। এর অর্থ, সর্বোপরি, এই যে বিপ্লবকে তাঁরা দেখেছিলেন ঐতিহাসিক বিকাশের একটা

পরিণতি হিসেবে। বিপ্লব সর্বদাই সম্পন্ন হয় জনগণের দ্বারা, ঠিকই, কিন্তু তাদের ক্রিয়া করতে হয় নির্দিষ্ট অবস্থায়, নির্দিষ্ট বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি থাকলে, অর্থাৎ যে পূর্বশর্তগুলি বিদ্যমান বিষয়গতভাবে, তাদের চৈতন্যের বাইরে ও তা থেকে স্বতন্ত্রভাবে। এই সমস্ত অবস্থা আর পূর্বশর্ত, তথা স্বয়ং বিপ্লবীরা আকাশ থেকে আবির্ভূত হয় না, অল্পবিস্তর দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিকাশের গতিপথে গড়ে ওঠে। আমরা যদি আমাদের বিপ্লবী ইচ্ছা অনুযায়ী সামাজিক কাঠামো পরিবর্তিত করতে প্রবৃত্ত হই, তবে আমাদের ক্রিয়াকলাপকে অবশ্যই সমন্বিত করতে হবে সমাজবিকাশের বিষয়গত নিয়মগুলির সঙ্গে, বিষয়গত অবস্থা ও পূর্বশর্তগুলির সঙ্গে। এই সমস্ত নিয়ম উপেক্ষা করা — সেটা পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবীপনা আর বামপন্থী সুবিধাবাদের বৈশিষ্ট্যসূচক — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে গুরুতর বিপজ্জনক, এমন কি তা এর পরাজয়ও ঘটাতে পারে।

বিপ্লবী আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্তব্যকর্ম, তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রতিষ্ঠানগুলির সুনির্দিষ্ট কাঠামো নির্ধারণ করার সময়ে মার্কসবাদী অগ্রসর হয় সমাজবিকাশের বাস্তব প্রবণতাগুলি থেকে, 'সমাজের সেরা সংগঠন' সম্পর্কে নিজস্ব বিষয়ীগত ধারণা থেকে অগ্রসর না হয়ে, বরং সমাজবিকাশের প্রকৃত প্রবণতাগুলি, প্রকৃতই বিদ্যমান সামাজিক দ্বন্দ্বগুলি থেকে অগ্রসর হয়। সে সমাজের উপরে কোনো কৃত্রিম পরিকল্পনা চাপিয়ে দেয় না কিংবা ইউটোপীয় সব প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করে না, সেগুলি তার কাছে যতই চিত্তাকর্ষক বোধ হোক না কেন। তার সংগ্রামে সে তার সামনে শুধু সেই সমস্ত

সামাজিক আদর্শই বাস্তবায়িত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে, যেগুলি রূপায়ণের জন্য আবশ্যকীয় বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি বিদ্যমান সমাজে ইতিমধ্যেই পরিপক্ক হয়েছে। মার্কস লিখেছেন, 'শ্রমিক শ্রেণী প্যারিস কমিউনের কাছ থেকে ভোজবাজি প্রত্যাশা করে নি। Par décret du peuple (জনগণের আজ্ঞাপ্তিবলে - - সম্পাঃ) প্রবর্তন করার মতো পুরো-তৈরী ইউটোপিয়া তাদের নেই। তারা জানে যে তাদের নিজেদের মুক্তির পথ স্থির করা ও তার সঙ্গে বর্তমান সমাজ তার নিজের অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বারা অপ্রতিরোধ্যভাবে যেদিকে চালিত হচ্ছে সেই উচ্চতর রূপ স্থির করার উদ্দেশ্যে তাদের যেতে হবে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, অবস্থা আর মানুষকে রূপান্তরিত করে এক প্রস্ত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। পুরনো ভেঙে-পড়তে-থাকা বুর্জোয়া সমাজেরই গর্ভে নতুন সমাজের যে উপাদানগুলি রয়েছে, সেগুলিকে মুক্ত করা ছাড়া হাসিল করার মতো আর কোনো আদর্শ তাদের নেই।'*

বিপ্লবের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব, এবং সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা বিপ্লব সম্পর্কে এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গিকে তত্ত্বগতভাবে প্রতিপন্ন করেছে, যাতে বিপ্লবকে দেখা হয় ইতিহাসের উপরে বলপ্রয়োগ হিসেবে নয়, বরং পুরনো সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা ব্যাহত 'নতুন সমাজের উপাদানগুলিকে' 'মুক্ত করা' হিসেবেই। লেনিনের কথা উদ্ধৃত করে বলা যায়: 'মার্কসের তরফ থেকে একটা ইউটোপিয়া বানানোর, যা জানা যায় না সে সম্পর্কে নিরর্থক অনুমানে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রচেষ্টার লেশটুকুও নেই। কমিউনিজমের প্রশ্নটা

* *The General Council of the First International. 1870-1871. Minutes*, Progress Publishers, Moscow, 1967, p. 387.

মার্কস বিবেচনা করেছিলেন ঠিক সেইভাবে, যেভাবে একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী, ধরুন, একটা নতুন জীববিদ্যাগত নমুনা এই-এইভাবে উদ্ভূত হয়েছিল এবং এই-এই নির্দিষ্ট দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে বলে জানার পর তার বিকাশের প্রশ্নটি বিবেচনা করতেন।* লেনিন নিজে যে পদ্ধতিতত্ত্ব প্রয়োগ করেছিলেন, তার সম্পর্কেও এ কথা সত্য, মার্কসের মতো, তিনি বিপ্লব সম্পর্কে স্বতঃপ্রণোদনাবাদী, বিষয়ীমুখ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং সবধরনের অনুমানপ্রসূত মত প্রত্যাখ্যান করে উদ্ঘাটিত প্রবণতা ও প্রক্রিয়াগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন।

প্রলেতারিয়েতের নেতারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই অবহিত ছিলেন যে ইউটোপীয় স্বপ্ন আর তত্ত্বগুলি বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রাহীদের মধ্যে (প্রধানত অ-প্রলেতারীয় উপাদানগুলির মধ্যে) ব্যাপকভাবে চালু হতে পারে, এবং বিপ্লব যখন সম্পন্ন করা হয় তখন এটাকে খুব সম্ভবত হিসাবে ধরা উচিত। তাঁরা বুঝেছিলেন যে বিপ্লবের একটা বিশেষ পর্যায়ে ইউটোপীয় ধ্যানধারণা বিপ্লবী জনসাধারণের কোনো কোনো অংশের কাজকর্মকে উদ্দীপিত করতে পারে, বীরত্বপূর্ণ কীর্তি স্থাপনে তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে। তা সত্ত্বেও, ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নীতিসমূহের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতি রেখে তাঁরা বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের মধ্যে, বিশেষত বিপ্লবের তত্ত্বের মধ্যে ইউটোপিয়াবাদ ঢোকানোর সমস্ত প্রচেষ্টাকে দৃঢ়তার সঙ্গে বাতিল করেছিলেন। কারণটা

* V. I. Lenin, 'The State and Revolution', *Collected Works*, Vol. 25, p. 463.

ছিল এই যে ইউটোপিয়াকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা, অর্থাৎ একটা অলীক সাজানো পথ ধরে সামাজিক-ঐতিহাসিক বিকাশকে চালানোর চেষ্টার পরিণতি হবে বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় আর শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্রদের পঙ্‌ক্তিতে প্রচণ্ড ক্ষতি, অথবা তা উদ্ভব ঘটাবে এমন সব সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এবং শ্রমিক শ্রেণী যেসব সামাজিক আদর্শের জন্য লড়াই করছিল সেগুলির সঙ্গে যার মিল খুবই কম।

সেই জন্যই, ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে মার্কসবাদীরা বামপন্থী-র‍্যাডিকাল সেইসব তাত্ত্বিকদের সঙ্গে নিজেদের সংস্রবচ্যুত করেছিল, যারা এই মত পোষণ করত যে 'ইউটোপিয়ার অবসান ঘটেছে' (অর্থাৎ, ইউটোপীয় বলে মনে হয় এমন যেকোনো প্রকল্পকেই এখন বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে) এবং 'অসম্ভবের দাবি করার' অর্থ বর্তমান অবস্থায় 'বাস্তববাদী হওয়া'।

মার্কসবাদী অভিমুখীনতাগুলি যুক্তিসহ ও বাস্তবধর্মী, এই ঘটনাটার অর্থ কিন্তু এই নয় যে মার্কসবাদীরা বীরত্ব, আত্মত্যাগ, আর সমস্ত বাধা সত্ত্বেও নির্ধারিত লক্ষ্যার্জনে সক্ষম লৌহদৃঢ় ইচ্ছাশক্তিকে মূল্য দেয় না। এই গুণগুলি সত্যিকার বিপ্লবী সংগ্রামে অপরিহার্য ও যে কোনো লড়াইয়ে অত্যাবশ্যক (আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই গুণগুলি এমন কি একটা লড়াইয়ের জয়-পরাজয়ও নির্ধারণ করতে পারে। কিন্তু বিষয়গত অবস্থা যদি না থাকে, কিংবা যদি এমন একটা লক্ষ্য স্থির করা হয়, যা রূপায়ণের জন্য বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি তখনও পরিপক্ক হয় নি, তা

হলে প্রবলতম ইচ্ছাশক্তি আর অটলতম সংকল্পেও কিছু হবে না।

লেনিনের বিপ্লবের তত্ত্বের অন্তর্নিহিত বস্তুবাদের নীতিগুলি **দ্বান্দ্বিকতার** নীতির সঙ্গে, লেনিনের ভাষায়, 'বিপ্লবের বীজগণিতের' সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই তত্ত্বের দ্বান্দ্বিক চরিত্র প্রকাশ পায় মুখ্যত এই বিষয়ে যে বিপ্লব একটা **প্রক্রিয়া** হিসেবে বিবেচিত, যার পর্যায়গুলি একটি অপরটিকে শর্তাবদ্ধ করে এবং একটি অপরটি থেকে উদ্ভূত হয়। বিপ্লবকে একটা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিচার করার যে দৃষ্টিভঙ্গি মার্কস ও এঙ্গেলসের কাছ থেকে লেনিন লাভ করেছিলেন, তা সুস্পষ্টভাবে মূর্ত হয়েছিল ছেদহীন বিপ্লবের তত্ত্বে (যে-সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে), যার নীতিগুলি সূত্রায়িত করেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস এবং সাম্রাজ্যবাদের যুগের সঙ্গে মানানসই করেছিলেন লেনিন।

লেনিনের বিপ্লবের তত্ত্ব হল **সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে** এক সর্বাত্মক, **ব্যবস্থাগত বিশ্লেষণের** ফল। কোনো কোনো বিশেষ দেশের ঘটনাবিকাশকে লেনিন বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করেন নি, করেছিলেন অন্যান্য দেশে ঘটমান ঘটনাবিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে, কারণ কোনো একটা দেশ হল সামগ্রিকভাবে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই শুধু একটা অংশ, একটা 'উপাদান'। মার্কসের 'পুঁজি' ব্যবস্থাগত দৃষ্টিভঙ্গির শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ: তাতে মার্কস একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনবিন্যাস হিসেবে পুঁজিবাদকে অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগত বিশ্লেষণের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন, উন্মোচিত করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী চরিত্র।

অবাধ প্রতিযোগিতাভিত্তিক পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদে

বিকাশলাভ করার ফলে পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে নতুন, আরও জটিল সম্পর্কসূত্র সৃষ্টি হয়েছে, তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বেড়েছে এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। জানুয়ারি ১৯১৭-তে লেনিন লিখেছিলেন: 'পশ্চিম ইউরোপে দেখা দিয়েছে একটা **ব্যবস্থা** (এটা প্রণিধান করুন!! এ বিষয়ে ভাবুন!! এটা ভুলবেন না!! আমরা বাস করি শুধু পৃথক পৃথক রাষ্ট্রেই নয়, বরং রাষ্ট্রগুলির একটা বিশেষ **ব্যবস্থার** মধ্যে; নৈরাজ্যবাদীদের পক্ষে এটা উপেক্ষা করা অনুমতিযোগ্য; আমরা নৈরাজ্যবাদী নই), রাষ্ট্রসমূহের একটা **ব্যবস্থা**...'* সেই ১৯১৭ সালেই লেনিন তাঁর 'যুদ্ধ ও বিপ্লব' রচনায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কারণ ও চরিত্র বিশ্লেষণ করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন: 'ব্যাপারটা এই যে, বর্তমান যুদ্ধটা কী নিয়ে তা যদি আমরা জানতে চাই, তা হলে আমাদের সর্বপ্রথমে অবশ্যই সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় শক্তিগুলির কর্মনীতির একটা সামূহিক সমীক্ষা করতে হবে। কোনো একটা দৃষ্টান্ত, কোনো একটা বিশেষ ঘটনা, যা সহজেই সামাজিক ব্যাপারসমূহ থেকে প্রসঙ্গচ্যুত করে আনা যায় এবং যার কোনো দাম নেই, তা আমাদের অবশ্যই নেওয়া চলবে না, কারণ একটা বিপরীত দৃষ্টান্তও তেমনি সহজেই উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমান যুদ্ধ কী করে ধীরগতিতে ও অবশ্যম্ভাবীরূপে এই ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হল, তা যদি আমাদের বুঝতে হয়, তবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সমগ্র ব্যবস্থার গোটা কর্মনীতিকে সেই রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরস্পরসম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেখতে

* V. I. Lenin, 'To Inessa Armand', *Collected Works*, Vol. 35, p. 273.

হবে।'* সেই রকমই, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কোন পথে ও কোন দিকে বিকাশলাভ করতে পারে, সেটা বুঝতে হলে, 'সমগ্র ব্যবস্থার গোটা কর্মনীতি', সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহ ও প্রবণতাগুলির সার্বিক সাকল্য বিবেচনা করা উচিত। আর লেনিন ঠিক এটাই করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটা প্রক্রিয়া, তা পরিপক্ক ও বিকশিত হয় বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে, পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে নয় — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে এই সিদ্ধান্ত টানতে সক্ষম করে তুলেছিল যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রথমে একাধিক দেশে, এমন কি একটি দেশেও জয়যুক্ত হতে পারে। অগস্ট ১৯১৭-তে তিনি রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের বিপ্লবের বিকাশ সম্পর্কে লিখেছিলেন: 'সামগ্রিকভাবে এই বিপ্লবকে বোঝা যেতে পারে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-জনিত সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারীয় বিপ্লবগুলির একটি মালার একটি গ্রন্থি হিসেবেই শুধু।'**

বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে এক ব্যবস্থাগত দৃষ্টিভঙ্গি এই শতাব্দীর শুরুতে যতটা ছিল, আজ তার চেয়ে অনেক বেশি অপরিহার্য। পৃথিবীটা আরও অনেক ছোট জায়গা হয়ে গেছে; দেশগুলির পরস্পরসম্পর্ক ও পরস্পরনির্ভরশীলতা অনেক বেড়েছে, সেটা দুটি বিশ্ব সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যেমন, তেমনি বিশেষ করে তাদের অভ্যন্তরেও। সমাজের জীবন আরও আন্তর্জাতিকধর্মী হয়ে উঠেছে এবং অর্থনৈতিক সংবদ্ধতা গভীর হয়েছে; পরিবহণ ও গণ-প্রচারের বাহনগুলির

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 24, p. 401.

** V. I. Lenin, 'The State and Revolution', *Collected Works*, Vol. 25, p. 388.

যোগসূত্র প্রসারিত হয়েছে, তা বেষ্টন করেছে কার্যত গোটা ভূমণ্ডলকে; এবং আত্মপ্রকাশ করেছে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি। এই সবের জন্যই কোনো এক দেশে বিপ্লবের (ও প্রতিবিপ্লবের) বৈষয়িক পূর্বশর্ত, শুরু হওয়ার অবস্থা ও বিকাশলাভ করার রূপগুলির প্রশ্নটি বিচার করতে গিয়ে সামগ্রিকভাবে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সহজাত দ্বন্দ্ব ও প্রবণতাগুলিকে তথা এই দুটি বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যেকার শক্তির ভারসাম্যকেও গণ্য করা প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। উপরোক্ত বিষয় দ্বারা এই বোঝায় না যে একটি বিশেষ দেশে আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব ও অবস্থা বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় তাদের অগ্রাধিকার ছেড়ে দিয়ে বাহ্যিক দ্বন্দ্ব ও অবস্থাকে স্থান দেয়; চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সেগুলি আগেকার মতোই সেখানে বিপ্লবের বিকাশকে নির্ধারিত করে। কিন্তু, বর্তমান অবস্থায় যেমন আভ্যন্তরিকটা বাহ্যিকের উপরে আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, তেমনি বাহ্যিক দ্বন্দ্ব ও অবস্থার গুরুত্বও বেড়ে যায়।

বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে লেনিনের বিশ্লেষণের আরেকটি বিশেষ লক্ষণসূচক বৈশিষ্ট্য হল তার **সুনির্দিষ্ট** চরিত্র। বিপ্লবের প্রশ্নগুলি যেখানে আলোচিত হয়েছে, লেনিনের সেই সমস্ত রচনা দেখলে আমরা সেগুলির মধ্যে 'সাধারণ' যুক্তি, 'চিরন্তন' সত্য বা সকল কাল ও জাতির জন্য অভিপ্রেত 'পরিকল্প' দেখতে পাব না। আমরা দেখব শুধু সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ; শুধু বিবেচ্য ব্যাপারটির এক পুঙ্খানুপুঙ্খ, সর্বাত্মক বিশ্লেষণ ও তৎসহ কার্যক্ষেত্রে তা যাচাই করার ফলের ভিত্তিতে সামান্যীকরণ।

প্রায়োগবাদের সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোনো সম্পর্ক

নেই। কিন্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব, তৎসহ বিপ্লবের তত্ত্ব, দেখা দিয়েছিল একটা ব্যবহারিক প্রয়োজনের দরুন, প্রকৃত বিপ্লবী সংগ্রামের চাহিদার দরুন। **কর্মপ্রয়োগের সঙ্গে তত্ত্বের সম্পর্ক**, কর্মপ্রয়োগে তত্ত্ব যাচাই করাটা লেনিনের বিপ্লব-তত্ত্বের একটি মূলনীতি সর্বদাই ছিল এবং এখনও আছে। অতএব, বিপ্লবী-লেনিনবাদীকে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হবে অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞানে ঘটমান যে কোনো পরিবর্তনের জন্য, তথা দমন ও শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের স্বতঃস্ফূর্ত রূপগুলির জন্য, কারণ সেগুলির সমনোযোগ অধ্যয়ন বিপ্লবের তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করতে পারে এবং সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

৪। সমাজবিকাশ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

একটা নতুন সমাজব্যবস্থা শূন্য থেকে আবির্ভূত হয় না, পুরনো সমাজের অভ্যন্তরে যে বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি — অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক — পরিপক্ক হয়ে ওঠে, তারই ভিত্তিতে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে সামন্ততন্ত্র পুঁজিবাদকে 'প্রস্তুত করেছে', আর পুঁজিবাদ 'প্রস্তুত করছে' সমাজতন্ত্রকে (কমিউনিজমকে)। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সহজাত দ্বন্দ্বগুলি নিরসন করে পুঁজিবাদ উৎপাদিকা শক্তিসমূহ ও উৎপাদন সম্পর্কসমূহের মধ্যে নতুন ও গভীরতর সব দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে। পুঁজিবাদী বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে এই দ্বন্দ্বগুলি সংঘাতের রূপ পরিগ্রহ করে, তা নিষ্পত্তি করতে হয় সমাজের আরও ক্রমবিকাশ সম্ভব

করে তোলার জন্য। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দায়িত্ব হয় এই বিরোধ-সংঘাতের নিষ্পত্তি করা, এবং এইভাবে পুঁজিবাদের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ উৎপাদিকা শক্তিগুলির জন্য নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করা।

অবাধ প্রতিযোগিতাধর্মী পুঁজিবাদের রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিণতিলাভ পুঁজিবাদী সমাজের ভিতরে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টির দিকে এক নতুন পদক্ষেপ সূচিত করে। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন যে, 'রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ হল সমাজতন্ত্রের জন্য একটা সম্পূর্ণ **বৈষয়িক** প্রস্তুতি, সমাজতন্ত্রের **দ্বারপ্রান্ত**, ইতিহাসের সিঁড়িতে এমন একটা ধাপ, যেটা আর সমাজতন্ত্র নামক ধাপটার মধ্যে **কোনো অন্তবর্তী ধাপ নেই**... কিন্তু সমাজতন্ত্র এখন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে আধুনিক পুঁজিবাদের সবকটা জানালা থেকে; এই আধুনিকতম পুঁজিবাদের ভিত্তিতে যেটাই সামনের দিকে একটা পদক্ষেপ এমন প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার দ্বারাই সমাজতন্ত্রের রূপরেখা অঙ্কিত হয় প্রত্যক্ষভাবে, **ব্যবহারিকভাবে**।'*

এই 'প্রস্তুতি' অগ্রসর হয় কীভাবে? প্রথমত, সমাজতন্ত্রের **অর্থনৈতিক পূর্বশর্তগুলি** সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদ শ্রমের উৎপাদনশীলতা তীব্রভাবে বাড়ায়, প্রবল উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটায় এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানকে প্রেরণা যোগায়। পুঁজিবাদ তার সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে গ্রহণ করে 'উৎপাদনের অধিকতর একচেটিয়াকরণ ও রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের দিকে

---

* V. I. Lenin, 'The Impending Catastrophe and How to Combat It', *Collected Works*, Vol. 25, p. 363.

ব্যবস্থা।'* এই ব্যবস্থাগুলির আশু লক্ষ্য হল বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য সুদৃঢ় করা। 'কিন্তু উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে প্রলেতারিয়েতের হাতে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থাগুলি হয় সমাজের রূপান্তরের সাফল্যের অঙ্গীকার, যে রূপান্তর মানুষের উপরে মানুষের শোষণ দূর করবে এবং সকলের ও প্রত্যেকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করবে।'** আস্থার সঙ্গে এ কথা বলা যেতে পারে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অতিক্রান্ত বছরগুলিতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের অবস্থায় পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের বৈষয়িক প্রস্তুতাবস্থা অনেকখানি বেড়েছে।

এক নতুন সমাজব্যবস্থার বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি পরিপক্ক হয় শুধু অর্থনীতিতেই নয়, সামাজিক **সম্পর্কের** ক্ষেত্রেও (সামাজিক শ্রেণীগুলির, বিশেষত শ্রমিক শ্রেণীর গঠন, যে শ্রেণী নতুন সমাজ নির্মাণ এবং সাংগঠনিক, ব্যবস্থাপনাগত ও যোগাযোগ সংক্রান্ত ক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত নানান প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজ সংগঠিত করে); **সংস্কৃতির** ক্ষেত্রেও (সাধারণ শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, তথ্যের প্রসার ও তার জন্য একটা বন্দোবস্ত সৃষ্টি); এবং সব শেষে, **রাজনীতির** ক্ষেত্রেও, কারণ পুঁজিবাদী সমাজে চলমান তিক্ত শ্রেণী সংগ্রামে আত্মপ্রকাশ করে গণতন্ত্রের সেই সমস্ত উপাদান, যেগুলি সমাজের এক নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের দিকে অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য, এই হেতু যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

* V. I. Lenin, 'The Seventh (April) All-Russia Conference of the R.S.D.L.P.(B.). April 24-29 (May 7-12), 1917', *Collected Works*, Vol. 24, p. 309.

** Ibid., p. 310.

বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে না, বরং কাটিয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের জন্য একটা 'বৈষয়িক প্রস্তুতি' বটে, তবে খাস সমাজতন্ত্র নয়। সামন্ততন্ত্রকে যা প্রতিস্থাপিত করে সেই পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভেদ এই যে সমাজতন্ত্র এক ধরনের শোষণকে অন্য ধরনের শোষণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে না, বরং সমস্ত শোষণের অবসান ঘটায়, মার্কস যে কথা বলেছেন, মানবজাতির খাঁটি ইতিহাস চালু করে। সেই জন্যই সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানগুলি পুঁজিবাদী সমাজের ভিতরে গঠন করা যায় না, যেমনটা ঘটেছিল পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কের বেলায়, সেগুলির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসূচক রূপ সামন্ততান্ত্রিক আমলেই গঠিত হয়েছিল। পুঁজিবাদ শুধু উৎপাদনের সামাজিকীকরণের, শোষণের বিলুপ্তির, মানুষের সুসমঞ্জস বিকাশ ও কমিউনিস্ট সামাজিক গঠনবিন্যাসে সহজাত অন্য ব্যাপারগুলির বৈষয়িক ভিত্তি, বৈষয়িক **পূর্বশর্তগুলি** প্রস্তুত করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটার জন্য এই সমস্ত পূর্বশর্তের বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তর বিষয়গতভাবে প্রয়োজন।

কিন্তু পুঁজিবাদ কি সমাজতন্ত্রের কিছু কিছু 'টুকরো'ও, সেই সঙ্গে তার পূর্বশর্তগুলিও প্রস্তুত করে না, যে 'টুকরোগুলি' ক্রমে ক্রমে আরও বড় হয়ে উঠবে এবং শেষ পর্যন্ত যার ফলে পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের দ্বারা উৎসাদিত হয়ে যাবে সমাজবিপ্লব ছাড়াই? মার্কসবাদীরা আর সুবিধাবাদীরা এই যে-প্রশ্নটি নিয়ে দীর্ঘকাল বিতর্ক চালিয়েছিলেন, লেনিন তার নিষ্পত্তি করেছেন নীতিগতভাবে; তিনি মেনে নিয়েছেন যে পুঁজিবাদের অধীনে সমাজতন্ত্রের কিছু কিছু 'টুকরো'

আত্মপ্রকাশ করতে পারে, কিন্তু তিনি বলেছেন যে সেগুলির ফলে গুণগত একটা লাফ, পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে রূপান্তর হতে পারে না। 'সুবিধাবাদীরা যুক্তি দেয় যে উপভোক্তা সমিতিগুলিই প্রলেতারিয়েতের পক্ষে একটা বাস্তব শক্তি, একটা বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থান দখল, এবং সমাজতন্ত্রের এক খাঁটি টুকরো; তোমরা বিপ্লবীরা দ্বান্দ্বিক বিকাশ, পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে ক্রমবিকাশ, পুঁজিবাদের একেবারে হৃদ্‌যন্ত্রে সমাজতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্রের অনুপ্রবেশ, পুঁজিবাদকে এক নতুন সমাজতান্ত্রিক অন্তর্বস্তু প্রদান করে পুঁজিবাদের অন্তঃসারশূন্যতাসাধন — এ সব বোঝ না।

'হ্যাঁ বিপ্লবীরা জবাব দেয়, আমরা মানি যে এক দিক দিয়ে উপভোক্তা সমিতিগুলি সমাজতন্ত্রের একটা টুকরো বটে। প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক সমাজ হল একটা বৃহৎ উপভোক্তা সমিতি, তাতে উপভোগের জন্য উৎপাদন সংগঠিত হয় একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী; দ্বিতীয়ত, একটা শক্তিশালী, বহুমুখী শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ছাড়া সমাজতন্ত্র অর্জন করা যায় না, এবং উপভোক্তা সমিতিগুলি অবশ্যম্ভাবীরূপেই হবে এই সমস্ত অনেক দিকের একটি দিক... এইভাবে উপভোক্তা সমিতিগুলি সমাজতন্ত্রের একটা টুকরো। বিকাশের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া বাস্তবিকই এমন কি পুঁজিবাদের অধীনেও নতুন সমাজের উপাদানসমূহ, বৈষয়িক ও আত্মিক উভয় প্রকারেরই উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রীদের সক্ষম হতে হবে সমগ্র থেকে অংশকে পৃথক করে বুঝতে; তারা তাদের স্লোগানে দাবি করবে **সমগ্রটাকে**, একটা অংশকে নয়...'*

* V. I. Lenin, 'The Latest in *Iskra* Tactics, or Mock Elections as a New Incentive to an Uprising', *Collected Works*, Vol. 9, pp. 371-372.

লেনিন যে সুবিধাবাদীদের সমালোচনা করেছিলেন, সেটা তারা পুঁজিবাদের অধীনে সমাজতন্ত্রের 'টুকরো' দেখতে পেয়েছিল বলে নয়, এমন কি শ্রমিকদের তারা এই ধরনের 'টুকরো' সৃষ্টি করার জন্য সংগ্রামের দিকে অভিমুখী করেছিল বলেও নয়, কেননা এই 'টুকরোগুলি' শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিবিধানে কাজে লাগতে পারে, আর মার্কসবাদীরা কখনও এই নীতির অনুকূলে ছিল না যে 'যত বেশি খারাপ ততই ভালো, বিপ্লবের তত বেশি কাছাকাছি'। লেনিন তাদের সমালোচনা করেছিলেন পুঁজিবাদী সমাজে সমাজতন্ত্রের এই 'টুকরোগুলির' ভূমিকাকে **অতিরঞ্জিত** করার জন্য, **অংশের খাতিরে সমগ্রকে উপেক্ষা** করার জন্য, সমস্যাটির রাজনৈতিক দিকটি সম্পর্কে নিহিলিস্ট মনোভাবের জন্য, অর্থাৎ, সেই দোষগুলির জন্য, যেগুলি আধুনিক দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদেরও বিশিষ্ট লক্ষণসূচক।

এখন যখন পুঁজির উপরে শ্রমজীবী জনগণের আক্রমণ ব্যাপক হয়েছে এবং অনেক দেশে 'অগ্রসর গণতন্ত্রের' জন্য সংগ্রাম সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরবিজড়িত হচ্ছে, এখন যখন বিশ্ব সমাজতন্ত্রের 'চাপ' বুর্জোয়া শ্রেণীকে বাধ্য করছে বিপ্লব ঠেকাবার জন্য পুঁজিবাদী দুনিয়ার অভ্যন্তরে কিছু কিছু সংস্কারকর্ম প্রবর্তন করতে, তখন পুঁজিবাদী সমাজের 'দেহে' সমাজতন্ত্রের 'টুকরোগুলির' সংখ্যা ও পরিসর বাড়তে পারে। কিন্তু কোনো 'টুকরোই' আপনা থেকে সমাজতন্ত্র আনতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা শ্রমজীবী জনগণের হাতে না-আসছে, অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব না-ঘটছে। লেনিন তাই বলেছেন: 'ক্ষমতা যতক্ষণ বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে থাকবে, ততক্ষণ

উপভোক্তা সমিতিগুলি ক্ষুদ্র একটা টুকরোই থেকে যাবে, গুরুতর কোনো পরিবর্তন ঘটাবে না, নিয়ামক কোনো অদলবদল প্রবর্তন করবে না, এবং কখনও বা এমন কি বিপ্লবের জন্য গুরুতর সংগ্রামের দিক থেকে মনোযোগ বিপথচালিতও করবে। এ কথা কেউই অস্বীকার করে না যে, উপভোক্তা সমিতিগুলিতে শ্রমিকরা যে অভ্যাস অর্জন করে, সেগুলি খুবই উপযোগী। কিন্তু একমাত্র প্রলেতারিয়েতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরই এই অভ্যাসগুলিকে পূর্ণ সুযোগ দিতে পারে।'* পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরে উদ্ভূত সমাজতন্ত্রের 'টুকরোগুলি' সারগতভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পূর্বশর্তগুলির এক সবিশেষ রূপ, এই সমাজব্যবস্থা অর্জন করা যেতে পারে একমাত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রের 'টুকরোগুলির' সংখ্যা ও পরিসর বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক লাফের রূপ ও মেয়াদকে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারে। বিপ্লবী পার্টিকে অবশ্যই প্রতিটি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করতে হবে, এবং তার কাজকর্মে সেগুলিকে গণ্য করতে হবে; কিন্তু একটা লাফ অপরিহার্য থেকেই যায়। এটাই হল বিষয়টি সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সারমর্ম, যেটা বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একেবারেই আলাদা।

পুঁজিবাদের অসম বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে আরও

---

* V. I. Lenin, 'The Latest in *Iskra* Tactics, or Mock Elections as a New Incentive to an Uprising', *Collected Works*, Vol. 9, p. 371.

প্রকোপিত হয়, এবং লেনিন দেখিয়েছেন, এক-একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টি হওয়ার উপরে প্রত্যক্ষ অভিঘাত সৃষ্টি করে। এগুলিও গড়ে ওঠে **অসমভাবে, কালের** দিক থেকেও (কোনো কোনো দেশে সেগুলি দেখা দেয় অন্যান্য দেশের চেয়ে আগে) এবং **অন্তর্বস্তুর** দিক থেকেও (দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো কোনো দেশে সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক পূর্বশর্তগুলি, অন্য কোনো কোনো দেশে রাজনৈতিক পূর্বশর্তগুলি)। অক্টোবর ১৯১৭-র বিপ্লব রাশিয়ায় জয়যুক্ত হওয়ার অনতিকাল পরেই লেনিন লিখেছিলেন: ইতিহাস 'এমন এক অদ্ভুত গতিপথ নিয়েছে যে তা ১৯১৮ সালে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের একটিমাত্র খোলকের ভিতরে দুটি ভবিষ্যৎ মুরগি-ছানার মতো পাশাপাশি বিদ্যমান দুটি সম্পর্কহীন অর্ধাংশের **জন্ম দিয়েছে**। ১৯১৮ সালে জার্মানি ও রাশিয়া হয়ে উঠেছে এক দিকে, সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক, উৎপাদনমূলক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা আর অন্য দিকে, রাজনৈতিক অবস্থাগুলির বৈষয়িক বাস্তবায়নের সবচেয়ে জাজ্বল্যমান মূর্তরূপ।'*

কোনো কোনো দেশে বিপ্লব যে অন্য কোনো কোনো দেশ থেকে আগে শুরু হতে পারে, এই অসমতা শুধু সেটারই হেতু নয়। বিপ্লবের অনেকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণকেও তা নির্ধারিত করে, যেমন -- গতিশীলতা, বিকাশের হার এবং তার উত্থাপিত সমস্যাগুলির চরিত্র। সমাজতন্ত্রের পূর্বশর্তগুলির অসম বিকাশই হল সেই কারণ, যার দরুন, লেনিন যে কথা বারবার জোর দিয়ে বলেছেন, কোনো কোনো দেশে

---

* V. I. Lenin, "Left-Wing' Childishness and the Petty-Bourgeois Mentality', *Collected Works,* Vol. 27, p. 340.

বিপ্লব **সুসম্পন্ন করার চেয়ে আরম্ভ করা সহজ,** কিন্তু অন্য কোনো কোনো দেশে **বিপ্লব শুরু করা অত্যন্ত কঠিন,** কিন্তু **তাকে জয়যুক্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ।** লেনিন বলেছেন: 'ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক পূর্বশর্তগুলি সম্বন্ধে যিনিই সযত্নে চিন্তা করেছেন, তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই এ বিষয়টা পরিষ্কার যে ইউরোপে সেটা শুরু করাটা হবে অপরিমেয়ভাবে দুষ্কর, যেখানে আমাদের পক্ষে তা শুরু করাটা ছিল অপরিমেয়ভাবে বেশি সহজ, কিন্তু বিপ্লবটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ওখানে যেমন হবে তার চেয়ে অনেক বেশি দুষ্কর হবে আমাদের পক্ষে।'*

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইতিহাস লেনিনের সিদ্ধান্তগুলির যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছে: অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরগুলি যেখানে ভিন্ন ভিন্ন ছিল, অথচ সর্বোচ্চ ছিল না, এমন সব দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে। এও প্রমাণিত হয়েছে যে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবস্থানগুলি সুসংহত হয়ে ওঠায় এবং তার অর্থনীতি বৃদ্ধিলাভ করায়, সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পূর্বশর্তগুলির অপেক্ষাকৃত কম পরিপক্কতার স্তর-বিশিষ্ট দেশগুলিতেও সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় বেশি তাড়াতাড়ি। তা হলেও, বিপ্লবের পরিপক্কতা লাভ করার পক্ষে এবং কোনো এক দেশে সমাজতন্ত্রের জয়ী হওয়ার

---

* V. I. Lenin, 'Extraordinary Seventh Congress of the R.C.P.(B.). March 6-8, 1918', *Collected Works,* Vol. 27, p. 93.

পক্ষে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলির অস্তিত্ব অপরিহার্য থেকেই যায়।

৫। বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থা

লেনিন বলেছেন, 'বিপ্লবগুলি অর্ডার-মাফিক হয় না, কোনো বিশেষ মুহূর্তের সঙ্গে সময় মিলিয়ে সেগুলি করা যায় না; সেগুলি পরিপক্ক হয় ঐতিহাসিক বিকাশের একটা প্রক্রিয়ায় এবং ফেটে পড়ে আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক কারণগুলির গোটা একটা সমাহারের দ্বারা নির্ধারিত একটা মুহূর্তে।'* ভাষান্তরে, বিপ্লবের দরকার এক প্রস্ত অবস্থা, **বিষয়গত** ও **বিষয়ীগত** অবস্থা, যেগুলি আত্মপ্রকাশ করে সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের গতিপথে। বিষয়গত অবস্থা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয় না (এগুলি হল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অধীনস্থ প্রয়োজক), এমন কি যদি সেই অবস্থা প্রয়োজকের কাজকর্মের ফল হয়, তা হলেও না। অবশ্য বিষয়গত আর বিষয়ীগত অবস্থার মধ্যে কঠোরভাবে স্থিরীকৃত কোনো বিভাজন রেখা নেই, কিন্তু সেগুলিকে এক করে দেখাটা সেগুলিকে বিপ্রতীপে স্থাপন করার মতোই ভুল: উভয় মনোভাবের মধ্যেই গুরুতর রাজনৈতিক ভুলের বিপদ নিহিত থাকে। আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়ীগত অবস্থাগুলি সম্বন্ধে এবং সেই বিপ্লবের বিজয়ের পক্ষে

---

* V. I. Lenin, 'Report Delivered at a Moscow Gubernia Conference of Factory Committees. July 23, 1918', *Collected Works*, Vol. 27, p. 547.

অত্যাবশ্যক বিষয়গত ও বিষয়ীগত অবস্থার মধ্যে মিলের মাত্রা সম্বন্ধে কিছু পরে আলোচনা করব। এখন আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থাগুলি বিবেচনা করব এবং সেগুলির অন্তর্বস্তু ও গঠনকাঠামো পরীক্ষা করে দেখব।

সেগুলির মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় সমাজতন্ত্রের **বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলিকে,** অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তর এবং সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির পরিপক্কতার একটা নির্দিষ্ট স্তরকে। সেই স্তরটা কত উঁচু হওয়া উচিত? এটা সর্বদাই তীব্র তর্কবিতর্কের মূল বিষয় হয়ে থেকেছে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিতরে ও বাইরে, উভয়তই। একটি দেশে অর্থনৈতিক বিকাশের উচ্চতর স্তর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের আনুকূলতর অবস্থা সৃষ্টি করে, এ কথা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েও, লেনিন কিন্তু সেই স্তরটা আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরু হওয়ার ও জয়যুক্ত হওয়ার সুযোগের মধ্যে সরাসরি একটা সমান্তরাল রেখা টানেন নি, কেননা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি যেখানে দেখা দেয় সেই দেশের বিকাশের নিচু **প্রারম্ভিক** (অর্থাৎ, **বর্তমান সময়ে বিদ্যমান**) স্তরকে **সামগ্রিকভাবে** বিশ্ব পুঁজিবাদী **ব্যবস্থার** কাঠামোয় অর্থনৈতিক বিকাশের উচ্চ স্তরটা কিছুটা পরিমাণে যেন **পুষিয়ে দেয়**। সেই সঙ্গে লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন যে কোনো এক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে জয়যুক্ত হওয়ার জন্য অর্থনৈতিক বিকাশের **নির্দিষ্ট** একটা স্তর একান্তই আবশ্যক। 'বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভাঙন শুরু হয়েছিল দুর্বলতম অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি দিয়ে, সবচেয়ে কম উন্নত রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদী সংগঠন দিয়ে', এই দাবি বাতিল করে লেনিন মন্তব্য করেছিলেন: 'ঠিক নয়: **'মাঝারি-দুর্বল'** দিয়ে।

পুঁজিবাদের একটা নির্দিষ্ট স্তর ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারতাম না।*

লেনিন এই 'নির্দিষ্ট স্তরটা' বিশিষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি এই কথা উপলব্ধি করে যে অভ্রান্ত যথাযথতায় তা হিসাব করা যায় না ও আগে থেকে স্থির করে দেওয়া যায় না; সেটা করার সমস্ত চেষ্টা বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের হাত বেঁধে রাখবে; এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটা একটা স্থির জিনিস নয়, তা নির্ভর করত পুঁজিবাদের পরিপক্কতা আর বিশ্ব সমাজতন্ত্রের বিকাশের উপর।

লেনিন এমন সিদ্ধান্ত করেন নি যে বিকাশের নিম্ন স্তরবিশিষ্ট একটি দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করা যেত, বিশেষত সেই দেশটা যদি হত পুঁজিবাদী দুনিয়ার ভিতরে এক নতুন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির পথাবলম্বী প্রথম দেশ। **চূড়ান্ত বিশ্লেষণে**, নতুন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করা যেত একমাত্র অতি উন্নত উৎপাদিকা শক্তিগুলির ভিত্তিতেই। কিন্তু **প্রথমে** রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করা এবং **তার পরে** সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় স্তর অবধি অর্থনীতিকে বিকশিত করা সম্ভব ছিল। লেনিন তাই লিখেছিলেন, 'সামগ্রিকভাবে বিশ্ব ইতিহাসের বিকাশ সাধারণ নিয়মগুলি অনুসরণ করে চলে বটে, তবে তাতে এটা কোনো মতে আগে থেকেই বাতিল হয়ে যায় না, বরং ধরে নেওয়া হয় যে বিকাশের নির্দিষ্ট কোনো কোনো কালপর্বে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যর প্রকাশ ঘটতে পারে এই বিকাশের রূপে অথবা পরম্পরায়...

---

* *Lenin Miscellany*, XI, p. 397.

'সমাজতন্ত্র গড়ার জন্য যদি সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট স্তর প্রয়োজন হয় (যদিও কেউই বলতে পারে না সেই নির্দিষ্ট 'সংস্কৃতির স্তরটা' ঠিক কী, কেননা প্রতিটি পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশে তা পৃথক), তা হলে সংস্কৃতির সেই নির্দিষ্ট স্তরটার পূর্বশর্তগুলি একটা বৈপ্লবিক উপায়ে প্রথমে অর্জন করে আমরা শুরু করতে পারব না কেন, এবং **তার পরে**, শ্রমিক-কৃষক ক্ষমতা আর সোভিয়েত ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে অন্যান্য জাতিকে ধরে ফেলার জন্য অগ্রসর হতে পারব না কেন?'*

লেনিন দেখান যে একটি দেশের পরিসরে অগ্রাধিকারের অনুক্রমের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন 'বিশ্ব ইতিহাসের সাধারণ বিকাশ ধারাকে,' 'প্রত্যেক দেশের মূল শ্রেণীগুলির মূল সম্পর্ককে বদলাবে না কিংবা যে দেশ বিশ্ব ইতিহাসের সাধারণ গতিপথের মধ্যে আকৃষ্ট হচ্ছে অথবা হয়েছে** তাদের মূল পরস্পরসম্পর্ক বদলাবে না, পরিবর্তন ঘটাবে না, কারণ আবশ্যকীয় বিষয়গত পূর্বশর্তগুলি বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে রয়েছেই, যে বিশেষ দেশটি বিপ্লব সম্পন্ন করেছে সেখানে সেই পূর্বশর্তগুলির অভাব তা যেন, অন্তত কিছুকালের জন্য, পুষিয়ে দেয়, এবং তার পক্ষে অগ্রসরতর দেশগুলিকে ধরে ফেলা সম্ভব করে তোলে তাদের অভিজ্ঞতা গ্রহণের সাহায্যে। লেনিন লিখেছেন, কোনো এক দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের করণীয় কাজগুলি সম্পন্ন করা যায় 'একমাত্র এই শর্তে যে এর জন্য [সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়ার জন্য — অনুঃ] মূল অর্থনৈতিক, সামাজিক,

---

* V. I. Lenin, 'Our Revolution', *Collected Works*, Vol. 33, pp. 477, 478-479.

** Ibid., p. 478.

সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পূর্বশর্তগুলি পুঁজিবাদের দ্বারা যথেষ্ট মাত্রায় সৃষ্ট হয়েছে। বৃহদায়তন যন্ত্রপ্রধান উৎপাদন ছাড়া, রেলপথ, ডাক ও তার যোগাযোগের অল্পবিস্তর উন্নত একটা জালবিস্তার ছাড়া, জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অল্পবিস্তর উন্নত একটা জালবিস্তার ছাড়া, এই কর্তব্যকর্মগুলির কোনোটাই জাতীয় পরিসরে প্রণালীবদ্ধভাবে সম্পন্ন করা যায় না। রাশিয়া রয়েছে এমন একটা অবস্থায়, যখন এরূপ উত্তরণের জন্য বেশ কিছুসংখ্যক এইসব প্রারম্ভিক পূর্বশর্ত সত্যিই বিদ্যমান রয়েছে। অন্য দিকে, বেশ কিছুসংখ্যক এইসব পূর্বশর্ত আমাদের দেশে অনুপস্থিত, কিন্তু প্রতিবেশী, অনেক বেশি অগ্রসর যেসব দেশকে ইতিহাস আর আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান দীর্ঘকাল ধরে রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে রেখেছে, তাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে সেগুলি বেশ সহজেই গ্রহণ করা যায়।*

দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের নির্দিষ্ট একটা স্তর হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গত অবস্থার মধ্যে একটিমাত্র। লেনিন যে তাঁর 'আমাদের বিপ্লব' প্রবন্ধে অর্থনৈতিক বিষয় দিয়ে কথা শুরু করে অচিরেই **সংস্কৃতির** সমস্যাবলীর দিকে যান, সেটা কোনো আপাতিক ব্যাপার নয়, সংস্কৃতিও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের জন্য একটি আবশ্যকীয় বিষয়গত অবস্থা। সংস্কৃতি বলতে আমরা শুধু জনসমষ্টির সাক্ষরতাকেই বুঝি না, যদিও সমাজতন্ত্রের কর্মাদর্শের পক্ষে তার গুরুত্ব বিরাট। সংস্কৃতি সমাজজীবনের

---

* V. I. Lenin, 'Original Version of the Article "The Immediate Tasks of the Soviet Government"', *Collected Works*, Vol. 42, p. 71.

বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতার সামগ্রিকতাও বটে, এই ক্ষেত্রগুলি হল, যেমন, উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা, উপভোগ, প্রভৃতি, যার মধ্যে সঞ্চিত হয় পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। এই সমস্ত দক্ষতা ও জ্ঞানার্জন সময় সাশ্রয় করতে সাহায্য করে এবং সংস্কৃতিকে আয়ত্ত-করা প্রতিটি প্রজন্মকে সক্ষম করে তোলে সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের এক উচ্চতর ধাপে উঠতে। এখানেও, এক ধরনের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া ঘটতে পারে, যেমন ঘটে অর্থনৈতিক পূর্বশর্তগুলির বেলায়। সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থাটা যদি সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক স্তরে উপনীত হয়ে থাকে, তা হলে যে-দেশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করেছে, অথচ সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের চেয়ে পিছিয়ে আছে, সেই দেশ অন্যান্য দেশ থেকে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান আর অগ্রসর প্রযুক্তিবিদ্যা আহরণ করে (বিদেশে জাতীয় কর্মিদলের প্রশিক্ষণ ও অর্থনীতিতে বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ সমেত) তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে এই পিছিয়ে-পড়া অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে। এখন যখন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব চলছে, তখন সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মে সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ভূমিকাও বেড়ে যায়। এই বিপ্লবের পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান পরিণত হয় সরাসরি এক উৎপাদিকা শক্তিতে, আর সংস্কৃতি হয়ে ওঠে তার বিকাশের একটি পূর্বশর্ত ও তার অঙ্গীয় অংশ।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তৃতীয় বিষয়গত শর্ত হল সমাজের নির্দিষ্ট সামাজিক ও শ্রেণীগত গঠনবিন্যাস, যার মধ্যে থাকতে হবে শ্রমিক শ্রেণী, শহর ও গ্রামের পেটি বুর্জোয়া, অফিস কর্মচারী, এবং বুদ্ধিজীবিসমাজ, যাদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী

রাজনৈতিক মৈত্রীজোট গঠন করতে পারে; এক কথায়, **সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চালিকা শক্তি, বা প্রয়োজক, হতে সক্ষম সামাজিক শক্তিগুলির থাকা চাই।** সুবিধাবাদীদের যুক্তির বিপরীতরূপে, শ্রমিক শ্রেণীকে দেশের জনসমষ্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ যে হতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, কেননা, লেনিন বলেছেন, 'যে কোনো পুঁজিবাদী দেশে প্রলেতারিয়েতের শক্তি, মোট জনসমষ্টির যে অনুপাতের তারা প্রতিনিধিত্ব করে, তার চেয়ে অনেক বেশি।'* বলাই বাহুল্য যে শ্রমিক শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং তার সঙ্গে মৈত্রীজোট গঠনে সক্ষম অন্যান্য সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠীর অস্তিত্বের ক্ষেত্রে **চেতনা বিকাশের** নির্দিষ্ট একটা **স্তর ও সংগঠনের বিশেষ এক মাত্রা** পূর্বানুমিত; এগুলি হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থা, যদিও এগুলি কিছুটা পরিমাণে প্রলেতারীয় পার্টি ও বিপ্লবী-তাত্ত্বিকদের উদ্দেশ্যপূর্ণ কার্যকলাপের ফলও বটে।

সবশেষে অথচ গুরুত্বে ন্যূন নয়, বিপ্লবের আরও একটি, কখনও বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গত অবস্থা হল **বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণী দ্বন্দ্বের পরিপক্কতার এক বিশেষ স্তর এবং শ্রেণী শক্তিগুলির এক বিশেষ পরস্পরসম্পর্ক** অর্জন, যা একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ পায়।

ইতিহাস দেখায় যে উপরোক্ত অগ্রাধিকারের পারম্পর্য পরিবর্তন এক নির্দিষ্ট দেশে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলির আত্মপ্রকাশকে ত্বরান্বিত করে, এবং পুঁজিবাদ (অথবা প্রাক্-পুঁজিবাদী গঠনবিন্যাস) থেকে সমাজতন্ত্রে

---

* V. I. Lenin, 'The Constituent Assembly Elections and the Dictatorship of the Proletariat', *Collected Works*, Vol. 30, p. 274.

উত্তরণের হার, পদ্ধতি ও রূপগুলিকেও প্রভাবিত করে। তার জন্য বিশেষভাবে দরকার বিদ্যমান উপায় ও সহায়-সম্পদের অধিকতর সমাবেশ ঘটানো, এবং বিজয়ী জনগণের পক্ষ থেকে অধিকতর প্রচেষ্টা ও ত্যাগ। এটা একটা বাধ্যতামূলক প্রয়োজন, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সে প্রয়োজন দেখা দেয় পুঁজিবাদী বিকাশের অসম চরিত্রের দরুন।

এই অসমতা দেশ থেকে দেশান্তরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থার অ-সমরূপ পরিপক্কতা ঘটায়। বর্তমানে অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বিষয়গত বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলির পরিপক্কতার স্তর অনুযায়ী তিনটি প্রধান গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। প্রথম গোষ্ঠীতে আছে উন্নত পুঁজিবাদের দেশগুলি— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অধিকাংশ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ আর জাপান। দ্বিতীয় গোষ্ঠীতে আছে পুঁজিবাদী বিকাশের মাঝারি স্তরের দেশগুলি — পোর্তুগাল ও গ্রীসের মতো কিছু ইউরোপীয় দেশ এবং অনেকগুলি লাতিন আমেরিকান দেশ।* তৃতীয় গোষ্ঠীতে আছে পুঁজিবাদী বিকাশের নিম্নস্তরের দেশগুলি — অধিকাংশ এশীয় ও আফ্রিকান দেশ, যাদের অনেকে সম্প্রতিমাত্র ঔপনিবেশিক জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

* লেনিন এই গোষ্ঠীতে রেখেছিলেন সেই দেশগুলিকে যাদের একটা ন্যূনতম মাত্রায় উৎপাদিকা শক্তি আছে, যেটা সমস্ত সহজাত দ্বন্দ্ব সমেত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিতান্তই দরকার; এই দেশগুলির আছে নিজস্ব বৃহৎ পুঁজি, এবং শ্রমিক শ্রেণী তার শ্রেণী সংগঠনগুলি সমেত; পুঁজিবাদী সম্পর্ক প্রবলভাবে বিকাশলাভ করছে গ্রামাঞ্চলে। এই দেশগুলির অধিকাংশতেই শ্রেণীগত পুঁজিবাদী নিপীড়ন গুরুতর হয় প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কের জেরগুলির দরুন এবং বিদেশী পুঁজির নানা ধরনের চাপের দরুন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতিবিশারদ কি প্রত্যাশা করতে পারে যে তা প্রথমে ঘটবে প্রথম দেশগোষ্ঠীতে, তার পরে দ্বিতীয় দেশগোষ্ঠীতে, এবং তারও পরে তৃতীয় দেশগোষ্ঠীতে? ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বলে: না। সমাজতন্ত্রের পথাবলম্বী বিভিন্ন দেশের ক্রমপর্যায়, পরম্পরা (বুঝি বা বিপ্লবের 'সময়-সারণী') দূরদৃষ্টিতে দেখা যায় না এবং এ কথা অতীতে যেমন ছিল আজও তেমনই সত্য।

কিন্তু নিশ্চিতভাবেই জোর দিয়ে এ কথা বলা যায় যে একটি পৃথক দেশের অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থার **প্রারম্ভিক পরিপক্কতার স্তর নামিয়ে আনার** একটা সাধারণ **ঝোঁক** রয়েছে, যেটা সেখানে এক সাধারণ জাতীয় সংকট ঘটার জন্য ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের জন্য প্রয়োজন, অবশ্য যদি বিষয়গত অবস্থা বিদ্যমান থাকে। সেই নির্দিষ্ট দেশটিতে সমাজতন্ত্রের যেসব বৈষয়িক পূর্বশর্তের অভাব আছে সেগুলি আরও দ্রুত ও আরও কার্যকরভাবে পুষিয়ে যাওয়ার ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনাই অনেকাংশে এর কারণ। আর এই সম্ভাবনা আবার নির্ভর করে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের উচ্চতর পরিপক্কতার স্তরের উপরে, অর্থাৎ, তার রাজনৈতিক অবস্থানগুলির সংহতিসাধন এবং তার অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধির উপরে। সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ভুক্ত দেশগুলি এখন অন্যান্য জাতিকে আরও কার্যকর সাহায্য দেওয়ার মতো অবস্থায় রয়েছে, যাতে সেই জাতিগুলি তাদের বৈপ্লবিক অর্জনগুলি রক্ষা করতে, তাদের অর্থনীতি উন্নত করতে, আধুনিকতম প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগাতে এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় কর্মীদের তৈরি করতে সক্ষম হয়।

৬। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা

লেনিন তাঁর সমস্ত বৈপ্লবিক-তত্ত্বগত কাজকর্মের মধ্যেই যে ঐতিহাসিক অবস্থায় রাশিয়ায় তথা অন্যত্রও বিপ্লবগুলি ঘটেছিল তার বিশ্লেষণ ও তুলনা করছিলেন এবং বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার আত্মপ্রকাশের সাধারণ নিয়মগুলি সন্ধান করছিলেন। তারই পরিণতি হল বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর শিক্ষা, যার সারসংক্ষেপ বিধৃত হয়েছে তাঁর 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অবসান' রচনায়: 'মার্কসবাদীর কাছে এটা বিতর্কাতীত যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব; অধিকন্তু, সব বৈপ্লবিক পরিস্থিতির ফলেই বিপ্লব ঘটে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, বৈপ্লবিক পরিস্থিতির লক্ষণগুলি কী? আমরা যদি নিম্নলিখিত তিনটি বড় লক্ষণকে চিহ্নিত করি তা হলে নিশ্চয়ই ভুল করব না: ১) শাসক শ্রেণীগুলির পক্ষে যখন কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়া তাদের শাসন বজায় রাখা অসম্ভব; যখন 'উচ্চতর শ্রেণীগুলির' মধ্যে, কোনো না কোনো ধরনে, একটা সংকট আছে, শাসক শ্রেণীর কর্মনীতিতে একটা সংকট আছে, যার ফলে এমন একটা ফাটল তৈরি হয় যেটার মধ্য দিয়ে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির অসন্তোষ ও ক্ষোভ ফেটে পড়ে। একটা বিপ্লব ঘটার জন্য 'নিম্নতর শ্রেণীগুলির' পুরনো কায়দায় বাঁচতে 'না-চাওয়াটাই' সাধারণত যথেষ্ট নয়; এটাও দরকার হয় যাতে 'উচ্চতর শ্রেণীগুলি' পুরনো কায়দায় বাঁচতে 'অক্ষম হয়'; ২) নিপীড়িত শ্রেণীগুলির কষ্টভোগ ও অভাব যখন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তীব্র হয়ে ওঠে; ৩) যখন, উপরোক্ত কারণগুলির ফলে, জন-সাধারণের ক্রিয়াকলাপে

প্রভূত বৃদ্ধি ঘটে, যে জনসাধারণ 'শান্তির সময়ে' বিনা প্রতিবাদে নিজেদের লুণ্ঠিত হতে দেয়, কিন্তু ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সময়ে, সংকটের সমস্ত পরিস্থিতির দ্বারা এবং **খোদ 'উচ্চতর শ্রেণীগুলির'** দ্বারাই স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক কর্মতৎপরতার মধ্যে আকৃষ্ট হয়।'*

এই সূত্রায়নের পর অর্ধ শতাব্দীর বেশি কেটে গেছে, তবুও এই বক্তব্যের যাথার্থ্য আধুনিক যুগে নীতিগতভাবে বজায় আছে। ভাষান্তরে, লেনিন যে তিনটি লক্ষণের কথা বলেছিলেন, তার সব কটি আমাদের কালেও বৈপ্লবিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ার পক্ষে **অপরিহার্য** থেকে গেছে, যদিও সেগুলির বহিঃপ্রকাশের সুনির্দিষ্ট রূপগুলি এখন পৃথক হতে পারে।

বস্তুতই, ''উচ্চতর শ্রেণীগুলির' মধ্যে... একটা সংকট' এবং 'শাসক শ্রেণীর কর্মনীতিতে একটা সংকট' ছাড়া কি আজ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে পারে? অবশ্যই না। এরূপ সংকটের অনুপস্থিতিতে এক বৈপ্লবিক উচ্ছেদের চেষ্টা ও তা সম্পন্ন করাটা হবে নিতান্ত হঠকারিতা, এবং গত কয়েক দশকে তা বার বার প্রতিপন্ন হয়েছে। ''উচ্চতর শ্রেণীগুলির' সংকট', অর্থাৎ, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে, নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে, এবং যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পীড়নমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রকে এই উদ্দেশ্যে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে তাদের অপারগতা বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে, এবং সেই রূপগুলি সর্বদা পূর্বাভাসসাধ্যও নয়। সংকট হতে পারে **সুস্পষ্ট,** পরিষ্কারভাবে অভিব্যক্ত ও প্রত্যক্ষগোচর, যেমনটা সাধারণত ঘটে যুদ্ধের অবস্থায় বা সামরিক একনায়কতন্ত্রের অধীনে,

* V. I. Lenin, 'The Collapse of the Second International', *Collected Works,* Vol. 21, pp. 213-214.

যাদের মৃত্যু যন্ত্রণা প্রায়ই প্রকাশ্য, 'সর্বজনদৃশ্য' রূপ পরিগ্রহ করে। বিপরীতপক্ষে, প্রথাগত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক যন্ত্রকে ব্যবহার করে অথবা ছদ্মবেশধারী একনায়কতন্ত্রের সাহায্যে যারা তাদের কর্মনীতি অনুসরণ করে সেই ''উচ্চতর শ্রেণীগুলির' সংকট' কখনও কখনও পরিষ্কারভাবে প্রকট হয়ে ওঠে না, বরং এক সংগুপ্ত রূপ ধারণ করে, যার ফলে পাশব শক্তির কর্মনীতির, প্রকাশ্য দমন-পীড়নের কর্মনীতির সংকটের চেয়ে সেটাকে চিনতে পারা বেশি কঠিন হয়। 'উচ্চতর শ্রেণীগুলির' 'পুরনো কায়দায় বাঁচার' অক্ষমতা লক্ষ করার জন্য দরকার হয় বৈপ্লবিক স্বচ্ছদৃষ্টি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ।

পুঁজিবাদ চেষ্টা করে পরিবর্তমান ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে, সংকটের পরিস্থিতি আপাতত অমীমাংসিতভাবে সরিয়ে রাখতে অথবা সুনির্দিষ্ট অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে আধিপত্যের বিভিন্ন রূপ -- হয় কঠোরতর রূপ (ফাশিস্ত একনায়কতন্ত্র), না হয় 'মৃদুতর' রূপের (বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র) আশ্রয় নিয়ে সেইসব পরিস্থিতি পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে। এই ধরনের নমনীয়তা বুর্জোয়া শ্রেণীকে সময় পেতে সক্ষম করে তোলে, তবুও তার শাসনকে সে চিরস্থায়ী করতে পারে না। প্রসঙ্গত, 'উচ্চতর শ্রেণীগুলির' আধিপত্যের নতুন নতুন রূপে **'উত্তরণ'** এবং তাদের দ্বারা এই আধিপত্যের নতুন বন্দোবস্তগুলিকে আয়ত্ত করার মুহূর্তগুলি কখনও অত্যন্ত অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে এবং তার জন্য দরকার হয় আমূল সব পরিবর্তন, যেগুলি দেশে একটা 'ফাটল' সৃষ্টি করতে পারে, যার মধ্য দিয়ে, লেনিনের ভাষায়, 'নিপীড়িত শ্রেণীগুলির অসন্তোষ ও ক্ষোভ ফেটে পড়ে'। এই 'ফাটলের'

সঙ্গে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির অন্য লক্ষণগুলি থাকবে কি না এবং বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার জন্য প্রয়োজকের প্রস্তুতাবস্থা থাকবে কি না, অন্যভাবে বললে, বিপ্লবী জনসাধারণ ''উচ্চতর শ্রেণীগুলির' সংকটের' সুযোগ নিতে পারবে কি না সেটা নির্ভর করে স্থান ও কালের অবস্থার উপরে। কিন্তু যাই হোক, পুঁজিবাদী সমাজের ক্রিয়া ও ক্রমবিকাশ, অতীতের মতো আজও, অবশ্যম্ভাবীরূপেই শাসক শ্রেণীর পক্ষে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির জন্ম দেয়।

লেনিন কথিত বৈপ্লবিক পরিস্থিতির দ্বিতীয় লক্ষণটি — 'নিপীড়িত শ্রেণীগুলির কষ্টভোগ ও অভাব স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে' — আজ স্পষ্টই প্রতীয়মান। বুর্জোয়া ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ভাবাদর্শবিদরা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রায়শই শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে 'নিপীড়িত শ্রেণীগুলির কষ্টভোগ ও অভাব' 'অদৃশ্য হয়ে যাওয়া' সম্পর্কে, এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তত এক বিশেষ অংশের কাঠামোর ভিতরে, সেই রকম একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ার অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। কোনো কোনো উন্নত পুঁজিবাদী দেশে উদারপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণী তথাকথিত 'কল্যাণ রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে (যেটা সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান শক্তিগুলি সত্ত্বেও বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য বজায় রাখার একটা কার্যকর রূপের চেয়ে বেশি কিছু হবে না) যেসব সংস্কার চালাতে চেষ্টা করেছে, তারই উপরে ভিত্তি করে তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি টানেন। কিন্তু তাঁরা অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করেন, যেগুলি তাঁদের বক্তব্যকে পুরোপুরি খণ্ডন করে। প্রথম, বৈপ্লবিক পরিস্থিতির একটা

লক্ষণ হিসেবে 'কষ্টভোগ ও অভাবের' কোনো বিমূর্ত, **অনাপেক্ষিক** স্তর সম্পর্কে লেনিন বলেন নি, বলেছিলেন সেগুলির **বৃদ্ধিলাভ** সম্পর্কে, অর্থাৎ, জনসাধারণের কোনো মূর্ত জীবনমানের তুলনায় এক নিবিড়ভবন সম্পর্কে। অন্যান্য দেশে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিদ্যমান স্তরের **তুলনায়** এই স্তরটা যথেষ্ট উঁচু হতে পারে, কিন্তু মূর্ত ঐতিহাসিক অবস্থায় গড়ে ওঠা জনগণের প্রকৃত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অপ্রতুল হতে পারে। এই পরিস্থিতির জটিলতাবৃদ্ধি, অর্থাৎ, শ্রমজীবী জনগণের প্রকৃত চাহিদা আর সেগুলি পূরণ করার সম্ভাবনার মধ্যেকার **ব্যবধানের** অধিকতর **বৃদ্ধি,** এবং এক দিকে, শ্রমজীবী জনগণের চাহিদা আর অন্য দিকে, শাসক শ্রেণীর চাহিদা পূরণের মাত্রার মধ্যেকার ব্যবধান (পুঁজিবাদ তা দূর করতে বা ঠেকাতে পারে না) একটা প্রবল বৈপ্লবিক পরিবর্তনকামী উপাদান হয়ে উঠতে পারে, কখনও এমন কি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশের বৈশিষ্ট্যসূচক জনসাধারণের জীবনমানের সেই স্থিতিশীল নিচু স্তরের চেয়েও বেশি কার্যকর হয়ে উঠতে পারে।

দ্বিতীয়, লেনিন বলেছিলেন 'কষ্টভোগ ও অভাব' সম্পর্কে, 'দারিদ্র্য' সম্পর্কে নয়। দারিদ্র্য, অর্থাৎ অর্থনৈতিক বঞ্চিত অবস্থাও অবশ্য বোঝানো হয়েছিল, কিন্তু লেনিন কখনোই অর্থনৈতিক বঞ্চিত অবস্থাকে দারিদ্র্যে পর্যবসিত করেন নি, অথবা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির লক্ষণস্বরূপ বঞ্চিত অবস্থাগুলির যোগফলকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে পর্যবসিতও করেন নি। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন, মার্কসের তত্ত্বে স্বীকার করা হয়েছে যে 'সম্পদের বৃদ্ধি যত দ্রুত হয়, শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ ও তার সামাজিকীকরণ তত

বেশি সম্পূর্ণ হয়, এবং **শ্রমিকের অবস্থান তত ভালো হয়,** অথবা সামাজিক অর্থনীতির বর্তমান ব্যবস্থায় যতটা ভালো হওয়া সম্ভব ততটা ভালো হয়।* কিন্তু এই বিষয়টা পুঁজিবাদী সমাজের এক সম্পত্তিহীন, শোষিত শ্রেণী হিসেবে, 'বুর্জোয়া শ্রেণীর কবর-খননকারী' হিসেবে প্রলেতারিয়েতের অবস্থানের আমূল পরিবর্তন ঘটায় না। প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্বের বিষয়গত অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ও উদ্বৃত্ত-মূল্য স্রষ্টা হিসেবে ক্রিয়ার ফলে গঠিত নতুন নতুন মৌল চাহিদা দেখা দেওয়ায় তার জীবনমানের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নয়ন 'অকার্যকর' হয়ে যায়; এই চাহিদাগুলি তার 'বুর্জোয়াধর্মী' হয়ে যাওয়া প্রমাণ করে না, বরং নতুন শ্রমের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি তার স্বাভাবিক ক্রিয়ার এক স্বাভাবিক, **আবশ্যিক** শর্ত। ভাষান্তরে, শ্রমিকের নতুন 'প্রাপ্তিগুলি', অর্থাৎ, শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে যেসব নতুন অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি সে আদায় করে, সেগুলি প্রায়শই একটা অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি নয়, বরং শ্রমের নিবিড়করণ, বর্ধিত মানসিক শ্রমের বোঝা, ইত্যাদির দরুন অবধারিতভাবেই তার যে ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতির এক ধরনের 'ক্ষতিপূরণ'। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ২০শ শতাব্দীর গোড়ায় একজন আমেরিকান শ্রমিকের পক্ষে একটা মোটর গাড়ি একটা আবশ্যকীয় উপভোগ সামগ্রী ছিল না, সেই শ্রমিক সাধারণত বাস করত কারখানার কাছে, কিন্তু আজ উৎপাদনস্থলের অবস্থিতির পরিবর্তিত কাঠামো, নাগরিকীকরণ এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব-জনিত অন্যান্য প্রক্রিয়ার দরুন তা একটা মৌল প্রয়োজন হয়ে

* V. I. Lenin, 'A Characterisation of Economic Romanticism', *Collected Works*, Vol. 2, p. 148.

উঠেছে: তার এটা দরকার সর্বপ্রথমে কর্মস্থলে যাওয়ার জন্যই। তার মানে এই যে শ্রমিক একটা মোটর গাড়ি লাভ করেই 'বুর্জোয়াধর্মী' হয়ে যায় না, যদিও কয়েক দশক আগে মোটর গাড়ি ছিল প্রধানত বুর্জোয়া শ্রেণীর উপভোগের বস্তু। অন্য কতকগুলি প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য, যে প্রয়োজনগুলি একদা ছিল শাসক শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা, কিন্তু সামাজিক উৎপাদনের বিকাশ ও শ্রমিকদের 'চাহিদা উন্নীত হওয়ায়' এখন সেগুলি আগেকার স্থানীয় চরিত্র হারিয়ে শ্রমজীবী জনগণের কোনো কোনো অংশের বৈশিষ্ট্যসূচক চাহিদায় এক অঙ্গীয় উপাদান হয়ে উঠেছে। এই ধরনের চাহিদার উদ্ভব আর সেগুলির অল্পবিস্তর সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির প্রকৃত অবস্থাকে পরিবর্তিত করে না, কারণ সেগুলি বুর্জোয়া শ্রেণীর চাহিদা (সেগুলিও বদলাচ্ছে এবং বাড়ছে, শ্রমিক শ্রেণীর চাহিদার তুলনায় অনেক দ্রুত) আর প্রলেতারিয়েতের চাহিদার মধ্যেকার **ব্যবধান দূর করে না।** অধিকন্তু, এই ব্যবধান **বিস্তৃততর হচ্ছে।** কিন্তু সম্ভবত আসল বিষয়টা এই যে নিজের অর্থনৈতিক চাহিদাগুলির আংশিক পূরণ প্রলেতারিয়েতকে বাধ্য করে, তার অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তার নতুন 'উন্নীত' চাহিদাগুলিও পূরণ করার চেষ্টা করতে, মুখ্যত রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। এই সমস্ত চাহিদা পূরণের জন্য প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যকে দুর্বল করে এবং নতুন অবস্থায় তা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ঠিক তেমনই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনকামী ভূমিকা পালন করতে পারে, যেমন ভূমিকা আগে পালন করেছিল প্রতিদিনের রুটির জন্য সংগ্রাম। অর্থনৈতিক অধিকারগুলি

কার্যকর করার জন্য, এমন কি প্রাথমিক অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য সংগ্রাম এখন শুধু এশীয়, আফ্রিকান ও লাতিন আমেরিকান দেশগুলির পক্ষেই নয়, ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও শ্রমজীবী জনগণের অনেকগুলি গোষ্ঠীর পক্ষেও একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের সামনে যেসব সমস্যা সমুপস্থিত, সেগুলি সব মিলিয়ে, অন্তত কোনো কোনো দেশে, এমন এক পরিস্থিতি সম্ভব করে তোলে, যেখানে বহুসংখ্যক অচরিতার্থ চাহিদা বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামকে তীব্র করবে এবং এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সহায়ক হবে।

প্রতিটি বিপ্লবের আগে থাকে এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতি, এবং তার থাকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট লক্ষণ। প্রতিটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতিরও থাকে নিজস্ব সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, এবং তা আত্মপ্রকাশ করে প্রকাশ্য ও গোপন উভয়বিধ বিভিন্ন আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ অভিঘাতে। সব দেশই সমাজতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেকে এগোচ্ছে তার নিজস্ব ধরনে — এই কথা বলার সময়ে লেনিন বিশেষভাবে বোঝাতে চেয়েছেন বৈপ্লবিক পরিস্থিতিগুলির আত্মপ্রকাশের ধরনকে। বলা নিষ্প্রয়োজন, যে কোনো বৈপ্লবিক পরিস্থিতিই শেষাবধি একটি নির্দিষ্ট দেশের বৈশিষ্ট্যসূচক ও সেই নির্দিষ্ট সমাজে চলমান সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়াসমূহের প্রতিফলনকারী এক প্রস্ত দ্বন্দ্বের বৃদ্ধি ও তীব্রতার পরিণতি। এটা হল বৈপ্লবিক পরিস্থিতির **বুনিয়াদী কারণ**; তা আগে থেকে কিছুটা পরিমাণে উদ্‌ঘাটন ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তার **আশু কারণের** কথা বলতে গেলে, সেটা আগে থেকে অনুমান করা, তা পূর্বাভাস করা বড় একটা সম্ভব নয়।

১৯২০ সালে লেনিন ব্রিটেন সম্বন্ধে লিখেছিলেন: 'আমরা বলতে পারি না — কেউই আগে থেকে বলতে পারে না' — সেখানে কত তাড়াতাড়ি একটা বাস্তব প্রলেতারীয় বিপ্লব লেলিহান হয়ে উঠবে, এবং **কোন আশু কারণ** সবচেয়ে বেশি কাজ করবে সেই অতি ব্যাপক জনসাধারণকে সংগ্রামে জাগ্রত, প্রজ্বলিত ও উদ্বুদ্ধ করতে, যারা এখনও সুপ্ত... এটা সম্ভব যে 'ভাঙনটা' ঘটবে, 'বরফ ভাঙবে', একটা পার্লামেণ্টারি সংকটের ফলে, অথবা ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বগুলি থেকে উদ্ভূত একটা সংকটের ফলে, যে দ্বন্দ্বগুলি শোচনীয়ভাবে জট পাকিয়ে গেছে এবং ক্রমেই বেশি যন্ত্রণাদায়ক ও তীব্র হয়ে উঠছে, অথবা সম্ভবত তৃতীয় কোনো কারণে, ইত্যাদি... আমরা যেন ভুলে না যাই যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফরাসী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই যে পরিস্থিতি আজকের তুলনায় একশোগুণ কম বৈপ্লবিক ছিল, সেই পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক জাতটির বহু সহস্র জালিয়াতিপূর্ণ ষড়যন্ত্রের মধ্যে একটির (দ্রেইফুস মামলা) মতো 'অপ্রত্যাশিত' ও 'মামুলি' কারণই জনগণকে গৃহযুদ্ধের কিনারায় নিয়ে আসার পক্ষে যথেষ্ট ছিল!*

একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির বুনিয়াদী ও আশু কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখি যে ইতিহাসে যে কোনো অপ্রত্যাশিত মোড়বদলের জন্য বিপ্লবীদের অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে এবং স্বদেশে তথা বিদেশে প্রতিটি ঘটনাকে গণ্য করতে হবে। যুদ্ধের ব্যাপারটার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির ইতিহাস দেখায়

* V. I. Lenin, "Left-Wing' Communism: an Infantile Disorder', *Collected Works*, Vol. 31, pp. 97-98.

যে অনেকগুলি দেশে বিপ্লব ঘটেছে যুদ্ধের অবস্থায়, বিশেষত এক বিশ্বযুদ্ধের অবস্থায়। এটাই ঘটেছিল প্রথমে রাশিয়ায়, তার পরে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের অনেকগুলি দেশে। বামপন্থী সুবিধাবাদীরা আর বামপন্থী-র‍্যাডিকাল প্রবণতার পেটি-বুর্জোয়া তত্ত্বাগীশরা এই ব্যাপারটাকে পরম করে তোলেন, বলেন যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি দেখা দেয় **শুধুই** যুদ্ধের অবস্থায় এবং ফলত, শ্রমিক শ্রেণী যদি একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-অভিমুখী হয়, তা হলে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের বিপদে পূর্ণ বিশ্বযুদ্ধ সমেত যুদ্ধ রোধ করার চেষ্টা করা তার উচিত নয়, বরং সেই যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টাই করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য যুদ্ধ আর বিপ্লবের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। আন্তর্জাতিক জীবনের এক উপাদান হিসেবে যুদ্ধ একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি আনার সহায়ক হতে পারে, কারণ তা 'নিম্নতর শ্রেণীগুলির' অসন্তোষ বাড়ায় এবং 'উচ্চতর শ্রেণীগুলির' দেশ শাসন করার অক্ষমতা বাড়ায়। কিন্তু তার ভূমিকা প্রধানত এইখানে যে, একটি নির্দিষ্ট দেশে সমাজবিকাশের আগেকার ধারায় যে দ্বন্দ্বগুলি **ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গেছে,** সেগুলির গঠন ও বহিঃপ্রকাশের পথে কতকগুলি প্রতিবন্ধককে তা যেন 'অপসারিত' করে। এ কথা কোনোক্রমেই অবহেলাভরে অস্বীকার করা উচিত নয় যে আধুনিক অবস্থায়, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বাধানো একটা স্থানীয় যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত তাদেরই বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে এবং এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতি আনায় সহায়ক হতে পারে; কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে এই ধরনের পরিস্থিতি শান্তির সময়েও উদ্ভূত হতে পারে। সেই জন্যই যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম বিপ্লবের কারণের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটায়

না। অধিকন্তু, বিশ্বযুদ্ধের কথা বলার সময়ে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পুঁজিবাদের সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির জটিলতা চরম মাত্রায় বাড়িয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে, একটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ — একটা তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধ — উৎপাদিকা শক্তিগুলির এমন বিপুল বিনাশ আর সমাজজীবনের বিশৃঙ্খলা ঘটাবে, এমন ভয়াবহ প্রাণহানি ঘটাবে, যে মানবজাতি এসে দাঁড়াবে সর্বনাশা বিপর্যয়ের কিনারায়। সুতরাং, আজ একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে বিশ্বযুদ্ধের দরুন নয়, বরং তার আত্মপ্রকাশের **আশু বিপদের** দরুন। অন্য দিকে, সাম্প্রতিক দুই বা তিন দশকে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা থেকে যথেষ্ট প্রত্যয়জনকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ঘটতে পারে আন্তর্জাতিক সামরিক সংঘাতের অনুপস্থিতিতেও — কিউবা এর একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করতে পারে।

উপরোক্ত বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ার সঙ্গে জড়িত বাহ্যিক বিষয়গুলির ভূমিকা হ্রাস পাচ্ছে। বরং ঠিক বিপরীত, সমাজজীবনের আন্তর্জাতিকীকরণ এবং দেশগুলির পরস্পর-নির্ভরশীলতা বাড়ার দরুন বাহ্যিক অবস্থাগুলি আগের চেয়ে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। সমসাময়িক পৃথিবীতে শক্তিসমূহের বিন্যাস, যার বৈশিষ্ট্য হল সমাজতন্ত্র, শ্রমিক শ্রেণী আর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বর্ধিষ্ণু পরাক্রম, তা বিপ্লবের আভ্যন্তরিক বিষয়গুলির বিকাশের জন্য অতীতে যতটা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে এবং এই অর্থে বাহ্যিক বিষয়গুলির ভূমিকা বৃদ্ধি পায়। আজ আন্তর্জাতিক চরিত্রের এক গুরুতর সংকট যে কোনো একটি দেশে

পুঁজিবাদের আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বগুলির জটিলতা এমন বিরাটভাবে বাড়াতে পারে যে সেখানে একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে পারে। আমরা 'বিপ্লব রপ্তানির' কথা বোঝাতে চাইছি না, লেনিন ও তাঁর শিষ্যরা সর্বদাই তার বিরোধিতা করেছেন এবং সমসাময়িক আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন তাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নাকচ করেছে। বাহ্যিক শক্তিগুলির বৈপ্লবিক পরিবর্তনকামী ভূমিকা নানানভাবে প্রকাশ পেতে পারে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, **প্রতিবিপ্লব রপ্তানি ঠেকানোর** মধ্যে, অর্থাৎ, যে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কোনো কোনো দেশে বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে অকার্যকর করে দেওয়ার চেষ্টা করছে অথবা যে বিপ্লব ইতিমধ্যেই এগিয়ে চলেছে তাকে টুঁটি টিপে মারার চেষ্টা করছে, সেই শক্তিগুলিকে শান্তি ও সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির দ্বারা সংবৃত করার মধ্যে।

আজ বিশ্বযুদ্ধের আত্মপ্রকাশের এক আশু বিপদ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশকে সক্রিয় করে তুলতে পারে, এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভবে সহায়ক হতে পারে। এই সম্ভাবনা বিবেচনা করা উচিত পশ্চিমে যেসব নতুন সম্ভাবনা এখন উন্মুক্ত হচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে। বেশির ভাগ উন্নত পুঁজিবাদী দেশে গভীর গণতান্ত্রিক রূপান্তরগুলির জন্য এখন যে সংগ্রাম চলছে, সেটাই জনসাধারণের সক্রিয়তায় এক প্রচণ্ড বৃদ্ধি আর ''উচ্চতর শ্রেণীগুলির' মধ্যে সংকটের' অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে পরম করে দেখা উচিত নয়; অনুকূল অবস্থা থাকলে, বিশেষত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থার অনুকূল মিলন ঘটলে, শ্রমিক শ্রেণী সহ ব্যাপক জনসাধারণের এক সক্রিয় সংগ্রামও বৈপ্লবিক পরিস্থিতির অন্যান্য লক্ষণ

সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে, এমন কি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি নিয়ে আসতে পারে।

একটি সাধারণ মন্তব্য করা দরকার — বৈপ্লবিক পরিস্থিতির যে লক্ষণগুলির কথা লেনিন বলেছেন, তা কাজ করতে পারে শুধু একটা প্রস্তু হিসেবে। সেগুলি একটি অপরটিকে উদ্দীপিত করে, যার ফলে 'উচ্চতর শ্রেণীগুলির' মধ্যে সংকট' 'নিম্নতর শ্রেণীগুলির' সক্রিয়করণের জন্য অনুকূলতর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, আর ব্যাপক গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনগুলি বিদ্যমান ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করতে পারে, তাদের কৌশলী চলনক্ষমতা সীমিত করতে পারে এবং তাদের ক্ষমতার রাজনৈতিক ভিত্তিকে সংকীর্ণ করে দিতে পারে।

এ কথা খুবই স্পষ্ট যে ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে, এবং পার্লামেন্টের বাইরে এক সুস্থিত ব্যাপক বিরোধীপক্ষ সংগঠিত করার পক্ষে বিষয়গত অবস্থা সব দেশে নেই। কোনো কোনো দেশে, বৈপ্লবিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে পারে এক **সশস্ত্র সংগ্রামের** ফলে, বিশেষত **গেরিলা যুদ্ধের** ফলে। কিউবার বিপ্লব প্রমাণ করেছে যে এক গেরিলা যুদ্ধ নির্দিষ্ট অবস্থায় বৈপ্লবিক পরিস্থিতির আত্মপ্রকাশকে এবং সেই পরিস্থিতির একটা বিপ্লবে পরিণতিলাভকে ত্বরান্বিত করতে পারে। তবে, অগ্রবাহিনীগুলির সশস্ত্র কর্মতৎপরতা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে একমাত্র তখনই, যখন তার প্রারম্ভিক লক্ষণগুলি ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ থেকে যাতে অল্পবিস্তর তাড়াতাড়ি আগুন জ্বলে উঠতে পারে সেই দাহ্য উপাদান ইতিমধ্যেই জনগণের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে। এই বিষয়গত লক্ষণগুলি যদি

অনুপস্থিত থাকে, তবে একক বিপ্লবী সংগ্রামীদের তরফে কোনো বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টাই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি 'সৃষ্টি করবে' না এবং এ ধরনের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এক কথায়, বৈপ্লবিক পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে বিপ্লবী প্রয়োজকের তরফে সক্রিয় কর্মতৎপরতার দরুন, কিন্তু তা কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা যায় না। অধিকন্তু, অস্ত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, অথবা অন্য কোনো জবরদস্তি উপায়ে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির আত্মপ্রকাশ 'জাগিয়ে তোলার' অযৌক্তিক প্রচেষ্টার নেতিবাচক ফল হতে পারে, এমন কি তার পরিপক্কতা 'স্থগিত করতে' পারে।

বৈপ্লবিক পরিস্থিতি আবার তার দিক থেকে বিপ্লবী প্রয়োজকের গঠনে সহায়ক হয় এবং জনসাধারণকে সক্রিয় করে। ১৯১৫-র গ্রীষ্মকালে রাশিয়ায় যে পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছিল, লেনিন তার চারিত্র্যনির্ণয় করেছিলেন এই বলে: '...যে বিষয়গত যুদ্ধ-সৃষ্ট বৈপ্লবিক পরিস্থিতি প্রসারিত ও বিকশিত হচ্ছে, তা অবশ্যম্ভাবীরূপেই বিপ্লবী মনোভাবের জন্ম দিচ্ছে, সমস্ত শ্রেষ্ঠতম ও সবচেয়ে শ্রেণী-সচেতন প্রলেতারীয়দের তা পোক্ত করছে ও জ্ঞানালোক দান করছে। জনসাধারণের মেজাজে একটা আকস্মিক পরিবর্তন শুধু সম্ভবই নয়, তা ক্রমেই বেশি করে বাস্তবায়নসাধ্য হয়ে উঠছে, এই পরিবর্তন হল তার মতো, যেটা রাশিয়ায় দেখা গিয়েছিল ১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে, 'গাপোনাদে'-র*

---

* 'গাপোনাদে' বলতে লেনিন বোঝাতে চেয়েছেন ৯ জানুয়ারি ১৯০৫-এর ঘটনাবলী, যখন সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকরা পুরোহিত গাপোনের উদ্যোগে একটি আবেদনপত্র নিয়ে জারের কাছে

ব্যাপারে, যখন, কয়েক মাস এবং কখনও বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে — পশ্চাৎপদ প্রলেতারীয় জনরাশি থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের এক বাহিনী, যে অনুসরণ করেছিল প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী অগ্রবাহিনীকে।'*

বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বৃদ্ধিলাভ করে এক বিপ্লবে পরিণত হওয়ার জন্য একটা সামূহিক জাতীয় সংকট প্রয়োজন, সেটা উদ্ভূত হয় তখন, যখন বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত উভয় অবস্থাই থাকে — এই হল এর 'মূল নিয়ম'।

৭। বিপ্লবের বিষয়ীগত অবস্থা

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 'বিষয়ীগত অবস্থাগুলি' কী এবং 'বিষয়গত অবস্থাগুলি' থেকে নীতিগতভাবে সেগুলির পার্থক্য কোথায়? এই প্রশ্নটি শুধু তত্ত্বগত তাৎপর্যসম্পন্নই নয়, বিরাট ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যসম্পন্নও বটে, কারণ বিষয়ীগত অবস্থাগুলি কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, সেটা বৈপ্লবিক সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল বিশদ করার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপ্লবী শ্রেণীর অগ্রবাহিনীর কাজকর্মের গতিপথকে তা অনেকখানি নির্ধারিত করে।

লেনিন তাঁর 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অবসান' রচনায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন যে বিপ্লব ঘটতে পারে একমাত্র সেই

গিয়েছিল, এবং তাদের উপরে নির্দয়ভাবে গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল। এই ঘটনা থেকেই রাশিয়ায় ১৯০৫-১৯০৭ সালে বিপ্লব ঘটে।

* V. I. Lenin, 'The Collapse of the Second International' *Collected Works*, Vol. 21, pp. 257-258.

ক্ষেত্রেই, যদি 'বিষয়গত পরিবর্তনগুলির সঙ্গে থাকে একটা বিষয়ীগত পরিবর্তন, যথা, পুরনো সেই সরকারকে ভাঙার (অথবা চ্যুত করার) মতো যথেষ্ট **জোরালো** বিপ্লবী গণ কর্মব্যবস্থা গ্রহণে বিপ্লবী **শ্রেণীর** সামর্থ্য, যে-সরকারের কখনোই, এমন কি সংকটকালেও, 'পতন' হয় না, যদি না তাকে 'উচ্ছেদ' করা হয়।'* কয়েক বছর পরে, 'কমিউনিজমে 'বামপন্থার' বাল্য ব্যাধি' রচনায় লেনিন জোর দিয়ে বলেন যে 'একটা বিপ্লব ঘটার জন্য প্রথমে এটা অত্যাবশ্যক যে শ্রমিকদের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (কিংবা অন্তত শ্রেণী-সচেতন, চিন্তাশীল ও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ) সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবে যে বিপ্লবটা দরকার, আর তার জন্য তারা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত থাকবে।'**

লেনিন এমনিতে বিপ্লবের প্রয়োজকের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির কথা, অথবা তার চেতনা ও সংগঠনের স্তরের কথা বলেন নি, বলেছেন তার ক্রিয়া করার সামর্থ্য ও প্রস্তুতাবস্থার কথা, তার লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছার কথা। বলাই বাহুল্য (লেনিন তা বার বার উল্লেখ করেছেন) যে, সংগঠন ও চেতনার উচ্চ স্তর এবং এক অগ্রণী সংগঠনের অস্তিত্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু এগুলি সবই বিষয়গত অবস্থা, বিষয়ীগত নয়, সেগুলিকে বিপ্লবী কর্মব্যবস্থা গ্রহণে জনসাধারণের সামর্থ্য, প্রস্তুতাবস্থা ও ইচ্ছার সঙ্গে এক করা যায় না। একটি শ্রেণী বা তার অগ্রবাহিনীর সংসক্তির স্তরকে একটা বিষয়ীগত অবস্থা, একটা 'বিষয়ীগত উপাদান' বলে ব্যাখ্যা করার অর্থ সামাজিক

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 21, p. 214.
** V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 31, p. 85.

চেতনার ক্ষমতা-সম্ভাবনার অতিমূল্যায়ন করা এবং বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিকাশে তার ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করা এবং ফলত চেতনার উপরে এমন সব আশা ন্যস্ত করা যেগুলির যাথার্থ্য তা 'প্রতিপন্ন' করতে পারে না।

লেনিনের উপরোক্ত রচনাগুলির দিকে, বিশেষত 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অবসান'-এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা দেখি যে তিনি একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির লক্ষণগুলির মধ্যে তালিকাভুক্ত করেছেন 'জনসাধারণের কাজকর্মে অনেকখানি বৃদ্ধি... যারা সংকটের সমস্ত অবস্থার দ্বারা এবং খাস 'উচ্চতর শ্রেণীগুলিরই' দ্বারা স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক কর্মতৎপরতার মধ্যে আকৃষ্ট হয়'। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে 'শুধু আলাদা এক-একটি গোষ্ঠী ও পার্টিরই নয়, এমন কি এক-একটি শ্রেণীরও ইচ্ছা থেকে স্বতন্ত্র এই সমস্ত বিষয়গত পরিবর্তন ছাড়া, একটা বিপ্লব, সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, অসম্ভব।'* আমরা দেখি যে 'জনসাধারণের কাজকর্মে বৃদ্ধি'-কে লেনিন রীতিমত যথার্থভাবেই বিষয়ীগত ব্যাপার হিসেবে নয়, বিষয়গত ব্যাপার হিসেবে গণ্য করেছেন, কেননা তা প্রয়োজকের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে না, প্রয়োজক সে সম্পর্কে অবহিত বা অবহিত নয় সে কথা নির্বিশেষে তা ঘটে।

নিঃসন্দেহে, বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজক জনসাধারণের কাজকর্মে এই বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য, তাদের চেতনার বিকাশ ঘটানোর জন্য, অগ্রবাহিনীকে সমবেত করা ও জনসাধারণের সঙ্গে তার যোগসূত্র সুদৃঢ় করার জন্য তার সাধ্যায়ত্ত সবকিছু করতে পারে, করা উচিত, এমন কি কর্তব্যবিধায়, করতে বাধ্য।

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 21, p. 214.

কিন্তু চেতনার স্তর বা সংসক্তি, কিংবা জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম যোগসূত্র, কোনোটাই তার জন্য বিষয়ীগত ব্যাপারে পরিণত হতে পারে না।

যথাযথ অর্থে বিপ্লবের বিষয়ীগত অবস্থা হল পৃথিবীর বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনের দিকে চালিত কাজকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজকের **ইচ্ছা**, সামর্থ্য, প্রস্তুতাবস্থা ও প্রয়াস, এবং এই সমস্ত **কাজকর্মই**, যেগুলির অভীষ্ট হল শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্রদের সংগঠন ও চেতনার স্তর উঁচুতে তোলা, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি কর্তৃক জনসাধারণের নেতৃত্বদান অথবা এ ধরনের পার্টি যদি তখনও না থাকে তবে তা প্রতিষ্ঠা করা। ফলাফলের কথা বলতে গেলে, এই সমস্ত কাজকর্মের পরিণতি, যেমন — শ্রমিক শ্রেণীর চেতনা বাড়ানো বা এক অগ্রণী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা ও তার সদস্যদের কাজকর্ম বাড়ানো, ইত্যাদি, এগুলি বিপ্লবের বিষয়ীগত অবস্থা নয়, বিষয়গত অবস্থা। এটা হল 'যা ভাবগত তার বাস্তবের মধ্যে চলে যাওয়ার' একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত, হেগেলের 'যুক্তিবিজ্ঞান' অধ্যয়ন করার সময়ে লেনিন যে কথা বলেছিলেন।* ক্রিয়া করার জন্য প্রয়োজকের **ইচ্ছা, সামর্থ্য** ও প্রস্তুতাবস্থা অভিব্যক্তি লাভ করে এক মূর্ত **কর্মে**, এবং শেষোক্ত এক নির্দিষ্ট ফল প্রসব করে, যার মধ্যে মূর্ত হয় প্রয়োজকের ইচ্ছা, তার কাজকর্মের বৈষয়িক অবস্থার দ্বারা 'সংশোধিত' রূপে। কিন্তু এই ফলটাই, প্রয়োজকের চেতনা ও ইচ্ছার বাইরে তার অস্তিত্ব

---

* লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে 'যা ভাবগত তার বাস্তবের মধ্যে চলে যাওয়ার চিন্তাটা প্রগাঢ়: ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ'। (V. I. Lenin, 'Conspectus of Hegel's Book The Science of Logic', *Collected Works*, Vol. 38, p. 114).

থাকে বলে, প্রয়োজকের **অধিকতর** কাজকর্মের এক বিষয়গত অবস্থা হয়ে ওঠে। প্রয়োজকের **কাজকর্মকে** সেগুলির **ফলাফলের** সঙ্গে একাত্ম করা, সেগুলিকে 'বিষয়ীগত উপাদানের' সমরূপ উপাদান হিসেবে গণ্য করা, সেই বিষয়ীগত উপাদানটিকে প্রয়োজকের শুধু কাজকর্মেরই **ফলাফলে** পর্যবসিত করা সম্পর্কে কিছু না বলা, এক সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণকে ব্যাহত করে এবং সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'যোগসূত্র' নির্ধারণকে ব্যাহত করে।

মার্কসবাদীদের কেন বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত অবস্থার মধ্যে একটা সীমারেখা যথাযথভাবে টানা উচিত এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় শেষোক্তের ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত, তার অনেকগুলি কারণ আছে। এর একটি কারণ হল বিপ্লবীদের মধ্যে স্বতঃপ্রণোদনাধর্মী প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা। নিপীড়িত জনসাধারণের যথাশীঘ্র সম্ভব মুক্তির রাজত্বে প্রবেশ করার প্রয়াস, বহু বিপ্লবীর দৃঢ় সংকল্প ও সাহসের সংযোগে যে প্রয়াস বহুগুণ বর্ধিত, তার ফলে কখনও কখনও প্রয়োজকের ইচ্ছা ও চেতনার গুরুত্বের অতিরঞ্জন ঘটে। বিপ্লবী জনসাধারণের একাংশের মধ্যে (মুখ্যত অ-প্রলেতারীয় অংশগুলির মধ্যে) তা এই ধারণার জন্ম দেয় যে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন, চেতনা ও প্রস্তুতির স্তর যথেষ্ট উঁচু না হওয়াটা বিপ্লবী অগ্রবাহিনীর কাজে 'ব্যর্থতার' আশু ফল, এবং সে যদি আজ 'যথেষ্ট কঠোর' পরিশ্রম করে তবে আগামীকাল একটা বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব হবে, কেননা, বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টি হয়ে যাবে। বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগমূলক

কার্যকলাপ আর শিক্ষা ও পুনঃশিক্ষার কর্মনীতির উপরে অহেতুক আশা স্থাপন করা হয়, সেই সঙ্গে, যে সব ঐতিহ্য, কুসংস্কার আর পুরনো নীতিবোধের জের এক নতুন সমাজের পথে বিষয়গত প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে, পরিশ্রমসাপেক্ষ 'শিক্ষামূলক কাজের' মধ্য দিয়ে ছাড়া যেগুলি বিদূরিত বা সংশোধিত করা যায় না, সেগুলির রক্ষণশীল ভূমিকাকে খাটো করে দেখা হয়।

অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরে বুর্জোয়া সমালোচকরা আর সুবিধাবাদীরা বলে আসছে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থার মূল্যহানি ঘটিয়ে বিষয়ীগত অবস্থার উপরে লেনিন অত্যধিক জোর দিয়েছিলেন, এবং সেটা করে তিনি পদস্খলিত হয়ে গিয়ে পড়েছিলেন স্বতঃপ্রণোদনাবাদ আর বিষয়ীমুখীনতার মধ্যে।

বস্তুতই রুশ বিপ্লবের এবং সাম্রাজ্যবাদের অধীনে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সকল স্তরে লেনিন বৈপ্লবিক পরিবর্তন রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজকের সক্রিয় ভূমিকা এবং বিষয়ীগত অবস্থার গুরুত্বের উপরে জোর দিয়েছিলেন। তার দ্বারা তিনি সেই যুগের প্রকৃত প্রয়োজনকেই প্রতিফলিত করেছিলেন, যে যুগ দাবি করেছিল শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টি কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য জনসাধারণের সুবিবেকী, উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রস্তুতি। 'পার্টি কর্মসূচি পরিমার্জনা সংক্রান্ত উপকরণাদি'-তে (এপ্রিল-মে, ১৯১৭) বিশ্ব পুঁজিবাদের বৈপ্লবিক বিকাশের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে লেনিন লিখেছিলেন: 'বিশ্ব পুঁজিবাদ সাধারণভাবে বিকাশের যে অতি উচ্চ স্তর অর্জন করেছে সেই উচ্চ স্তর; একচেটিয়া পুঁজিবাদ দ্বারা অবাধ প্রতিযোগিতার প্রতিস্থাপন; ব্যাংকগুলি আর

পুঁজিবাদী সমিতিগুলি যে উৎপাদসমূহের উৎপাদন ও বণ্টনের প্রক্রিয়ার সামাজিক নিয়মনের জন্য বন্দোবস্ত তৈরি করেছে সেই ঘটনা; পুঁজিবাদী একচেটিয়া সংস্থাগুলির বৃদ্ধির দরুন জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ও সিণ্ডিকেটগুলির দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর উপরে বর্ধিত নিপীড়ন, প্রলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকগুলি; সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজনিত বীভৎসতা, দুঃখদুর্দশা, ধ্বংস ও পাশবিকীকরণ — এই সমস্ত বিষয়ই পুঁজিবাদী বিকাশের বর্তমান স্তরকে রূপান্তরিত করে প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক যুগে।

'সেই যুগের ঊষাগম হয়েছে...

'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যা সারমর্ম সেইসব অর্থনৈতিক ও ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করে নেওয়ার জন্য সর্বপ্রকারে প্রলেতারিয়েতকে প্রস্তুত করাকেই বিষয়গত অবস্থা আজকের জরুরী কাজ করে তোলে।'*

কিন্তু, বিষয়ীগত অবস্থার গুরুত্বের উপরে জোর দিতে গিয়ে লেনিন কখনও বিষয়গত অবস্থার কথাও বিস্মৃত হন নি; এটা স্পষ্ট হয় তাঁর 'বিপ্লবের নিয়ম' থেকে, তার বিজয়ের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে বিষয়গত ও বিষয়ীগত অবস্থার ঐক্যের নিয়ম থেকে।

জোর দিয়ে বলা দরকার যে, বিপ্লবের বিষয়ীগত অবস্থার কথা বলতে গিয়ে লেনিন তাদের মধ্যে সেই সমস্ত অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করেন নি, যেগুলি ছিল প্রয়োজকের বাস্তবায়িত

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 24, pp. 459-460.

ইচ্ছা, যুক্তিসংগতভাবেই সেগুলিকে তিনি বিষয়গত অবস্থা হিসেবেই গণ্য করেছিলেন (উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকেই তা প্রমাণিত হয়)।

বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থা বিশ্লেষণ করার সময়ে বিষয়বস্তুর চেয়ে বরং পরিভাষা সম্পর্কে একটা মন্তব্য করা গুরুত্বপূর্ণ, বিবেচ্য বিষয়টি ঠিকভাবে বোঝার জন্য তা অত্যাবশ্যক। বিপ্লবের 'বিষয়গত উপাদান' কথাটি মার্কসবাদী সাহিত্যে বহুল প্রচলিত হয়েছে; বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন আধেয়ে পূর্ণ। সাধারণত তা শুধু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত (শব্দটির যথার্থতম অর্থে) অবস্থাকেই বোঝায় না, কিছু কিছু বিষয়গত অবস্থাকেও বোঝায়, প্রয়োজকের কাজকর্মের ফল এবং কখনও কখনও এমন কি বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ারই প্রয়োজককে, সর্বোপরি শ্রমজীবী জনগণের গণসংগঠনগুলিকে যেগুলি জড়িত করে। কথাটি যথার্থভাবেই ব্যবহৃত হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতিতে ও সম্পাদনে **প্রয়োজকের** — একজন ব্যক্তি, একটি গোষ্ঠী, একটি শ্রেণী বা পার্টি — **ভূমিকাকে,** এবং সেই সঙ্গে তার যে **গুণাবলী** থাকা দরকার, যেমন চেতনা, সংগঠন, সংসক্তি, ইত্যাদি, সেগুলিকেও **এক সামান্যীকৃত রূপে** জোর দিয়ে দেখানোর জন্য।

তবে, বিপ্লবের 'বিষয়গত অবস্থা' আর 'বিষয়গত উপাদানের' মধ্যে পার্থক্যনির্ণয় করা এবং শেষোক্তটিকে তার বিষয়গত অবস্থার সঙ্গে সমরূপ করে না-দেখাই উচিত।

৮। 'বিপ্লবের মূল নিয়ম' ও বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগ

বিষয়গত ও বিষয়ীগত অবস্থার ঐক্য থাকলেই শুধু একটা বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে। বিপ্লবের সাফল্যের পক্ষে এই ঐক্য কতটা হওয়া দরকার, তার পরিমাপ লেনিন নির্দিষ্ট করেন নি, আর এটা তাঁর দিক থেকে নিতান্তই একটা বাদ দিয়ে যাওয়ার ব্যাপার নয়, কারণ এই পরিমাপটা একটা ধ্রুব মান নয় এবং আগে থেকে তা স্থির করা যায় না। সাধারণ জাতীয় সংকট যত বারই পরিপক্ব হয় তত বারই তা নতুনভাবে **প্রকাশ পায়,** এবং বিপ্লবী অগ্রবাহিনীকে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করতে পারে এমন দৃঢ়পণ কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত কি না, এবং উচিত হলে, কোন বিশেষ মুহূর্তে গ্রহণ করা উচিত। বিপ্লব শুধু বিজ্ঞান নয় কলাশিল্পও বটে, এবং বিপ্লবী সংগ্রামকে সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দরকার তার নিয়ম ও দ্বান্দ্বিকতা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান, তথা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও স্বজ্ঞা — লেনিনের এই কথাগুলির যাথার্থ্য এখানে জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে। লেনিন সর্বদাই জোর দিয়ে বলেছেন যে বিপ্লব একটা সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া, তাতে ভুলভ্রান্তি আর ব্যর্থতা হওয়া সম্ভব। মার্কসও একই ধারণা প্রকাশ করেছেন: 'বিশ্ব ইতিহাস তৈরি করা বস্তুতই অত্যন্ত সহজ হত যদি সংগ্রামের ভার নেওয়া হত একমাত্র এই শর্তে যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা **অভ্রান্তভাবেই** অনুকূল।'* বাস্তব জীবনে

* 'Marx to Ludwig Kugelmann in Hanover [London], April 17, 1871'. In Marx, Engels, *Selected Correspondence,* Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 248.

ঘটনাবলী অন্য রকম হতে পারে। এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বেড়ে উঠে সাধারণ জাতীয় সংকটে পরিণত হবে কি না, কিংবা অনুকূল বিষয়গত অবস্থাকে ব্যবহার করা ও বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার মতো যথেষ্ট শক্তি প্রলেতারিয়েত আর তার মিত্রদের থাকবে কি না সেটা একজন বিপ্লবী ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। তার মানে এই নয় যে সমস্ত সম্ভাব্য সুযোগকে সে আগে থেকে বিচার করার চেষ্টা করবে না অথবা একটা বৈপ্লবিক সংকট সংসাধনে সক্ষম হওয়ার আশায় তাকে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে। না, একজন পেটি-বুর্জোয়া বিদ্রোহীর সঙ্গে একজন প্রলেতারীয় বিপ্লবীর সুস্পষ্ট পার্থক্য এইখানে যে প্রলেতারীয় বিপ্লবীকে প্রতিটি অনুপুঙ্খ হিসাব করতে হবে, সব রকম সম্ভাবনার পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন করতে হবে এবং লড়াইয়ের অনিবার্য ফল যদি হয় পরাজয়, তবে সে লড়াই এড়াতে হবে। কিন্তু ভুল না করে সব কিছু নিখুঁতভাবে হিসাব করা একজন প্রলেতারীয় বিপ্লবীর পক্ষে সব সময়ে সম্ভব নয়; তাই, সে যেমন প্রত্যাশা করেছিল ঘটনাবলী তার একেবারে বিপরীত হয়ে যেতে পারে এমন ব্যাপারের জন্যও তাকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।

বিষয়গত ঘটনাপ্রবাহ যদি সাফল্যের সম্ভাবনাপূর্ণ না হয়, অর্থাৎ, কর্মতৎপরতা যদি অকালীয় হয় এবং যদি বিপ্লবী অগ্রবাহিনীর অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে ফেলার সম্ভাবনা থাকে অথবা সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনকে আবার বহু বছর পিছিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা হলে বিপ্লবী শ্রেণীর যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা উচিত বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা এড়িয়ে চলার। ১৮৭০-এর হেমন্তকালে ফ্রান্সে অবস্থাটা এই রকমই ছিল: '**সেপ্টেম্বর ১৮৭০-এ, কমিউনের ছয় মাস আগে, মার্কস**

ফরাসী শ্রমিকদের উদ্দেশে সরাসরি হুঁশিয়ারি জানিয়েছিলেন: অভ্যুত্থানটা হবে **প্রচণ্ড বোকামির কাজ**, বিখ্যাত আন্তর্জাতিকের অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন এ কথা।* ভাষান্তরে, বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজককে অবশ্যই **ইতিহাসের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে** হবে, তাকে **কৃত্রিমভাবে সামনের দিকে ঠেলে দেওয়ার** প্রচেষ্টা থেকে, 'একটা বিপ্লবের অবস্থা ছাড়াই বৈপ্লবিক বিকাশের প্রক্রিয়া আগে থেকে আন্দাজ করা, তাকে কৃত্রিমভাবে সংকটবিন্দুতে নিয়ে আসা, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে মুহূর্তের প্রেরণায় বিপ্লব শুরু করা'** থেকে বিরত থাকতে হবে। বলপ্রয়োগ হল 'ইতিহাসের ধাত্রী': 'ফলটি' যদি মোটামুটি পরিপক্ক থাকে একমাত্র তা হলেই তা প্রত্যাশিত ফল দেয়, অন্যথায় এমন কি বিপরীত ফলও হতে পারে। এই সত্যটির স্বীকৃতিই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, এবং সেই পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবীয়ানা থেকে তা পৃথক, যে বিপ্লবীয়ানা ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমজীবী জনগণের কোনো কোনো অংশের মধ্যে বহুবিস্তৃত হয়েছিল, এবং যা তত্ত্বগতভাবে সূত্রায়িত হয়েছে হার্বার্ট মার্কিউজ, ফ্রানৎস ফানোন, রেনে দেব্রে আর অন্যান্য দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনীতিকের রচনায়।

---

* V. I. Lenin, 'Preface to the Russian Translation of Karl Marx's Letters to Dr. Kugelmann', *Collected Works*, Vol. 12, p. 108.

** Karl Marx and Frederick Engels, '[Reviews from the *Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue* N° 4, April 1850]'. In Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 10, Progress Publishers, Moscow, 1978, p. 318.

কিন্তু সমস্ত হুঁশিয়ারি আর উপদেশ সত্ত্বেও, গণ-অসন্তোষের ঢেউ যদি বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ আন্দোলনের মধ্যে ফেটে পড়ে, তা হলে বিপ্লবী অগ্রবাহিনীর কী করা উচিত? ইতিহাস যদি বিপ্লবী শ্রেণীকে 'এখানেই এবং এখনই' ব্যারিকেডের দিকে যেতে এবং নিজের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করতে 'বাধ্য' করে তা হলে বিপ্লবী শ্রেণীর কী করা উচিত. এমন কি যদিও অনুকূলতর বৈষয়িক পূর্বশর্ত বিদ্যমান থাকে 'অন্যত্র'? এই প্রশ্নগুলির জবাব পাওয়ার জন্য দৃষ্টিপাত করা যাক ইতিহাসের দিকে - - প্যারিস কমিউন আর ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিককার বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর দিকে।

সেপ্টেম্বর ১৮৭০-এ মার্কস ফরাসী প্রলেতারিয়েতকে হুঁশিয়ারি জানিয়েছিলেন কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করার বিরুদ্ধে, যেটা, তাঁর কথায় সেই মুহূর্তে হবে 'প্রচণ্ড বোকামির কাজ'. কিন্তু এপ্রিল ১৮৭১-এ 'যখন তিনি জনগণের ব্যাপক আন্দোলন দেখতে পেলেন', তখন তিনি 'তা লক্ষ্য করলেন বিশ্ব ঐতিহাসিক বিপ্লবী আন্দোলনে সামনের দিকে একটি পদক্ষেপ চিহ্নিতকারী বিরাট ঘটনাবলীতে একজন অংশগ্রাহীর প্রখর মনোযোগ নিয়ে।* 'স্বর্গে যারা অভিযান করেছিল' সেই প্যারিস কমিউনারদের মার্কস সমর্থন করেছিলেন, কারণ তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জনসাধারণই ইতিহাস সৃষ্টি করে এবং এখন যখন তারা এগিয়ে চলতে শুরু করেছে, তখন দৃঢ়পণ কর্মতৎপরতা থেকে

---

* V. I. Lenin, 'Preface to the Russian Translation of Karl Marx's Letters to Dr. Kugelmann', *Collected Works*, Vol. 12, p. 109.

তাদের আটকে রাখাটা হবে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। বিপরীতপক্ষে, এমন কি যদি অসম্ভব মনে হয় তা হলেও বিজয় অর্জনের জন্য, অথবা পুঁজির উপরে এক নতুন আক্রমণাভিযানের অন্তত ভিত্তি প্রস্তুত করার জন্য এবং জনসাধারণকে নতুন লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে যত সম্ভব তৈরি করার জন্য নতুন অবস্থায় সব কিছু করা উচিত।

তা হলে, এ থেকে কি এই বক্তব্যটাই আসে যে একজন বিপ্লবী মার্কসবাদীর কোনোরূপ দ্বিধাসংশয় ছাড়াই পুঁজিবাদবিরোধী বলে আত্ম-ঘোষণাকারী সমস্ত আন্দোলনকে, বিশেষত, বামপন্থী-র‍্যাডিকাল গোষ্ঠীগুলির কর্মতৎপরতাকে সমর্থন করা উচিত? অবশ্যই না। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন যখন প্যারিস কমিউনের সমর্থনে মত প্রকাশ করেছিলেন, তখন তার দ্বারা সূচিত হয়েছিল সেইসব আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সমর্থন, যেগুলি শুধু চরিত্রের দিক দিয়ে গণধর্মী আর সামাজিক গঠনবিন্যাস ও অভিঘাতের দিক দিয়ে প্রলেতারীয়ই ছিল না, বরং সংগ্রামের গতিপথে শাসকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রকে কার্যকরভাবে দুর্বল করে ব্যবহারিক ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করেছিল, প্রলেতারিয়েতের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পথ উন্মুক্ত করেছিল এবং বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে বামপন্থী-র‍্যাডিকাল গোষ্ঠীগুলির কর্মতৎপরতা ছিল আলাদা জিনিস। ফ্রান্সে বা ইতালিতে, কিংবা এই ধরনের কর্মতৎপরতা যেখানে শুরু করা হয়েছিল এমন অন্য কোথাও সেই সময়ে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বা বিপ্লবের জন্য বিষয়ীগত অবস্থা ছিল না। এই পরিস্থিতিতে বামপন্থী-র‍্যাডিকাল নেতারা যার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন, শ্রমিক শ্রেণীকে সেইভাবে

ব্যারিকেডের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কমিউনিস্টরা চেষ্টা করলে, এই দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিস্টদের পক্ষে তার পরিণতি হত গুরুতর, এ কথা উল্লেখ করা হয়েছিল ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি, ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও আরও কয়েকটি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির দলিলপত্রে।

নতুন সমাজব্যবস্থার আবশ্যিক বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি ও বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা যখন অনুপস্থিত, যখন আন্দোলন যে শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই আধিপত্য সুনিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাবলী সম্পন্ন করার মতো যথেষ্ট পরিপক্ক নয়, তখন ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় বিপ্লবীদের এঙ্গেলস হুঁশিয়ারি জানিয়েছিলেন। কিন্তু এঙ্গেলস খুব ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে লড়াইয়ের স্বাভাবিক যুক্তি এরূপ অবস্থায় ক্ষমতা দখলকে আবশ্যকীয় করে তুলতে পারে। সেই অবস্থায় প্রলেতারীয় বিপ্লবীকে, ক্ষমতা দখল করার পর, নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সহায়ক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রবর্তনার চেষ্টা করতে হবে।

১৯১০-এর দশকের শেষ দিকে রাশিয়ায় ও ইউরোপে যে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া চলছিল, তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেনিন বার বার দেখিয়েছেন যে সেই সময়ে রাশিয়ার তুলনায় কোনো কোনো ইউরোপীয় দেশে সমাজতন্ত্রের পক্ষে অনেক বেশি পরিপক্ক বৈষয়িক পূর্বশর্ত ছিল। অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পর লেনিন আবার বলেন যে নিকট ভবিষ্যতে প্রলেতারীয় বিপ্লব যদি জয়যুক্ত হয় '...অগ্রসর দেশগুলির একটিতে...' 'রাশিয়া তা হলে আর মডেল থাকবে না এবং আবার একটি পশ্চাৎপদ দেশ ('সোভিয়েত' ও সমাজতান্ত্রিক অর্থে) হয়ে

যাবে।'* ইতিহাস কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের সুযোগটা দিয়েছিল রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের হাতে, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণীর হাতে নয়, আর অন্যান্য দেশ সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেছিল কেবল কয়েক দশক পরে (একমাত্র ব্যতিক্রম হল মঙ্গোলিয়া)। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের কী করণীয় ছিল: ক্ষমতা আদৌ গ্রহণ করতেই রাজী না হওয়া, না কি, কিছুকাল ক্ষমতা ভোগ করার পর যখন স্পষ্ট হয়ে উঠত যে অন্য কোনো দেশ সমাজতন্ত্রের 'দিকে যাচ্ছে' না তখন ক্ষমতা 'পরিত্যাগ' করা? এই প্রশ্নগুলি শুধু ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্নই নয়, বিরাট ব্যবহারিক ও পদ্ধতিতত্ত্বগত তাৎপর্যসম্পন্নও বটে। অক্টোবর বিপ্লবের পর লেনিন বার বার এই প্রশ্নগুলিতে ফিরে এসেছিলেন; ১৪ মে ১৯১৮-তে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও মস্কো সোভিয়েতের এক যুক্ত সভায় বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে তিনি তাঁর প্রতিবেদনে বলেন: '...আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের অন্যান্য বাহিনীর তুলনায় রুশ শ্রমিক শ্রেণীর দুর্বলতার কথা আমরা ভুলি না। আমাদের নিজেদের ইচ্ছা নয়, ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, জারতন্ত্রী শাসনের উত্তরাধিকার, রুশ বুর্জোয়া শ্রেণীর মেদ-শিথিল অবস্থাই এই বাহিনীটিকে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের অন্যান্য বাহিনীর আগে যাত্রা করিয়েছিল, আমরা সেটা কামনা করেছিলাম বলে নয়, বরং পরিস্থিতিই সেটা দাবি করেছিল বলে। আমাদের মিত্র, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত যতক্ষণ পর্যন্ত এসে না-পৌঁছচ্ছে,

---

* V. I. Lenin, "Left-Wing' Communism—an Infantile Disorder', *Collected Works*, Vol. 31, p. 21.

ততক্ষণ আমাদের অবশ্যই নিজেদের অবস্থানস্থলে থাকতে হবে; তা (আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত) এসে পৌঁছবে, অবশ্যম্ভাবীরূপেই এসে পৌঁছবে, কিন্তু আমরা যতটা প্রত্যাশা করি বা ইচ্ছা করি তার চেয়ে অপরিমেয়ভাবে মন্থর গতিতে তা এগিয়ে আসছে।'*

রুশ বিপ্লবের অর্জনগুলিকে রক্ষা করা ও তাকে আরও বিকশিত করাকে লেনিন গণ্য করেছিলেন শুধু রাশিয়ার জনগণের প্রতি শ্রমিক শ্রেণী আর কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য বলেই নয়, বরং রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক কর্তব্য এবং বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশের এক শর্ত বলে, যদিও রাশিয়ায় বিপ্লব চালিয়ে যাওয়া ও সমাজতন্ত্র নির্মাণ করা অসাধারণ দুরূহ ছিল।

আজ মাঝারি বা দুর্বল বিকাশবিশিষ্ট কোনো একটা দেশের প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা গ্রহণের পর নির্ভর করতে পারে শুধু নিজের শক্তি আর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমর্থনের উপরেই নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক জাতিপুঞ্জের সহায়তার উপরেও। তবুও সেই নির্দিষ্ট দেশের কমিউনিস্টরা পরিস্থিতির সযত্ন মূল্যায়ন করার কর্তব্য আর বিপ্লবী কর্মাদর্শের ক্ষতি করার মতো পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার কর্তব্য থেকে অব্যাহতি পায় না।

---

* V. I. Lenin, 'Report on Foreign Policy Delivered at a Joint Meeting of the All-Russia Central Executive Committee and the Moscow Soviet, May 14, 1918', *Collected Works*, Vol. 27, p. 377.

৯। বিপ্লবের চালিকা শক্তি

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটা **গণবিপ্লব**, শুধু এই কারণেই নয় যে তা সম্পন্ন হয় 'জনগণের ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠের' স্বার্থে বরং এই কারণেও যে সামাজিক পরিবর্তনের মহতী প্রক্রিয়ায় কম বা বেশি মাত্রায় জড়িত সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই বিপ্লব সম্পন্ন করে। ১৯শ শতাব্দীর শেষ দিকে এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে 'অচেতন জনসাধারণের নেতৃস্থানে এক অকিঞ্চিৎকর বিবেকী সংখ্যালঘিষ্ঠের সম্পাদিত বিপ্লবগুলির, অতর্কিত আক্রমণের সময় চলে গেছে। সমাজব্যবস্থার সম্পূর্ণ রূপান্তরসাধন যখন জড়িত, তখন জনসাধারণকে অবশ্যই নিজেদেরও তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং নিজেদের সচেতন হতে হবে ব্যাপারটা কী, কিসের জন্য তারা নিজেদের রক্ত ঢালছে আর জীবন বিসর্জন দিচ্ছে।'*

তা হলে, কোন কোন জনশক্তি, কোন কোন সামাজিক শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃভূমিকা পালন করে, জনগণকে সমবেত ও পরিচালিত করে, বুর্জোয়া শাসন উচ্ছেদ করার জন্য ও এক নতুন সমাজ সৃষ্ঠির জন্য তাদের সংগঠিত করে? পুঁজিবাদী সমাজের সামাজিক কাঠামো ও ঐতিহাসিক বিকাশের প্রবণতা বিশ্লেষণ করে মার্কস ও এঙ্গেলস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা শোষিত একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই, একমাত্র প্রলেতারিয়েতই এই

---

* Friedrich Engels, 'Einleitung [zu Karl Marx' 'Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850' (1895)]'. In Marx/Engels, *Werke*, Vol. 22, Dietz Verlag, Berlin, 1963, p. 523.

ভূমিকা পালন করতে পারে। ১৮৪৮ সালে তাঁরা 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'-এ লিখেছিলেন, 'আজকের দিনে বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখোমুখি যত শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সকলের মধ্যে একমাত্র প্রলেতারিয়েতই সত্যিকার বিপ্লবী শ্রেণী। অন্য শ্রেণীগুলি বৃহদায়তন শিল্পের সামনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত লোপ পায়, প্রলেতারিয়েত হল তার বিশেষ ও অপরিহার্য সৃষ্টি।'*

প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী চরিত্রটা আসে প্রথমত তার সত্তা থেকে, অর্থাৎ, বুর্জোয়া সমাজের সম্পর্ক ব্যবস্থায় সে যে স্থান অধিকার করে তাই থেকে, এমন কি যদি নিজ অপ্রতুল বিকাশ হেতু প্রলেতারিয়েত তার প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন না থাকে, অথবা সম্পূর্ণরূপে সচেতন না থাকে, এবং তার ফলে, এই অর্থে এক 'স্বীয় প্রকৃতিগত শ্রেণী' থেকে যায়।

যে প্রলেতারিয়েত ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে সবেমাত্র আত্মপ্রকাশ করছিল এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা যার ছিল সামান্যই সেই প্রলেতারিয়েতের চেতনা আর সত্তার মধ্যে এই ব্যবধান বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস মন্তব্য করেছিলেন যে 'এই অথবা সেই প্রলেতারীয়, কিংবা এমন কি সমগ্র প্রলেতারিয়েত এই মুহূর্তে কী তার লক্ষ্য বলে গণ্য করে, প্রশ্নটা তা নয়। প্রশ্ন হল সেই প্রলেতারিয়েত কী, এবং এই সত্তা অনুযায়ী সে ঐতিহাসিকভাবে কী করতে বাধ্য হবে। তার লক্ষ্য ও

* Karl Marx and Frederick Engels, 'Manifesto of the Communist Party'. In Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 6, Progress Publishers, Moscow, 1976, p. 494.

ঐতিহাসিক ক্রিয়া দর্শনীয়ভাবে ও অমোঘভাবে পূর্ব-স্থিরীকৃত তার নিজস্ব জীবনের পরিস্থিতিতে তথা আজকের বুর্জোয়া সমাজের গোটা সংগঠনের মধ্যে।'*

বলাই বাহুল্য যে প্রলেতারিয়েতের পরিপক্কতা লাভ করা, 'স্বীয় প্রকৃতিগত শ্রেণী' থেকে 'আত্মোপলব্ধ শ্রেণীতে' রূপান্তর -- যে শ্রেণী শুধু যে বিষয়গতভাবেই সমাজতন্ত্রের জন্য 'কাজ করে' তাই নয়, বরং তার ঐতিহাসিক কর্মব্রত পালন করে সুবিবেকীভাবে -- তার সংগ্রামকে আরও কার্যকর করে তোলে এবং শ্রমজীবী জনগণের সংগঠক ও নেতার ভূমিকা পালন করতে তাকে সাহায্য করে।

প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক কর্মব্রত সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়েছে পরবর্তীকালে পুঁজিবাদী সমাজ ও বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশ দিয়ে। প্রলেতারিয়েতই ছিল একমাত্র শ্রেণী যে পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিলাভ করেছিল পরিমাণগত দিক দিয়ে, অর্থাৎ সংখ্যায় এবং গুণগতভাবেও (যদিও এই বৃদ্ধি সর্বদা সরল রেখায় এগোয় নি এবং সর্বত্র ঘটে নি), অর্থাৎ, তা পরিণত হয়েছিল এক 'আত্মোপলব্ধ শ্রেণীতে', ইতিহাস-সৃষ্টির এক সচেতন প্রয়োজকে। সাম্রাজ্যবাদী প্রর্যায়ে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থানের চারিত্র্যনির্ণয় করে লেনিন প্রলেতারিয়েতকে বর্ণনা করেছিলেন এই বলে, সেই বিশেষ শ্রেণী, 'যার অস্তিত্বের অর্থনৈতিক অবস্থা তাকে প্রস্তুত করে' বুর্জোয়া শাসন

* Karl Marx and Frederick Engels, 'The Holy Family'. In Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 4, Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 37.

উচ্ছেদের জন্য এবং 'তাকে সেটা সম্পন্ন করার সম্ভাবনা ও ক্ষমতা যোগায়। বুর্জোয়ারা যেমন কৃষকসমাজ ও সমস্ত পেটি-বুর্জোয়া গোষ্ঠীকে ভেঙে দেয় ও অবক্ষয়িত করে, তেমনি প্রলেতারিয়েতকে তারা একত্র সংবদ্ধ করে, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে। একমাত্র প্রলেতারিয়েতই -- বৃহদায়তন উৎপাদনে সে যে অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করে তার দরুন -- **সমস্ত** শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের নেতা হতে সক্ষম, যে শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণকে বুর্জোয়ারা শোষণ, নিপীড়ন ও দমন করে, সেটা প্রায়শই প্রলেতারীয়দের তারা যতটা করে তার চেয়ে কম নয় বরং বেশি, কিন্তু যারা তাদের মুক্তির জন্য একটা **স্বতন্ত্র** সংগ্রাম চালাতে অক্ষম।'*

বলা দরকার যে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন কখনোই প্রলেতারিয়েতকে আদর্শায়িত করেন নি। তাঁরা এ বিষয়ে খুব ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন যে বুর্জোয়াদের হাতে প্রলেতারিয়েত যে পুঁজিবাদী নিপীড়ন, নিষ্ঠুর শোষণ আর ভাবাদর্শগত বিভ্রান্তি ভোগ করেছে, সে সব কিছুই ছাপ রেখে গেছে। প্রলেতারিয়েত যে অবস্থায় থাকে সে অবস্থা তাকে বিপ্লবী তত্ত্ব প্রণয়ন করতে সক্ষম করে না; সে তত্ত্ব শ্রমিক শ্রেণীর পঙক্তির মধ্যে নিয়ে আসতে হবে বাইরে থেকে, বিপ্লবী তাত্ত্বিকদের দ্বারা। প্রলেতারিয়েতের সামনে সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের কৃতিত্বগুলি ভোগ করার পথ রুদ্ধ, তার ফলে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত স্তরের দিক দিয়ে তারা বুর্জোয়াদের চেয়ে পিছিয়ে থাকে। সমাজের নেতৃত্ব থেকে প্রলেতারিয়েত থাকে অপসারিত, তাই জটিল সামাজিক ব্যবস্থাগুলির

---

* V. I. Lenin, 'The State and Revolution', *Collected Works*, Vol. 25, pp. 408-409.

ব্যবস্থাপনায় তাদের অভিজ্ঞতার অভাব থাকে, অথচ বুর্জোয়ারা সেই অভিজ্ঞতার অধিকারী। এ সবেরই অর্থ এই যে বিপ্লবী তত্ত্ব, সংস্কৃতি, একটা সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার জ্ঞান আয়ত্ত করার জন্য প্রলেতারিয়েতকে প্রচুর পরিমাণ কষ্টসাধ্য কাজ সম্পন্ন করতে হবে, এবং স্বীয় ঐতিহাসিক কর্মব্রত পালনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে; তাদের এই কাজের জন্য বহু বছর লেগে যেতে পারে।

কিন্তু, বিষয়টির সারকথা এই যে প্রলেতারিয়েত সমাজে তার অবস্থানের দরুন নিজেকে সমাজ পরিচালনার জন্য ও বিপ্লবী জনসাধারণের নেতার ভূমিকার জন্য, অর্থাৎ, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, মানবজাতিকে পুঁজির জোয়াল থেকে মুক্ত করার জন্য 'প্রস্তুত করার' সামর্থ্যের অধিকারী।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এইভাবে এক গণবিপ্লব, যেখানে প্রলেতারিয়েত পালন করে কর্তৃত্বমূলক নেতার ভূমিকা, অর্থাৎ, সেই সামাজিক শক্তির ভূমিকা যা বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তিস্বরূপ অন্যান্য শক্তিকে সংগঠিত করে ও নেতৃত্ব দেয়। লেনিন যেমন দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদের যুগে, যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিসরে পরিপক্ক হয়েছে এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরবিজড়িত হয়েছে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে, তখন প্রলেতারিয়েত কর্তৃত্বমূলক নেতার ভূমিকা পালন করতে পারে শুধু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়েই নয়, তার পূর্ববর্তী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়েও।

তা হলে, বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের মিত্রপক্ষ কে? মার্কস ও এঙ্গেলস কৃষকসমাজকে এরূপ মিত্র বলে বিবেচনা করেছেন।

কৃষকসমাজের সঙ্গে এক মৈত্রীজোট গঠন করে, প্রলেতারীয় বিপ্লব, মার্কসের ভাষায়, **'লাভ করবে সেই ঐকতান, যেটা ছাড়া তার একক সংগীত সমস্ত কৃষকপ্রধান দেশেই পরিণত হয় শেষ সংগীতে।'***

প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসমাজের মধ্যে এক বিপ্লবী মৈত্রীজোটের চিন্তাকে লেনিন তত্ত্বগতভাবে বিশদ করেছিলেন, এই মৈত্রীজোটের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন রাশিয়ার ও অন্যান্য দেশে, কৃষকসমাজ যেখানে জনসমষ্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ বা বেশ বড় একটা অংশ এমন সব দেশে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের নিশ্চিতিকে। কৃষকসমাজের সামাজিক নানাধর্মিতার কথা গণ্য করে লেনিন প্রণিধান করেছিলেন যে বিপ্লবের কোনো কোনো পর্যায়ে প্রলেতারিয়েতের অনুগামী হতে পারে সমগ্র কৃষকসমাজ, অথবা অন্তত তার প্রধান অংশ, তেমনি অন্যান্য পর্যায়ে তার অনুগামী হতে পারে শুধু সীমিত (প্রথমত, দরিদ্রতম) অংশগুলি। মার্কসের মতো লেনিনও শ্রেণী মৈত্রীজোটের গঠনবিন্যাস সম্পর্কে কোনো কড়াকড়ি নির্দেশ বা 'দাওয়াই' দিয়ে নিজের হাত বা বিপ্লবী তাত্ত্বিকদের পরবর্তী প্রজন্মগুলির হাত বেঁধে রাখেন নি, অনুমান করে নিয়েছিলেন যে আগামী বিপ্লবগুলি তার মধ্যে এমন অনেককিছু প্রবর্তন করবে, যা হবে নতুন ও বৈশিষ্ট্যসূচক।

১৯শ শতাব্দীর শ্রেণী সংগ্রামগুলি দেখিয়েছিল যে কৃষক-সমাজের পাশাপাশি, বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের মিত্রদের মধ্যে

---

* Karl Marx, 'The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte'. In Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 11, Progress Publishers, Moscow, 1979, p. 193.

থাকতে পারে শহুরে পেটি বুর্জোয়া, অফিস কর্মচারী, এবং বুদ্ধিজীবীদের কোনো কোনো অংশ, যারা হয় প্রলেতারিয়েতের অবস্থানসমূহ গ্রহণ করে, না হয় নিজেদের অবস্থানগুলিতে অটল থাকে, কিন্তু তাদের অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতকে সাহায্য করে।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশ আর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব হেতু সাম্প্রতিক কয়েক দশকে পুঁজিবাদী সমাজের সামাজিক কাঠামোয় যেসব পরিবর্তন ঘটেছে, সেই সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুসৃত সামাজিক কর্মনীতি এবং উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকদের জীবনমানের কিছুটা উন্নতি — এই সবকেই বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী ও বামপন্থী-র‍্যাডিকাল তাত্ত্বিকরা একটা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছেন এই দাবি করার জন্য যে প্রলেতারিয়েত এখন বুদ্ধি বা বুর্জোয়া মূল্যবোধ আর চাহিদার অংশীদার, তারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে 'অন্তর্গত' হয়ে গেছে, তাই আগেকার নিজের স্বভাবসিদ্ধ বিপ্লবী ভূমিকা তারা হারিয়েছে এবং বিপ্লবের কর্তৃত্বমূলক নেতা আর নেই। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে বামপন্থী-র‍্যাডিকাল তাত্ত্বিকরা এই থিসিস হাজির করেছিলেন যে কর্তৃত্বমূলক নেতার ভূমিকা এখন দাবি করতে পারে যুবসমাজ (মুখ্যত ছাত্ররা) ও বুদ্ধিজীবীরা। এই সব দাবির ভিত্তি ছিল যুদ্ধোত্তর কালে প্রকাশ পাওয়া কোনো কোনো ব্যাপার ও প্রবণতার, বিশেষ করে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমজীবী জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য উন্নত হওয়ার, অনাপেক্ষিক বিচার। এই উন্নতি (কমিউনিস্টরা তা অস্বীকার করে না) শ্রমিক শ্রেণীর কোনো কোনো অংশের মধ্যে সংস্কারবাদী মোহের জন্ম দিয়েছিল, তাতে ইন্ধন যুগিয়েছিল

শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীই নয়, ট্রেড ইউনিয়নের উঁচু মহলও। তা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের অধীনে, মজুরি উপার্জনকারী নতুন নতুন বর্গের অন্তঃপ্রবাহের দরুন শ্রমিক শ্রেণীর পঙ্‌ক্তি প্রসারিত হয়েছে, তার ফলে তা হয়ে উঠেছে আরও জটিল, আভ্যন্তরিকভাবে নানাধর্মী সম্প্রদায়, তার পৃথক পৃথক অংশ পোষণ করে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত, প্রদর্শন করে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সক্রিয়তা, ইত্যাদি।

তার মানে কি এই যে শ্রমিক শ্রেণী তার চাহিদার দিক দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর সমান হয়ে গেছে, তা সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়াধর্মী হয়ে গেছে? তার মানে কি এই যে বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার সম্পর্কগুলির বৈরমূলক চরিত্র হারিয়েছে? অবশ্যই না। প্রলেতারিয়েত কোনো সময়েই সমধর্মী ছিল না। লেনিন লিখেছেন, 'পুঁজিবাদ পুঁজিবাদই হত না, যদি প্রলেতারিয়েত pur sang [নির্ভেজাল রক্ত] প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয়ের মধ্যবর্তী বিপুল সংখ্যক অত্যন্ত বহুবিধ উত্তরণকারী টাইপের দ্বারা পরিবেষ্টিত না হত... যদি খাস প্রলেতারিয়েতই অধিকতর উন্নত ও অপেক্ষাকৃত কম উন্নত বর্গে বিভক্ত না হত, যদি অঞ্চলগত উদ্ভব, পেশা অনুযায়ী, কখনও বা ধর্ম, ইত্যাদি অনুযায়ী বিভক্ত না হত।'*

আজ এই নানাধর্মিতা বেড়ে যায়, কারণ শ্রমিক শ্রেণীর কলেবরবৃদ্ধি করে কৃষি মজুর (মুখ্যত মাঝারি বা কম উন্নত দেশগুলিতে), অফিস কর্মচারীদের একাংশ, ইঞ্জিনিয়ার ও কৃৎকুশলীরা, এবং মানববিদ্যায় নিযুক্ত বুদ্ধিজীবীরা, যারা

* V. I. Lenin, "Left-Wing' Communism—an Infantile Disorder', *Collected Works*, Vol. 31, p. 74.

ভাবাবেগগতভাবে ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে এখনও তাদের সামাজিক অতীতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নি। এই অংশগুলি তৎক্ষণাৎই প্রলেতারীয় চেতনা অর্জন করে না, এবং সমস্ত বিষয়ে সুসংগত প্রলেতারীয় অবস্থান গ্রহণ করে না। প্রলেতারীয় ভাবাদর্শ আত্মভূত করা ও শ্রমিক শ্রেণীর কেন্দ্রী অংশকে ঘিরে সমবেত হওয়ার জন্য তাদের পক্ষে দরকার হয় সময় আর শ্রেণী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা। সেই কেন্দ্রী অংশটা এখন, আগেকার মতোই, শিল্প প্রলেতারিয়েত, পুঁজিবাদী সমাজের ভিতরে যাদের অবস্থান নীতিগতভাবে বদলায় নি। আগেকার মতোই, সামগ্রিকভাবে শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদনের উপায়, তার শ্রমফল থেকে বঞ্চিত — মালিক না হওয়ার অর্থে — এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা ও সমাজের রাজনৈতিক চাবিকাঠিগুলি চালানোর পথ তার সামনে রুদ্ধ। ভাষান্তরে, তা একটা শোষিত, নিপীড়িত ও পদানত শ্রেণীই থেকে গেছে, যদিও সেই নিপীড়ন আর পদানত অবস্থা তথা শোষণও এখন অনেক ক্ষেত্রে (অন্তত শান্তির সময়ে) অপেক্ষাকৃত কম স্পষ্ট এবং কিছুটা 'প্রশমিত' হয়েছে। আর তার অর্থ এই যে আভ্যন্তরিক উত্তেজনা আর দ্বন্দ্বগুলি থেকেই গেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেগুলি সর্বদাই ছিল এবং শেষোক্তকে সেগুলিই উদ্বুদ্ধ করেছে বিদ্যমান সমাজের এক বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধনের জন্য প্রয়াস চালাতে।

আগেকার মতোই, পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণী মিত্রদের বাদ দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীকে পরাভূত করতে পারে না। যেসব দেশে কৃষকসমাজ জনসমষ্টির বেশ বড় একটা অংশ, সেসব দেশে প্রলেতারিয়েতের মিত্র এখনও কৃষকসমাজই।

শহুরে পেটি বুর্জোয়া, অফিস কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবীরা, অর্থাৎ সেই শক্তিগুলি যাদের সাধারণত 'মধ্য স্তর' বলে অভিহিত করা হয়, তারাও গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, বিশেষত উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে।

মার্কস ইঙ্গিত করেছিলেন যে 'পেটি বুর্জোয়ারা সমস্ত আসন্ন সমাজ-বিপ্লবের এক অখণ্ড অংশ গঠন করবে।'* বস্তুতই, এমন একটিও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল না যেখানে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী অংশগ্রহণ করে নি এবং যেখানে, একই সঙ্গে, পুঁজিবাদী সমাজে তাদের মধ্যবর্তী সামাজিক অবস্থান থেকে উদ্ভূত দ্বৈত চরিত্র তারা উদ্ঘাটিত করে নি।

পেটি বুর্জোয়া একাধারে মজুর ও মালিক, একজন বুর্জোয়া ও 'জনগণের প্রতিনিধি'। সে চেষ্টা করে 'একেবারে উপরে উঠে আসতে,' অর্থাৎ বুর্জোয়া হতে, কিংবা একজন ছোট মালিক হিসেবে তার পদমর্যাদাটা অন্তত বজায় রাখতে, কিন্তু বৃহৎ পুঁজি নিয়তই তাকে দমন করে ও হঠিয়ে দেয়, তাকে পরিণত করে প্রলেতারিয়েতে, অথবা তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসে জোর করে। এ কথা সত্যি যে বৃহৎ পুঁজি পেটি বুর্জোয়াদের পুরোপুরি হঠিয়ে দিতে পারে না কখনোই, অধিকন্তু, উৎপাদন ও কৃত্যকসমূহের কতগুলি নির্দিষ্ট, অলাভজনক ক্ষেত্রে পেটি বুর্জোয়াদের দরকার হয়। এটা কিছুটা পরিমাণে ছোট উদ্যোগপতির চিরস্থায়ী পুনরুৎপাদনে সহায়ক হয়, ছোট উদ্যোগপতি বাধ্য হয় একচেটিয়া পুঁজির

---

* 'Marx to Pavel Vasilyevich Annenkov in Paris. Brussels, December 28 [1846]'. In Marx, Engels, *Selected Correspondence*, p. 39.

উপরে সমস্ত আশা ন্যস্ত করতে। তা হলেও, কাজের চিরাচরিত ক্ষেত্র থেকে ছোট মালিককে হঠানোর (এবং তাকে দমন করার) প্রবণতা স্পষ্টতই দৃষ্টিগোচর হয়, যেসব দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ মাঝারি ধরনের সেখানে তা প্রকাশ পায় বিশেষ গতিশীলভাবে, এবং সুস্পষ্ট হয় তার অবাধ উদ্যোগের ক্ষেত্র সীমিত করার প্রবণতা, বৃহৎ পুঁজির উপরে তার নির্ভরশীলতা বাড়ানো এবং তার জীবনযাপনের অবস্থা আপেক্ষিকভাবে অবনত করার প্রবণতা প্রকাশ পায়। এই প্রবণতা পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা নষ্ট করে দেয় এবং তার পঙ্‌ক্তির মধ্যে উদ্বেগের জন্ম দেয়। পেটি বুর্জোয়া এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ লাভের পথ খুঁজে বার করার চেষ্টা করে হয় এখনও সে যেসব অবস্থান অধিকার করে আছে সেগুলি বজায় রাখার জন্য মরিয়া লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে — যেটা প্রায়শই তাকে ঠেলে দেয় দক্ষিণ দিকে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যা কাজে লাগায় — না হয় সমাজের এক আমূল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে, যেটা তাকে নৈরাজ্যবাদীতে পরিণত করতে পারে। তা সত্ত্বেও, একটা আমূল সামাজিক পরিবর্তনের জন্য তার আকাঙ্ক্ষাকে একচেটিয়া সংস্থাসমূহ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য (সাম্রাজ্যবাদের উপরে প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল দেশগুলিতে, যথা লাতিন আমেরিকায়), সমাজকে গণতান্ত্রিক করার জন্য, এবং আরও পরে, এমন কি সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনসমূহ রূপায়ণের জন্য তার সঙ্গে এক মৈত্রীজোট গঠনের বিষয়গত পূর্বশর্ত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

পুঁজিবাদী সমাজে অন্য যেসব 'মধ্য স্তর' বুর্জোয়া শ্রেণী আর প্রলেতারিয়েতের মাঝামাঝি এক মধ্যবর্তী অবস্থান

অধিকার করে থাকে (মুখ্যত অফিস কর্মচারীদের সেই সব গোষ্ঠী যারা প্রলেতারিয়েত বা বুর্জোয়া শ্রেণী, কোনোটারই অন্তর্ভুক্ত নয়), তাদের অবস্থানটা হয় দ্বৈত ও অনিশ্চিত। তারা পেটি বুর্জোয়াদের মতোই এই দুটি শ্রেণীর মাঝে দোলায়মান হয়, কিন্তু তাদের বিষয়গত অবস্থা তাদের আরও বেশি করে ঠেলে দেয় প্রলেতারিয়েতের দিকে, তাদের করে তোলে প্রলেতারিয়েতের সম্ভাব্য মিত্রপক্ষ।

সমসাময়িক পুঁজিবাদী সমাজে বুদ্ধিজীবিসমাজের অবস্থান ও ভূমিকা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্তও এটি ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি সামাজিক অংশ, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের ব্যবস্থার মধ্যে সামগ্রিকভাবে আকৃষ্ট হয় নি; পুঁজির উপরে বুদ্ধিজীবীর প্রকৃত নির্ভরশীলতা গোপন রাখতে তা সাহায্য করেছিল এবং তার পক্ষে নিজেকে এক স্বাধীন স্রষ্টা, একজন 'বাঁধা চাকরির দায়মুক্ত স্বাধীন শিল্পী', 'শ্রেণী সংঘর্ষের ঊর্ধ্বে অবস্থিত' মানুষ বলে গণ্য করা সম্ভব করে তুলেছিল। যদিও সর্বদাই এমন সব বুদ্ধিজীবী ছিল যারা নিজেদের 'সম্প্রদায়'-সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রলেতারিয়েতের পক্ষাবলম্বন করেছে, তবে তাদের বড় অংশটা তখনও ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি আকৃষ্ট। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পুঁজিবাদী সমাজে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে। উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের চাহিদা তাদের যথেষ্ট সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়েছে; কিন্তু আসল পরিবর্তনটা স্পষ্টতই এইখানে যে তাদের অনেকে এখন পরিণত হয়েছে মজুরি-শ্রমিকে: কেউ কেউ যোগ দিয়েছে প্রলেতারিয়েতের পঙ্‌ক্তিতে, অন্যরা অধিকার করেছে বুর্জোয়া শ্রেণী আর প্রলেতারিয়েতের মাঝামাঝি এক মধ্যবর্তী অবস্থান।

শেষোক্ত অংশটির অবস্থান পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী আর অফিস কর্মচারীদের অবস্থানের অনুরূপ। তা প্রমাণিত হয়েছে ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকের ঘটনাবলীতে, যখন বুদ্ধিজীবিসমাজের একাংশ, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে একত্রে, একচেটিয়াবিরোধী, গণতান্ত্রিক দাবি উপস্থিত করেছিল, এবং এইভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে তারা এমন একটা সামাজিক শক্তি, বুর্জোয়া শ্রেণীকে যা গণ্য করতে হবে।

ছাত্ররাও রাজনৈতিক সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে। অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্তও তারা ছিল জনসমষ্টির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, সুবিধাভোগী একটা অংশ, যাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত ও নিরাপদ; সামগ্রিকভাবে তারা শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি থেকে সংস্পর্শ এড়িয়ে থাকত। কিন্তু, পুঁজিবাদী সমাজে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থানের পরিবর্তন ছাত্রদের অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটায়। তাদের পঙ্‌ক্তিগুলি বাড়ে, গণতান্ত্রিক উপাদানটা আরও বেশি প্রকট হয়ে ওঠে, আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা হয়ে ওঠে আরও বেশি সন্দেহজনক। তাদের অনেকেরই এখন 'ভাগ্যলিপি' হল শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবিসমাজের সেই অংশের সঙ্গে যোগ দেওয়া, যাদের জীবনমান শ্রমিক শ্রেণীর জীবনমানের অনুরূপ, অথবা ঠিক সেই রকম। ১৮৯৩ সালে সমাজতন্ত্রী ছাত্রদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের উদ্দেশে এঙ্গেলস লিখেছিলেন, 'আপনাদের প্রচেষ্টা ছাত্রদের মধ্যে এই বিষয় সম্বন্ধে সচেতনতা আনুক যে তাদেরই মধ্য থেকে দেখা দেবে বুদ্ধিজীবী প্রলেতারিয়েত যার উপরে দায়িত্ব পড়বে আসন্ন বিপ্লবে তাদের ভ্রাতৃবৃন্দ, কায়িক শ্রমিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, এবং তাদেরই পঙ্‌ক্তিতে, একটা বড় ভূমিকা

পালন করার।'* ছাত্রদের বিপ্লবী ভূমিকা আর ভবিষ্যৎ বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে এঙ্গেলস যুক্ত করেছিলেন জ্ঞানের গুরুত্বের সঙ্গে, বুদ্ধিজীবীরা যে জ্ঞানের বাহক, এবং সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লব সম্পাদনের এক পূর্বশর্ত হিসেবে শ্রমের মুক্তি ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করার মধ্যেকার এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রের উপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন। 'অতীতের বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছ থেকে দাবি করেছিল শুধু উকিলদের, রাজনৈতিক কর্মী গড়ে তোলার শ্রেষ্ঠ কাঁচামাল হিসেবে; শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি দাবি করে তদুপরি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিদ, কৃষি-অর্থনীতিবিদ ও অন্য বিশেষজ্ঞদের, কেননা তাতে শুধু রাজনৈতিক যন্ত্রেরই ব্যবস্থাপনা নয়, সমগ্র সামাজিক উৎপাদনের ব্যবস্থাপনাও জড়িত...'**

অবশ্য, বিপ্লবী আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদানের প্রক্রিয়াটা (তারা কখনোই স্বতন্ত্র একটা সামাজিক শ্রেণী ছিল না, তারা আসে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও গোষ্ঠী থেকে) সরল নয় -- সেটা শুধু ছাত্রসমাজের আভ্যন্তরিক নানাধর্মিতার দরুনই নয়, তাদের চেতনা আর সত্তার মধ্যে ব্যবধানের দরুনও। শ্রমিকরা ছাত্রদের সম্পর্কে প্রায়শই সন্দিহান, তাদের তারা দেখে 'মায়েদের আদুরে খোকা' হিসেবে, যারা ভাড়াটে দাসত্বের তিক্ততার স্বাদ পায় নি। আবার ছাত্ররা, মজুরি-শ্রমিকে পরিণত হওয়ার পরেও প্রলেতারীয় চেতনাকে আত্মস্থ করে নি।

---

* Friedrich Engels, '[An den Internationalen Kongress sozialistischer Studenten]'. In Marx/Engels, *Werke*, Vol. 22, p. 415.

** Ibid.

নিজেদের স্বার্থে আমূল রূপান্তরসাধনে সক্ষম এক শক্তি -- শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে এই ছাত্রদের যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায়, নিজস্ব সামাজিক-অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার প্রক্রিয়ায় ছাত্রদের একটা অংশ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের মিত্র হয়ে ওঠে।

শহুরে ও গ্রামীণ পেটি বুর্জোয়াদের বিপ্লবের স্বপক্ষে টেনে আনার সমস্যাটা সেনাবাহিনীর অবস্থানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সেনাবাহিনীকে রাজনীতি থেকে ও শ্রেণী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায় না। সমাজে প্রধান সামাজিক শক্তির মধ্যে সংঘর্ষের একটা অভিঘাত পড়ে সেনাবাহিনীর উপরেও। জোরালো যৌথ-সংগঠনমূলক সম্পর্ক সত্ত্বেও, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে সেনাবাহিনী সমরূপ নয়। বিপ্লবী প্রবণতাগুলি তার পঙ্‌ক্তির মধ্যেও প্রবেশ করে।

সশস্ত্র বাহিনীর একটা নির্দিষ্ট অংশকে বিপ্লবের স্বপক্ষে টেনে আনাটা আরও বেশি জরুরী হয়ে ওঠে এই কারণে যে অনেক দেশে সেনাবাহিনী এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করছে এবং প্রায়শই চেষ্টা করছে একটা স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে ক্রিয়া করতে -- সে শক্তি বিপ্লবী অথবা প্রতিবিপ্লবী হতে পারে। সেনাবাহিনীর সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দাবি সর্বদাই যে ভিত্তিহীন তা নয়, কারণ বহু দেশে, বিশেষত কম উন্নত বহু দেশে, সেনাবাহিনী অন্যান্য সংগঠন ও সামাজিক গোষ্ঠীকে ছাপিয়ে যায় শুধু তার বলপ্রয়োগের ক্ষমতাতেই নয় (সেটা তো খুবই স্বাভাবিক), তার সংগঠনের স্তর, চলিষ্ণুতা, শিক্ষার মান এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানের

দিক দিয়েও (যেটা অনেকাংশে সত্য অফিসারদের বেলায়)। ফলে, সেনাবাহিনী প্রায়শই আত্মপ্রকাশ করে এক স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে, দেশের বিকাশের এক জটিল সন্ধিক্ষণে যে শক্তি বিপ্লব অথবা প্রতিবিপ্লবের শক্তিগুলিকে নিয়ামক শক্তিপ্রাবল্য দান করতে সক্ষম।

সেনাবাহিনীর মধ্যে কাজের দিকে যথোপযুক্ত মনোযোগ না দেওয়া, কিংবা বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির মধ্যে সংঘর্ষের চরম সন্ধিক্ষণে সেনাবাহিনী সংবিধানের প্রতি 'অনুগত' ও নিরপেক্ষ থাকবে, এই আশা করাটা বিপ্লবী কর্মাদর্শের পক্ষে গুরুতর বিপজ্জনক। ইতিহাস দেখায় যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী কখনোই একশিলাসদৃশ থাকে না; ভাগাভাগি ঘটে শুধু নিচের তলার পঙ্‌ক্তিতেই নয়, অফিসারবাহিনীর মধ্যেও। সুতরাং, কাজটা হল সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান প্রবণতা ও মেজাজ যথাসময়ে অধ্যয়ন করা, কমিউনিস্টদের অবস্থান সম্পর্কে সৈনিক ও অফিসার উভয়ের মধ্যেই ব্যাখ্যামূলক কাজ চালানো, এবং এইভাবে বিপ্লবের স্বপক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর সেই অংশটিকে টেনে আনা দরকার, যে অংশটার ঝোঁক দেশের সামনের সমস্যাবলীর গণতান্ত্রিক সমাধানের দিকে।

বিপ্লবী শক্তিগুলির রাজনৈতিক মৈত্রীজোটের সুনির্দিষ্ট গঠনবিন্যাস ও রূপ নির্ধারিত হয় স্থান-কালের অবস্থা দিয়ে, বিশেষত, বিপ্লবের পর্যায় দিয়ে। কিন্তু যে কোনো ক্ষেত্রেই, বিপ্লবী শক্তিগুলির ক্রিয়াকলাপ সফল হতে হলে, নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত অত্যাবশ্যক: ১) শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা তার নেতৃত্ব, যেখানে পুরোভাগে থাকবে এক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি; ২) শ্রমজীবী জনগণের অ-প্রলেতারীয় অংশগুলির

বৃহদংশের সঙ্গে মৈত্রী; এবং ৩) বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে মৈত্রী।

১০। প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী অগ্রবাহিনী

বিপ্লবের চালিকা শক্তি, কর্তৃত্বমূলক নেতা হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর কথা বলার সময়ে তার বিপ্লবী অগ্রবাহিনী, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির প্রশ্নটা আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। এঙ্গেলস লিখেছিলেন: 'প্রলেতারিয়েতের পক্ষে চূড়ান্ত মুহূর্তে জয়যুক্ত হওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হতে হলে তাকে অবশ্যই — এবং মার্কস ও আমি ১৮৪৭ সাল থেকেই এই কথা বলেছি — এক পৃথক পার্টি গঠন করতে হবে, যেটা অন্য সমস্ত পার্টি থেকে পৃথক ও সেগুলির বিপরীত, এক পার্টি, আত্মসচেতন শ্রেণী পার্টি।'*

আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর অর্জিত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও নতুন ঐতিহাসিক অবস্থাকে গণ্য করে লেনিন পার্টি সম্বন্ধে মার্কসের শিক্ষাকে বিশদ করেছিলেন। রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের নেতা, তাঁর পূর্বসূরী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়ের মতোই, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিকে দেখেছিলেন এক 'বিশেষ' সংগঠন হিসেবে, নীতিগতভাবে যা গঠনবিন্যাস, সামাজিক ভিত্তি, ক্রিয়া, কর্মসূচিগত লক্ষ্য আর কর্তব্যকর্মের দিক দিয়ে বুর্জোয়া পার্টিগুলি থেকে আলাদা। লেনিন পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক সুবিধাবাদী

* 'Engels to Gerson Trier in Copenhagen. London, December 18, 1889'. In Marx, Engels, *Selected Correspondence*, p. 386.

কর্মনীতিরও বিরোধিতা করেছিলেন দৃঢ়তার সঙ্গে, যে কর্মনীতি 'শ্রমিক পার্টির সদস্যদের শেখায় অপেক্ষাকৃত ভালো মজুরি-পাওয়া শ্রমিকদের প্রতিনিধি হতে, জনসাধারণের সঙ্গে যারা সংস্পর্শ হারায়, পুঁজিবাদের অধীনে মোটামুটি ভালোভাবেই 'কাজ চালিয়ে যায়', এবং একপাত্র তরিতরকারির জন্য নিজেদের জন্মগত অধিকার বিক্রি করে, অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী নেতা হিসেবে নিজেদের ভূমিকা পরিত্যাগ করে।'*

এই প্রসঙ্গে, সোজাসুজি বলা দরকার যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি আর বুর্জোয়া ও সুবিধাবাদী পার্টিগুলির মধ্যেকার নীতিগত প্রভেদ বলতে এটা বোঝায় না যে বিপ্লবের স্বার্থে যখন দরকার তখনও প্রথমোক্ত পার্টি কিছুতেই কৌশলগত নমনীয়তা প্রদর্শন করবে না এবং অন্যান্য পার্টির সঙ্গে সাময়িক মৈত্রীজোট গঠন করতে ও কোনো কোনো বিষয়ে তাদের সমর্থন করতে পারবে না, ইত্যাদি। উপরে উদ্ধৃত গেরসন ট্রিয়েরের কাছে লেখা চিঠিটিতে এঙ্গেলস আরও লিখেছিলেন: 'অন্যান্য পার্টির সঙ্গে যে কোনো ও সর্বপ্রকার সহযোগ, এমন কি সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী সহযোগও আপনি নীতিগতভাবে বাতিল করেন। আমি এমন কি এই উপায়ও বর্জন না করার মতো যথেষ্ট বিপ্লবী, যদি সেই নির্দিষ্ট অবস্থায় তা আরও সুবিধাজনক হয় কিংবা অন্তত কম ক্ষতিকর হয়।'** শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির 'বিশেষ' চরিত্রের উপরে

* V. I. Lenin, 'The State and Revolution', *Collected Works*, Vol. 25, p. 409.

** 'Engels to Gerson Trier in Copenhagen. London, December 18, 1889. In Marx, Engels, *Selected Correspondence*, p. 386.

জোর দিয়ে তিনি আরও বলেন: 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই পার্টি বিশেষ কোনো মুহূর্তে অন্যান্য পার্টিকে নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে না। তার মানে এও নয় যে তা সাময়িকভাবে অন্যান্য পার্টির ব্যবস্থাগুলিকে সমর্থন করতে পারবে না, যদি সেই ব্যবস্থাগুলি প্রলেতারিয়েতের পক্ষে সরাসরি লাভজনক হয় অথবা অর্থনৈতিক বিকাশ বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রগতিশীল হয়।'*

বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মপ্রয়োগ প্রতিপন্ন করে যে মার্কসবাদী পার্টির কৌশলগত নমনীয়তা, তৎসহ এক সুসংগত রণনীতিগত পন্থা, শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত বিপ্লবী শক্তির অগ্রবাহিনী হিসেবে তার ক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করার পক্ষে অপরিহার্য। এই ক্রিয়াগুলি কী? লেনিন সেগুলির সংক্ষিপ্ত যথাযথ চারিত্রবৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন: 'শ্রমিক পার্টিকে শিক্ষাদান করে, মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় প্রলেতারিয়েতের সেই অগ্রবাহিনীকে যে ক্ষমতা গ্রহণ করতে ও **সমগ্র জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে** সমাজতন্ত্রের দিকে **নিয়ে যেতে** সক্ষম, নতুন ব্যবস্থাকে পরিচালিত ও সংগঠিত করতে সক্ষম, বুর্জোয়া শ্রেণী ছাড়াই ও বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিজেদের সামাজিক জীবন সংগঠিত করার কাজে সমস্ত শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের শিক্ষক, পথ প্রদর্শক ও নেতা হতে সক্ষম।'**

পুঁজিবাদের উপরে আক্রমণের জন্য প্রলেতারিয়েতকে উদ্বুদ্ধ করে এবং ক্ষমতার জন্য তার সংগ্রামকে সংগঠিত করে পার্টি

---

* Ibid., p. 387.

** V. I. Lenin, 'The State and Revolution', *Collected Works*, Vol. 25, p. 409.

বিপ্লবের সদরদপ্তর হিসেবে কাজ করে। কিন্তু বিপ্লবী জনসাধারণের নেতৃত্বভার গ্রহণ করার আগে পার্টি তাদের ধাপে ধাপে প্রস্তুত করে বিপ্লবী কর্মতৎপরতার জন্য, শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্রদের পঙ্‌ক্তির মধ্যে বিপ্লবী তত্ত্ব প্রবর্তিত করে, শ্রমিকদের সমবেত করে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিসমূহের চেতনায় তাদের শিক্ষিত করে।

জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষত শ্রমিকদের মধ্যে, পার্টির সাংগঠনিক, শিক্ষামূলক ও তত্ত্বগত-জ্ঞানদায়ক কাজ বিপ্লবী কর্মাদর্শের পক্ষে চিরদিনই প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। আজ তা বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে, কারণ সাম্প্রতিক দশকগুলিতে, বিশ্ব সমাজতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধি ও সারা দুনিয়া জুড়ে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থানগুলির সুদৃঢ়তার সম্মুখীন হয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী তার ভাবাদর্শগত কার্যকলাপ (বিশেষত রাষ্ট্র মারফৎ) বাড়িয়ে চলেছে, শ্রমিক শ্রেণীকে 'হতবুদ্ধি' করার জন্য এবং তার মধ্যে এক 'তৃপ্তি চেতনা' গড়ে তোলার জন্য, অর্থাৎ তাকে সবকিছু মেনে চলা, বিপ্লববিরোধী মনোভাবে শিক্ষিত করার জন্য। এই সমস্ত কাজের ফল বাড়িয়ে দেখা উচিত নয় বটে, তবে উপেক্ষা করাও উচিত নয়, বিশেষত এই কারণে যে শ্রমজীবী জনগণের চেতনার উপরে চাপ সৃষ্টি করার শক্তিশালী প্রয়োগগত উপায় শাসক শ্রেণীর হাতে রয়েছে এবং গণপ্রচারের মতো প্রভাববিস্তারের হাতিয়ারও — সংবাদপত্র, রেডিও, সিনেমা ও টেলিভিশন — তার হাতে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিই হল একমাত্র কেন্দ্র, যা সুসংগতভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে বুর্জোয়া প্রচারের মোকাবিলা করে, ভাবাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরোধিতা করে, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী

চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং তাকে তার প্রকৃত অবস্থান উপলব্ধি করতে, সংগ্রামে অর্জিত অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন ও প্রণালীবদ্ধ করতে সাহায্য করে।

বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীকে বিভক্ত করতে চেষ্টা করে, তার কোনো কোনো অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে চেষ্টা করে, এবং শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে তা যে ধর্মীয়, বর্ণগত ও জাতিগত কুসংস্কার ছড়ায় তাকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। বুর্জোয়া রাজনীতিকরা 'ভেদ-শাসনের' নিয়মের আশ্রয় অতীতে যেমন নিতেন এখনও ঠিক তেমনই নেন। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি এই কর্মনীতিকে অকার্যকর করে দিতে চেষ্টা করে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সমবেত করতে চেষ্টা করে তার প্রধান অভিন্ন স্বার্থ — শোষণ থেকে মুক্তির ভিত্তিতে। একমাত্র ঐক্য, সংসক্তি ও ভালো সংগঠনই শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় ঘটাতে পারে; ঐক্যের জন্য সংগ্রাম তাই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির কাজকর্মের একটা বড় কর্মধারা।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পার্টির কাজের প্রশ্নটি সম্পর্কে লেনিন ১৯১৮-র বসন্তকালে লিখেছিলেন: 'ভবিষ্যতের প্রতিটি পার্টির প্রথম কাজ হল জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠকে এ কথা বোঝানো যে তার কর্মসূচি ও রণকৌশল ঠিক... এই কাজটা এখন প্রধানত সম্পন্ন হয়েছে... কিন্তু অবশ্য তা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হতে এখনও অনেক বাকি (আর তা কখনোই সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করা যায় না)।

'আমাদের পার্টির সামনে দ্বিতীয় যে কাজটি দেখা দিয়েছিল তা হল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও শোষকদের প্রতিরোধ দমন করা। এই কাজটাও সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় নি... তবে

প্রধানত, শোষকদের প্রতিরোধ দমন করার কাজটা সম্পন্ন হয়েছে...

'তৃতীয় একটা কাজ এখন পুরোভাগে আসছে আশু কাজ হিসেবে এবং যে কাজটা বর্তমান পরিস্থিতির বিশিষ্ট লক্ষণসূচক, যথা, রাশিয়ার **প্রশাসন** সংগঠিত করার কাজ।'*

এইভাবে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির সামনের কাজগুলির চরিত্র ও সেগুলির অগ্রাধিকার পরিবর্তিত হয় বিপ্লবের পর্যায় আর তার অর্জিতব্য লক্ষ্যগুলি অনুযায়ী। এটা হল শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনীর কর্মপ্রণালী-নিয়ামক এক সাধারণ নিয়ম।

স্বভাবতই, পার্টি বিপ্লবে তার অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করতে পারে একমাত্র তখনই যখন তার ক্রিয়া ও বিকাশের রীতিগুলি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি আর সমাজতন্ত্রের মর্মবাণীর সঙ্গে মেলে। লেনিন লিখেছেন, 'এটা সকলেরই জানা যে জনসাধারণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত; ...সাধারণত ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেণীগুলির নেতৃত্ব দেয়... রাজনৈতিক পার্টিগুলি; রাজনৈতিক পার্টিগুলি, সাধারণত, চালিত হয় সবচেয়ে কর্তৃত্বপূর্ণ, প্রভাবশালী ও অভিজ্ঞ সদস্যদের নিয়ে গঠিত অল্পবিস্তর স্থিতিশীল গোষ্ঠীগুলির দ্বারা, এই সদস্যরা নির্বাচিত হয় সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিতে এবং এদের বলা হয় নেতা।'**

শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত বিপ্লবী শক্তির খাঁটি অগ্রবাহিনী বুর্জোয়া পার্টিগুলি থেকে, অন্যান্য বিষয় ছাড়াও, পৃথক

* V. I. Lenin, 'The Immediate Tasks of the Soviet Government', *Collected Works*, Vol. 27, pp. 241-242.

** V. I. Lenin, ''Left-Wing' Communism—an Infantile Disorder', *Collected Works*, Vol. 31, p. 41.

এই দিক দিয়ে যে জনসাধারণ — শ্রেণীগুলি — পার্টি — নেতৃবৃন্দ, এই ধারাবাহিক মালাটার মধ্যে কোনো ছেদ নেই, এবং সমস্ত গ্রন্থির মধ্যে 'অপর প্রান্ত' থেকে আগত একটা সম্পর্ক আছে। ভাষান্তরে, শ্রমিক শ্রেণী শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশ থেকে ও সামগ্রিকভাবে জনগণ থেকে পৃথক হয় না, শ্রমিক শ্রেণী এদেরই অঙ্গীয় অংশ; পার্টি শ্রমিক শ্রেণী থেকে পৃথক হয় না; নেতৃবৃন্দ পার্টি থেকে পৃথক হন না এবং তার পদানত বা বিরোধিতা করতে চেষ্টা করেন না।

মার্কসবাদীরা স্বীকার করেন যে অসামান্য ব্যক্তিরা, শ্রমিক শ্রেণীর নেতারা বিপ্লবে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারেন। তা প্রতিপন্ন হয়েছে অসংখ্য দৃষ্টান্তে এবং প্রথমত লেনিন যে ভূমিকা পালন করেছেন তাই দিয়ে। শ্রমিক শ্রেণী, কমিউনিস্টরা তাদের বেছে নেওয়া নেতাদের সমর্থন করে, তাঁদের অনুসরণ করে। কিন্তু ব্যক্তিতন্ত্রকে তারা দৃঢ়তার সঙ্গে বাতিল করে, যে ব্যক্তিতন্ত্র, কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির ১৯৬০ সালের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দলিলের বক্তব্য অনুযায়ী, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিসমূহের বিরোধী এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বিশ্ব সমাজতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর।

পার্টি নিয়মানুবর্তিতা (আর এই নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া শ্রমিকদের কোনো পার্টিই থাকতে পারে না) কোনো মতেই পার্টির অভ্যন্তরস্থ গণতন্ত্রের উপরে হস্তক্ষেপ করে না, বরং একটা বিশেষ অর্থে সেই গণতন্ত্রের নিশ্চিতি দেয়, পার্টি যেসব সমস্যা বিবেচনা করে ও যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এমন সব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় সমস্ত কমিউনিস্ট (যারা

সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে চলতে বাধ্য) যাতে সক্রিয়ভাবে ও অবাধে অংশগ্রহণ করতে পারে সেটা সুনিশ্চিত করে।

১১। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অভিমুখে

ইতিহাসের যুক্তি অনুযায়ী, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে হয় বুর্জোয়া বিপ্লব, যা পুঁজিবাদী বিকাশের পথ পরিষ্কার করে এবং সেই হেতু কমিউনিস্ট সমাজের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি গঠিত হওয়ার পথও পরিষ্কার করে। কতগুলি প্রশ্ন ওঠে: এই বিপ্লবগুলির মধ্যে সময়ের ব্যবধানটা কী? তা কি সব সময়েই একই রকম? ইতিহাসের গতিপথে তা কি পরিবর্তিত হয়, এবং যদি তাই হয় তবে কীভাবে?

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গভীর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তগুলিকে দাঁড় করেছিলেন, সেই মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনাবলী থেকে এটাই প্রতিপাদিত হয় যে একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক **গঠনবিন্যাস** প্রতিষ্ঠা ও আরেকটি গঠনবিন্যাসে তার বিকাশ, বিশেষত পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে (কমিউনিজমের প্রথম পর্যায় হিসেবে) বিকাশ লাভের জন্য দরকার হয় গোটা একটা ঐতিহাসিক যুগ। **মানবজাতি** তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে বা কমাতে পারে না, এবং একটা বুর্জোয়া বিপ্লব আর একটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে কতটা সময় অতিক্রান্ত হবে তা কেউই বলতে পারে না। যদি, ইতিহাসের বিধানে, একটি নির্দিষ্ট দেশ অন্যান্য দেশের চেয়ে পিছিয়ে থাকে এবং তখনও পর্যন্ত পুঁজিবাদে পৌঁছে না-থাকে, তা হলে

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে যাওয়ার আগে, সেই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য তাকে অবশ্যই কোনো না কোনো রূপে একটা গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত হয়েছে মার্কস ও এঙ্গেলসের সুবিদিত **ছেদহীন বিপ্লবের** থিসিসে -- ছেদহীন এই অর্থে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে শ্রমিকরা অর্ধেক পথে থেমে যায় না, সংগ্রাম চালিয়ে যায় 'যতক্ষণ পর্যন্ত না কম বেশি সমস্ত মালিক শ্রেণী তাদের আধিপত্যের অবস্থান থেকে সবলে অপসারিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে।'*

এ কথা স্পষ্ট যে এই ক্ষেত্রে বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ১৭শ বা ১৮শ শতাব্দীতে যে সব দেশে বুর্জোয়া বিপ্লব হয়েছিল সেখানকার তুলনায় সংক্ষিপ্ততর, এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পৃথক পৃথক 'গ্রন্থিতে' এই ব্যবধান সংক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া সম্ভব হয় ঠিক এই কারণেই যে, পুঁজিবাদী বিকাশের দুই বা তিন শতাব্দীব্যাপী পথ অন্য যে সব দেশ অতিক্রম করেছে, তারা সেই ব্যবস্থার উচ্চ সাধারণ পরিপক্কতা যুগিয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে তাকে 'প্রস্তুত' করেছে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলির জন্য।

মার্কসের উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে, লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ পর্যালোচনা করেন এবং **বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের তত্ত্ব** বিশদ করেন। যে সব দেশ বুর্জোয়া বিপ্লবের

---

* Karl Marx and Frederick Engels, 'Address of the Central Authority to the League. March 1850'. In Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 10, p. 281.

মধ্য দিয়ে যায় নি তাদেরও সাম্রাজ্যবাদের অধীনে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রূপান্তরসমূহ একান্ত প্রয়োজন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামটা প্রলেতারিয়েতের পক্ষে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রস্তুতির এক 'পাঠশালা'। 'এটা... রীতিমত অকল্পনীয় যে, একটা ঐতিহাসিক শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়া শ্রেণীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে, যদি না সবচেয়ে সংগতিপূর্ণ ও দৃঢ়তাপূর্ণ বিপ্লবী গণতান্ত্রিকতার চেতনায় শিক্ষিত হয়ে প্রলেতারিয়েত তার জন্য প্রস্তুত থাকে।'*

গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের ফলে সেই সমস্ত প্রাক্-বুর্জোয়া সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানেরও বিলুপ্তি ঘটে, যেগুলি সমাজতন্ত্রের পথরোধ করে, এবং এইভাবে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করা সহজতর হয়, কেননা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে শুধু বর্জনই করে না, তাকে 'বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতও করে' অর্থাৎ তাকে রূপান্তরিত করে, এক নতুন উচ্চতর ধরনের গণতন্ত্র সৃষ্টি করে। লেনিন বলেছেন, 'গণতন্ত্র ছাড়া সমাজতন্ত্র অসম্ভব, কারণ: ১) প্রলেতারিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারে না, যদি না সে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের দ্বারা তার জন্য প্রস্তুত হয়; ২) সম্পূর্ণ গণতন্ত্র রূপায়িত না করে বিজয়ী সমাজতন্ত্র তার জয়কে সুসংহত করতে পারে না এবং মানবজাতিকে রাষ্ট্রের শুকিয়ে ঝরে যাওয়ার দিকে নিয়ে আসতে পারে না।'**

---

* V. I. Lenin, 'The Revolutionary Proletariat and the Right of Nations to Self-Determination', *Collected Works*, Vol. 21, pp. 408-409.

** V. I. Lenin, 'A Caricature of Marxism and Imperialist Economism', *Collected Works*, Vol. 23, p. 74.

লেনিন জোর দিয়ে দেখিয়েছেন, নতুন যুগ, প্রয়োজনীয় বিষয়গত ও বিষয়ীগত অবস্থা থাকলে, শ্রমিক শ্রেণীকে একটা গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার অব্যবহিত পরেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে সক্ষম করে তুলেছে। '...গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে আমরা তৎক্ষণাৎ, এবং আমাদের শক্তির, শ্রেণী-সচেতন ও সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের শক্তির মাত্রা অনুযায়ীই, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে যেতে শুরু করব। আমরা ছেদহীন বিপ্লবের সপক্ষে, আমরা অর্ধ-পথে থেমে যাব না।'* রূপায়িত করা হলে, এই রণনীতির অর্থ এই ছিল যে দুটি বিপ্লবের শুধু যে একটির অপরটির সঙ্গে 'সংঘাত বাধে' তাই নয়, বরং 'পরস্পরবিজড়িত' হয়, পরস্পরকে পরিব্যাপ্ত করে, যেন একটিমাত্র বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ারই দুটি পর্যায় হয়ে ওঠে।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিকশিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে লেনিনের সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের তাত্ত্বিকবৃন্দ ও নেতাদের অল্পবিস্তর দীর্ঘস্থায়ী 'বিরতির' প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত ধারণাগুলির সঙ্গে অসমাঞ্জস্যপূর্ণ ছিল: এই বিরতি প্রকৃতপক্ষে ছিল দুটি বিপ্লবের মধ্যে একটা ছেদেরই সমতুল্য। লেনিন আর পার্টির বিরুদ্ধে 'স্বতঃপ্রণোদনাবাদ' ও 'বিষয়ীমুখিতা'-র অভিযোগ তুলে তাঁরা দাবি করেছিলেন যে দেশ যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য 'পরিপক্ক' না হচ্ছে, ততক্ষণ 'অপেক্ষা' করা প্রয়োজন, এবং শুধু তার পরেই সেই বিপ্লব শুরু করা উচিত। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা এই

* V. I. Lenin, 'Social-Democracy's Attitude Towards the Peasant Movement', *Collected Works*, Vol. 9, pp. 236-237.

ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কথাটা গণ্য করেন নি, যার ফলে এই ধরনের 'অপেক্ষা' করার প্রয়োজন খতম করা সম্ভব হয়েছিল— এই ব্যাপারটা লেনিন আবিষ্কার করেছিলেন, উদ্ভাবন করেন নি বা ইতিহাসের উপরে চাপিয়েও দেন নি। বরং ইতিহাসই বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজকের উপরে 'চাপিয়ে' দিয়েছিল কর্মের এক নতুন যুক্তি, একটা নতুন ধরনের রণনীতি। প্রয়োজকের অবশ্য স্বাধীনতা ছিল সেই যুক্তিতে কর্ণপাত না-করার, অর্ধ-পথে থেমে থাকার; কিন্তু রুশ বিপ্লবের সময়ে ও পরে পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলিতে বিপ্লবের সময়ে যে পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল, সেই পরিস্থিতিতে এর অর্থ দাঁড়াত বিপ্লবকেই বর্জন করা। ইতিহাস এক সুস্পষ্ট বিকল্প উপস্থিত করেছিল: হয় একটা ছেদহীন বিপ্লব, না হয় আদৌ কোনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই নয়।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পর্যন্ত এক ছেদহীন গতিকে যা সম্ভব করে তোলে, সেটা কী? **সামাজিক-অর্থনৈতিক** ভাষায়, তা হল সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনসমূহের দিকে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ বৈষয়িক প্রস্তুতাবস্থা এবং নির্দিষ্ট দেশে সমাজতন্ত্রের আভ্যন্তরিক বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলির অস্তিত্ব। এই পূর্বশর্তগুলি থাকতে পারে শুধু অতি-উন্নত দেশগুলিতেই নয়, কেননা সাম্রাজ্যবাদের অধীনে প্রাক্-বুর্জোয়া, সেকেলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ও সম্পর্ক সাধারণত একই দেশে পাশাপাশি থাকে 'আধুনিক' ও 'নবতম' কাঠামো ও সম্পর্কগুলির সঙ্গে। **রাজনৈতিক ভাষায়**, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিকাশলাভ সম্ভব হয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্বের দরুন। এই কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্ব,

পুঁজিবাদী বিকাশের প্রাক্-একচেটিয়াধর্মী পর্যায়ে যা অনুপস্থিত ছিল, তা শ্রমিক শ্রেণীকে সক্ষম করে তোলে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংসাধনকারী সামাজিক শক্তিগুলির রাজনৈতিক মৈত্রীজোটের ভাঙন ঠেকাতে ও তাদের পুনর্বিন্যস্ত করতে, এবং এইভাবে, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম শুরু করতে প্রস্তুত এক রাজনৈতিক সেনাবাহিনী গঠন করতে।

বিপ্লবের বিকাশ সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব সেইসব দেশের পক্ষেও গুরুত্বপূর্ণ, যারা এক বিশেষ পর্যায়ে, এক সুনির্দিষ্ট রূপে হলেও, ইতিমধ্যেই একটা বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গেছে। লেনিন বারবার জোর দিয়ে যে কথা বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদের যুগে প্রত্যক্ষ করা যায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ, ভাবাদর্শগত, তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক স্তরে, যেটা পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের সঙ্গে যুক্ত এবং একচেটিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর বিদ্যমান সমাজব্যবস্থাকে যে কোনো মূল্যে টিকিয়ে রাখার প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত। এই ক্রমবিকাশের ভিত্তি হল বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে সংকীর্ণ করে ফেলা, সীমিত ও আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব করার প্রবণতা। এই প্রবণতার একটা চরম ও সাধারণত বিরল বহিঃপ্রকাশ হল ফাশিবাদ; তার অপেক্ষাকৃত 'শোভনতর' রূপগুলিই অনেক বেশি ব্যাপক। এই অবস্থায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নীতিগুলির সুসংগত রূপায়ণের জন্য এবং বুর্জোয়া অধিকার আর স্বাধীনতাগুলির বাস্তবায়ন ও বিস্তৃতির জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণী আর তার মিত্রদের সমাজতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করার একটা গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হয়ে ওঠে।

ইতিহাস দেখিয়েছে যে শ্রমজীবী জনগণের গণবিপ্লবী আন্দোলন বিপ্লব চলাকালেই ক্ষমতা ও প্রশাসনের জন্য নতুন রূপগুলির জন্ম দেয় (সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যেখানে হয়েছে এমন সমস্ত দেশেই এটা ঘটনা)। কিন্তু ইতিহাস এও প্রমাণ করেছে যে গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশে একটা আভ্যন্তরিক ধারাবাহিকতা রয়েছে। পুরনো ধরনের গণতন্ত্রকে দ্বান্দ্বিকভাবে 'খাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত করার' ভিত্তিতে নতুন ধরনের গণতন্ত্র যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন নতুন ধরনের গণতন্ত্রের বিকাশের স্তর, তার প্রকৃত মূর্তরূপ ও প্রতিষ্ঠার হার প্রায়শই সরাসরি নির্ভরশীল হয় ঐতিহাসিকভাবে পূর্ববর্তী সমাজের গণতান্ত্রিক বিকাশের স্তরের উপরে, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যগুলির উপরে, বিশেষত যে গণতন্ত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে শ্রমজীবী জনগণের পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলি কেড়ে নিয়েছিল সেই গণতন্ত্রের চেতনায় জনসাধারণ ও মুখ্যত শ্রমিক শ্রেণী কতটা শিক্ষিত হয়েছে, তার উপরে।

কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম শ্রমজীবী জনগণকে সমাজতন্ত্রের জন্য শুধু প্রস্তুতই করে না। অনুকূল আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক অবস্থা থাকলে, আগেই যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এই সংগ্রাম একটা সাধারণ জাতীয় সংকট ঘটাতে পারে এবং এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হতে পারে।

সেই জন্যই, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের 'নিপীড়নমূলক' চরিত্র সম্পর্কে বামপন্থী-র‍্যাডিকাল বক্তব্য এবং সংগ্রামের বৈধ পদ্ধতিগুলি বর্জন করে একান্তভাবেই বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগের উপরে নির্ভর করার জন্য বামপন্থী-র‍্যাডিকালদের আহ্বানের দৃঢ়পণ বিরোধিতা করে মার্কসবাদীরা। লেনিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'এ কথা মনে করা একটা মূলগত ভুল হবে যে

গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে প্রলেতারিয়েতকে বিপথচালিত করতে, অথবা তাকে লুকিয়ে রাখতে, ছায়াচ্ছন্ন করে ফেলতে, ইত্যাদি, সক্ষম।'*

বিপ্লবের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পর্যায়গুলির মধ্যে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যকর্মগুলির (এবং পরাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্তব্যকর্মেরও) পরস্পর-মিশ্রণের ব্যাপারে প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্তব্যকর্মগুলি সম্পন্ন করা থেকে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তীব্র করার দিকে একটা তৎক্ষণাৎ উত্তরণ পূর্বানুমিত নয়। ছেদহীন হওয়ার দরুন, বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া — যা চূড়ান্ত বিচারে একমাত্র পূর্ণনিষ্পাদিত হয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় — অল্পবিস্তর দীর্ঘকাল ধরে চলতে পারে এবং মধ্যবর্তী, বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক উত্তরণ-কালীন কাঠামোগুলির জন্ম দিতে পারে, যেগুলি, লেনিনের ভাষায়, 'তখনও পর্যন্ত সমাজতন্ত্র হবে না, কিন্তু... পুঁজিবাদও আর থাকবে না।'** মার্কস যেমন পূর্বাভাস করেছিলেন সেই রকম একটা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে: '...এক দিকে, সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক ভিত্তি এখনও রূপান্তরিত হয় নি, কিন্তু, অন্য দিকে, শ্রমজীবী জনসাধারণ সমাজের এক চূড়ান্ত আমূল পরিবর্তন ঘটানোর জন্য উত্তরণমূলক

---

* V. I. Lenin, 'The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination', *Collected Works*, Vol. 22, p. 144.

** V. I. Lenin, 'The Impending Catastrophe and How to Combat It', *Collected Works*, Vol. 25, p. 364.

ব্যবস্থাবলী বলবৎ করার মতো যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে।*

এক বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক ধরনের রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের দৃষ্টান্ত ইতিহাস দেখিয়েছে — যেমন, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও মঙ্গোলিয়ায়। আজ, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সমসাময়িক ঐতিহাসিক পর্যায়ে, যে সব দেশ অতি সম্প্রতি ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং পুঁজিবাদী বিকাশের নিম্ন স্তরে রয়েছে এবং যাদের পুঁজিবাদী বিকাশের স্তরটা মাঝারি, এমন কি উঁচু, এমন দেশগুলির সামনেই এরূপ সুযোগ উন্মুক্ত।

এক বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক-অভিমুখীনতাসম্পন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অবস্থা আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করছে সেই দেশগুলিতে, যাদের পুঁজিবাদী বিকাশের স্তরটা নিচু, যেখানে প্রলেতারিয়েত সবে জন্মগ্রহণ করছে এবং অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কসমূহের জেরগুলি এখনও জোরালো, যেখানে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করছে মাত্র। এরূপ এক রাষ্ট্র এবং বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের গোটা ব্যবস্থাটা সাধারণত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ফল, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় বিপ্লবী শক্তিগুলির চালানো সংগ্রামের ফল। বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র এমন সব ব্যবস্থা রূপায়িত করতে পারে যেগুলি সমাজতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করবে এবং পরবর্তীকালে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ার অবস্থা তৈরি করবে। এই উত্তরণ ঘটবে কি না,

---

* *The General Council of the First International, 1868-1870*. Minutes. Progress Publishers, Moscow, 1974, p. 324.

এবং কত তাড়াতাড়ি ঘটবে, অথবা বিপরীতগামী গতি ও প্রবণতা দেখা দেবে কি না, যার ফলে বিপ্লবী গণতন্ত্রের পুনর্গঠন হবে অথবা তা প্রতিক্রিয়াশীল বা আরও রক্ষণশীল শক্তিগুলির দ্বারা ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবে, যেমনটা ঘটেছে অনেক দেশে -- সেটা নির্ভর করবে আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার অবস্থার উপরে, বিশেষত বিপ্লবী গণতন্ত্রের সম্পাদিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মনীতির স্থিতি ও সুসংগতির উপরে, সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলে পৃথিবীর শক্তিসমূহের সুনির্দিষ্ট ভারসাম্যের উপরে, এবং সব শেষে, সংশ্লিষ্ট দেশটিতে প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংসক্তির মাত্রার উপরে।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সাধারণ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যকর্মগুলির পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও পরস্পর-মিশ্রণ পুঁজিবাদের মাঝারি বিকাশবিশিষ্ট দেশগুলির, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদের উপরে, মুখ্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরে প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল দেশগুলির বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য। এই ব্যাপারে বিশিষ্ট লক্ষণসূচক হল লাতিন আমেরিকান দেশগুলির পরিস্থিতি। ব্যাপক জনসাধারণের গণতন্ত্রের জন্য, মৌল গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য সংগ্রাম অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত সেই সব একচেটিয়া সংস্থা আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে, যারা শুধু যে এই দেশগুলির সম্পদ নিজেদের হাতে ধরে রাখে তাই নয়, গোষ্ঠীতন্ত্রগুলিকে আর গোষ্ঠীতান্ত্রিক সরকারগুলিকে সমর্থন ও সাহায্যও করে। এরূপ অবস্থায় উত্তরণকালীন রূপগুলি আত্মপ্রকাশ করতে পারে সামাজিক শক্তিগুলির ব্যাপক কোয়ালিশনের ভিত্তিতে, এবং সেগুলি বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচয়বাহী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী

অভিমুখের অনুগামী। এই দেশগুলিতে কর্মরত কমিউনিস্টরা এই মত পোষণ করে যে একনায়কতন্ত্রী, ফাশিস্ত শাসনতন্ত্রবিশিষ্ট দেশগুলিতে একটা গণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া অল্পবিস্তর সুসংগত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রবিশিষ্ট দেশগুলির প্রক্রিয়া থেকে আলাদা।* প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে, সংগ্রামটা চালানো যেতে পারে ব্যাপকতর এক সামাজিক ভিত্তিতে, কিন্তু তার আশু লক্ষ্য হল ফাশিবাদের উচ্ছেদ এবং একটা 'অল্পবিস্তর সুসংগত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করা, যেটা পরে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালীন রূপগুলির জন্য সংগ্রামের যাত্রারম্ভ-বিন্দু হয়ে উঠতে পারে। তারা মনে করে, সমাজের উত্তরণ ও আমূল পরিবর্তনের এই কালপর্বে পরবর্তী ঘটনাবলীর সফল বিকাশ অনেকখানি নির্ভর করবে বিপ্লবী শক্তিগুলির করণীয় অনেকগুলি কাজের উপরে: সশস্ত্র বাহিনীকে নিজেদের দিকে টেনে আনা অথবা নিরপেক্ষ করে রাখা; রাজনৈতিক কাজ, যেমন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির যুক্তফ্রন্টকে বজায় রাখা; গণতান্ত্রিক ক্ষমতার অর্জনগুলিকে আরও সংহত ও বিস্তৃত করা এবং তার বৃদ্ধি ঘটে এক অগ্রসর, আরও বিকশিত গণতন্ত্রে পরিণত হওয়া। এই রকম একটা নতুন গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র শোষণের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন না-করেও ধাপে ধাপে শ্রমজীবী জনগণের কাছে প্রতিবিপ্লবী হিংসা প্রতিরোধ করার কার্যকর ও বাস্তব হাতিয়ারগুলিকে লভ্য করে তুলবে, রাজনৈতিক উপরি-কাঠামোতে সংস্কারকর্ম সম্পন্ন করার, ক্ষমতা থেকে গোষ্ঠীতন্ত্র, ও অন্যান্য

---

* দ্রষ্টব্য: World Marxist Review, Vol. 21, No 5, May 1978, p. 13.

সাম্রাজ্যবাদসমর্থক গোষ্ঠীকে হঠাবার এবং সমাজতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করার বাস্তব হাতিয়ারগুলিকে লভ্য করে তুলবে।*

আরও যোগ করা উচিত যে মাঝারি বিকাশসম্পন্ন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উত্তরণকালীন গণতান্ত্রিক রূপগুলির ক্রমবিকাশের হার ও চরিত্র অনেকখানি নির্ভর করবে বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির একনায়কতন্ত্রের কাঠামোর ভিতরে শ্রমিক শ্রেণীর পালিত প্রকৃত ভূমিকার উপরে, এবং নিজের চারপাশে সমাজের অগ্রসর শক্তিগুলিকে সমবেত করা ও সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলি রূপায়ণের জন্য সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার সামর্থ্যের উপরে।

কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টির (যথা ফ্রান্স ও ডেনমার্কের) কর্মনীতিগত দলিলে যে কথা বলা হয়েছে, ক্ষমতার উত্তরণকালীন রূপগুলি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যদি একটা 'অগ্রসর' বা 'একচেটিয়াবিরোধী গণতন্ত্রের' অবস্থা বিদ্যমান থাকে। ড্যানিশ কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে ইব নিলসন বলেন, 'আমাদের অনুমান এই যে প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়ায়, সমাজতন্ত্রে চূড়ান্ত উত্তরণের আগে, একচেটিয়াবিরোধী গণতন্ত্রের দিকে পরিবর্তনগুলি ঘটতে পারে। এই পর্যায়ে (কর্মসূচিতে 'তখনও পর্যন্ত সমাজতন্ত্র নয়' বলে বর্ণনা করা হয়েছে) উৎপাদনের উপায়ের মালিক তখনও পর্যন্ত জনগণ নয়, কিন্তু অর্থনীতির কতগুলি মূল গুরুত্বপূর্ণ শাখাকে 'গণতান্ত্রিক জাতীয়করণের' আওতায় আনা হয়েছে। অর্থনৈতিক জীবনে ও উৎপাদনে তখনও যথেষ্ট বড় একটা ব্যক্তিগত ক্ষেত্র রয়ে গেছে, কিন্তু

---

* ঐ, পৃঃ ১৪।

সেটি কাজ করে 'রাজনৈতিকভাবে নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের কাঠামোর' ভিতরে। অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রগুলি একবার জাতীয়কৃত হলে সেগুলিকে রাজনৈতিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে, এবং একচেটিয়াবিরোধী গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা, আমরা যেমন অনুমান করছি, গণতান্ত্রিক জনগণের ক্ষমতায় পরিণত হয় বলে, সমাজতন্ত্রে চূড়ান্ত উত্তরণের আগেই গণতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রধান উপাদানগুলির বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়ে ওঠে।'*

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ক্ষমতার উত্তরণকালীন রূপ সম্পর্কে এই সমস্ত ধারণা অবশ্য খুবই অনুমানাত্মক, এবং এই রূপগুলি সৃষ্টির প্রকৃত অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে কিছু কিছু সংশোধন ঘটাবে, সৃষ্টি করবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের আরও সত্যনিষ্ঠ মডেল। কিন্তু এই রূপগুলি যে সুনির্দিষ্ট চরিত্রই ধারণ করুক না কেন, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে একটা গুণগত লাফ হিসেবে **সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব** সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তা তাতে 'বাতিল' হয়ে যায় না, এই বিপ্লব সম্পন্ন করার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যেতে পারে 'একচেটিয়াবিরোধী গণতন্ত্রের' কাঠামোর মধ্যে শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টির নিষ্পাদিত প্রস্তুতিমূলক কাজের দরুন। উত্তরণকালীন রূপগুলিও **প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র** প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাকেও বিলুপ্ত করে না, যদিও পুনরপি, সমাজতন্ত্র নির্মাণ অনেকখানি ত্বরান্বিত হতে পারে 'একেচেটিয়াবিরোধী গণতন্ত্রের' দ্বারা, এইভাবে এই

---

* *World Marxist Review*, Vol. 21, N° 5, May 1978, p. 16.

একনায়কতন্ত্রের অস্তিত্বের মেয়াদ কমতে পারে, তার শ্রেণী হিংসার পরিসর সংকীর্ণ ও তার রূপগুলির তীব্রতাহ্রাস হতে পারে।

গণতান্ত্রিক সংস্কারকর্মের জন্য সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান লক্ষ্যকে — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়া — ছায়াচ্ছন্ন করলে চলবে না। লেনিন লিখেছেন, 'গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামকে কীভাবে **মেলাতে** হয় প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির **অধীনস্থ** করে, তা জানতে হবে। সমস্ত অসুবিধাটা এখানেই; গোটা সারনির্যাসটা এখানেই... **আসল জিনিসটা** (সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব) দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে দেবেন না; সেটাকে প্রথমে রাখুন... **সমস্ত** গণতান্ত্রিক দাবি রাখুন, কিন্তু সেগুলিকে করুন তার অধীন, সেগুলিকে **সমন্বিত** করুন তার সঙ্গে...'*

মার্কসবাদীরা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিতরে বুর্জোয়া সংস্কারবাদ আর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে এক সুসংগত সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু তারা সংস্কারকর্মকে বিপ্লবের বিপরীতে, অথবা বিপ্লবকে সংস্কারকর্মের বিপরীতে স্থাপন করে না। সংস্কারকর্ম আর বিপ্লব একটি অপরটির বিপরীত, 'কিন্তু এই বৈসাদৃশ্য পরম কিছু নয়, এই লাইনটা মৃত একটা কিছু নয়, বরং জীবিত ও পরিবর্তমান, এবং প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রে একে সংজ্ঞায়িত করতে সক্ষম হতে হবে।'**

* V. I. Lenin, 'To Inessa Armand', *Collected Works*, Vol. 35, p. 267.

** V. I. Lenin, 'Apropos of an Anniversary', *Collected Works*, Vol. 17, p. 116.

সবসময়ে এই উপলব্ধি থাকা উচিত যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারকর্ম আছে। কিছু কিছু সংস্কারকর্ম বুর্জোয়া শ্রেণী চাপিয়ে দেয় প্রলেতারিয়েত ও অন্য শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির উপরে, এবং সেগুলি তাদের দুর্বলতার সাক্ষ্য বহন করে; এই ধরনের সংস্কারকর্মগুলি বিপ্লবী উৎসাহকে স্তিমিত করে এবং বিপ্লবকে স্থগিত করে। কিন্তু ভিন্ন ধরনের সংস্কারকর্মও আছে, সেগুলি প্রলেতারিয়েত চাপিয়ে দেয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উপরে, সেই প্রলেতারিয়েত তখনও পর্যন্ত ক্ষমতা গ্রহণ করতে সক্ষম নয়, কিন্তু নিজের শক্তি সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই সচেতন; এই ধরনের সংস্কারকর্মগুলি প্রলেতারিয়েতের নবার্জিত অবস্থানসমূহকে সংহত করে এবং নতুন লড়াইয়ের জমি তৈরি করে।

শ্রমিক শ্রেণী যে সব সুনির্দিষ্ট সংস্কারকর্মের জন্য লড়াই করছে সেই সংস্কারকর্মগুলি, এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট গতিমুখগুলি নির্ধারিত হয় সেই নির্দিষ্ট দেশে বিদ্যমান বিশেষ অবস্থা দিয়ে। কিন্তু, কতগুলি মূল দাবি থাকে, পুঁজিবাদী দেশগুলির সব কমিউনিস্ট পার্টিই সেগুলি উপস্থিত করে ও সেগুলির জন্য লড়ে। সেগুলি নিম্নরূপ:

-- শান্তির কর্মনীতি ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কর্মনীতি অনুসরণ করা এবং ইউরোপে যৌথ নিরাপত্তা ও সহজ সম্পর্কের প্রসার ঘটানো;

— বহুজাতিক একচেটিয়া সংস্থাগুলি ও রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পরিমেলগুলির হস্তক্ষেপ থেকে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা; জনসাধারণের ও শ্রমজীবী জনগণের

গণসংগঠনগুলির গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণাধীনে অর্থনীতির প্রধান প্রধান শাখার জাতীয়করণ;

-- একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের বদলে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা-ব্যবস্থা রূপায়িত করা;

- গ্রামাঞ্চলে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে আমূল কৃষি সংস্কার প্রবর্তন করা;

— জনস্বাস্থ্য কৃত্যক, শিক্ষা, সামাজিক গ্যারান্টি, প্রভৃতিতে সংস্কারকর্ম সম্পন্ন করা;

- পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

-- এক-একটি উদ্যোগ থেকে শুরু করে জাতীয় স্তর পর্যন্ত সমস্ত স্তরে ও সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনগণ ও তাদের গণসংগঠনগুলির অংশগ্রহণ বাড়ানো;

— ব্যক্তিগত ও যৌথ গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রসারিত করা এবং শ্রমিক শ্রেণী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে চালিত দমনমূলক আইনগুলি বিলুপ্ত করা।

এই সমস্ত সংস্কারকর্ম রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থানকে মজবুত করে, জনসাধারণের মধ্যে তার মর্যাদা বাড়ায় এবং দেশের অভ্যন্তরে তার প্রভাবের পরিধি বিস্তৃত করে, এইভাবে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, এক সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি প্রস্তুতির দিকে পদক্ষেপ গ্রহণের সহায়ক হয়। অন্য দিকে, গণতন্ত্রের জন্য শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণী যে প্রতিরোধ খাড়া করে এবং সর্বদাই করবে, তা শ্রমজীবী জনগণের, সেই সমস্ত অংশকে ভালো তালিম যোগাতে পারে,

যারা এখনও সংস্কারবাদী মোহের বশবর্তী এবং সমাজতন্ত্রের জন্য বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের অগ্রবাহিনীর সংগ্রামের প্রতি এখনও মাত্রাতিরিক্ত সতর্ক মনোভাব গ্রহণ করে।

১২। ক্ষমতায় আসার শান্তিপূর্ণ ও অ-শান্তিপূর্ণ উপায়

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে কোনো বিপ্লবের 'মূল গুরুত্বপূর্ণ' 'বুনিয়াদী', 'মূল' বা 'প্রধান' প্রশ্নটি হল রাজনৈতিক (রাষ্ট্র) ক্ষমতার প্রশ্ন। লেনিন লিখেছেন, 'প্রত্যেক বিপ্লবেরই মূল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রশ্ন... এটি হল একটি বিপ্লবের বিকাশে, এবং তার বৈদেশিক ও আভ্যন্তরিক নীতিতে **সব কিছুর** নির্ধারক মূল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।'* রাজনৈতিক (রাষ্ট্র) ক্ষমতা হল একটি হাতিয়ার যা বৈপ্লবিক রূপান্তর-সমূহ বাস্তবায়নে সাহায্য করে। বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর তফাৎটা এইখানে যে শ্রমিক শ্রেণী তার আধিপত্য চিরস্থায়ী করার জন্য চেষ্টা করছে না। কিন্তু ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা আমাদের শেখায় যে একমাত্র নিজের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করেই, অথবা মার্কস যেমন বলেছেন, নিজের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেই প্রলেতারিয়েত সমাজকে বিকাশের সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, যেখানে প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবে সমগ্র জনগণের কাছে এবং তার একনায়কতন্ত্র হয়ে পড়বে অনাবশ্যক।

---

* V. I. Lenin, 'One of the Fundamental Questions of the Revolution', *Collected Works*, Vol. 25, p. 370.

প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের সারমর্ম, তার কাজ ও সময়-সীমা নিয়ে আমরা আরও পরে আলোচনা করব; এখন আমরা বিবেচনা করব অন্যসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: এই একনায়কতন্ত্র কীভাবে **প্রতিষ্ঠা** করা যাবে; **কীভাবে,** সাধারণ জাতীয় সংকটের অবস্থায়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা ও ক্ষমতা দখল করা যাবে?

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা এই সমস্ত প্রশ্নের তৈরি-জবাব কখনও দেন নি, প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা গ্রহণের এক বা আরেক পথ অথবা রূপকে কখনও পরম বলে উপস্থিত করেন নি। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন যে 'বিপ্লব সাধনের রূপের ব্যাপারে, উপায় ও পদ্ধতির ব্যাপারে মার্কস নিজেকে, অথবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নেতাদের অঙ্গীকারবদ্ধ করেন নি। তিনি খুব ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে বিপুল সংখ্যক নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেবে, বিপ্লব চলাকালে গোটা পরিস্থিতিই পরিবর্তিত হবে এবং পরিস্থিতি **আমূলভাবে** ও **প্রায়শই** পরিবর্তিত হবে বিপ্লব চলাকালেই।'* এই বিষয়ে লেনিন অনুরূপ অভিমতই পোষণ করতেন, এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা হিসেবে, বিপ্লবের উপায় ও পদ্ধতির প্রশ্ন মীমাংসায় রণকৌশলগত ও রণনীতিগত নমনীয়তার মডেলগুলি নির্ধারণ করেছিলেন।

ইতিহাস থেকে ক্ষমতা দখলের দুটি প্রধান উপায় জানা যায়: **শান্তিপূর্ণ** (বৃহৎ পরিসরে অস্ত্র ব্যবহার না-করে) এবং **অ-শান্তিপূর্ণ** (অস্ত্র ব্যবহার করে)। শেষোক্তটি বিভিন্ন রূপ

---

* V. I. Lenin, ' 'Left-Wing' Childishness and the Petty-Bourgeois Mentality', *Collected Works*, Vol. 27, p. 343.

গ্রহণ করতে পারে, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বহুলপ্রচলিত হল **সশস্ত্র অভ্যুত্থান, গৃহযুদ্ধ** আর **গেরিলা যুদ্ধ**। বিপ্লব এই রূপগুলির একটির কাঠামোর মধ্যে ঘটতে পারে, অথবা সেগুলির সীমানা ছাড়িয়ে একটি অপরটির মধ্যে চলে যেতে পারে কিংবা পরস্পরবিজড়িত হতে পারে (যেমন, একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান গৃহযুদ্ধে পরিণত হতে পারে)।

ক্ষমতা ঠিক কীভাবে দখল করা হবে, শ্রমিক শ্রেণী আর তার পার্টি সেটা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। কিন্তু, তারা যদি বিপ্লবের অ-শান্তিপূর্ণ উপায়ের অভিমুখী হয়, তা হলে, বিষয়গত পরিস্থিতির দ্বারা চালিত হয়ে তাদের অবশ্যই, লেনিনের বারবার দেওয়া হুঁশিয়ারি অনুযায়ী, নিজেদের ও জনসাধারণকে প্রস্তুত করতে হবে সশস্ত্র তৎপরতার জন্য, আর সেটা শুধু সামরিক অর্থেই নয়, সংগঠন ও রাজনীতির দিক দিয়েও। অভ্যুত্থান সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উপরে জোর দিয়ে লেনিন লিখেছেন: 'সফল হতে হলে, অভ্যুত্থানকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে ষড়যন্ত্রের উপরে নয়, একটা পার্টির উপরে নয়, বরং অগ্রসর শ্রেণীটির উপরে। সেটা হল প্রথম কথা। অভ্যুত্থানকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে **জনগণের বৈপ্লবিক জোয়ারের** উপরে। এটা হল দ্বিতীয় কথা। অভ্যুত্থানকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে বর্ধিষ্ণু বিপ্লবের ইতিহাসে সেই **মোড়বদলের বিন্দুটির** উপরে, যখন জনগণের অগ্রসর পঙ্‌ক্তিগুলির কার্যকলাপ তুঙ্গে, এবং যখন শত্রুর পঙ্‌ক্তিগুলিতে আর **বিপ্লবের দুর্বল, উৎসাহশূন্য ও অস্থিরসংকল্প বন্ধুদের পঙ্‌ক্তিতে দোদুল্যমানতা** প্রবলতম। এটা হল তৃতীয় কথা। আর অভ্যুত্থানের প্রশ্নটি তোলার এই

তিনটি শর্তই **মার্কসবাদকে ব্লাঙ্কিবাদ** থেকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করে।'*

শ্রমজীবী জনগণের সশস্ত্র তৎপরতার সাফল্যের জন্য যে শর্তগুলি অত্যাবশ্যক, সেগুলি সম্পর্কে লেনিনের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদন করেছে ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকের ঘটনাবলী। কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'বামপন্থী' সংশোধনবাদীরা আর গণতান্ত্রিক গণ-আন্দোলনগুলিতে বামপন্থী চরমপন্থীরা এই শর্তগুলির অনুপস্থিতিতে বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার যে চেষ্টা করেছিল, সে সবই ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষভাবে বিরাট ক্ষতি হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির।

লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন যে বিষয়গত অবস্থার অস্তিত্ব, এবং এমন কি তৎসংশ্লিষ্ট প্রস্তুতিমূলক কাজও সশস্ত্র তৎপরতার সাফল্যের নিশ্চিতি দেয় না। দরকার হয় আরও অনেক কিছু, যেমন, রণকৌশলগত ও রণনীতিগত কলাবিদ্যা, জরুরী অবস্থা দেখা দিলে সংগ্রামের রূপের ক্ষেত্রে ত্বরিত পরিবর্তন ঘটানোর সামর্থ্য, ইত্যাদি। লেনিন উদ্ধৃত করেছিলেন মার্কসের এই বিখ্যাত কথাগুলি যে 'অভ্যুত্থান একটা কলাবিদ্যা, ঠিক যুদ্ধের মতোই', এবং তারপরে আরও বলেছিলেন: 'এই কলাবিদ্যার প্রধান নিয়মগুলির মধ্যে মার্কস উল্লেখ করেছিলেন নিম্নলিখিতগুলি:

'১) অভ্যুত্থান নিয়ে কখনও **খেলা কোর না,** কিন্তু তা শুরু করার **সময়ে** দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি কোর যে অবশ্যই **পুরো পথটা** এগিয়ে যেতে হবে।

---

* V. I. Lenin, 'Marxism and Insurrection', *Collected Works*, Vol. 26, pp. 22-23.

'২) নিয়ামক স্থানে ও নিয়ামক মুহূর্তে **শক্তির এক বিপুল প্রাবল্য** কেন্দ্রীভূত কোর, অন্যথায় উন্নততর প্রস্তুতি আর সংগঠনের সুবিধাটা যার আছে সেই শত্রু অভ্যুত্থানীদের ধ্বংস করে ফেলবে।

'৩) অভ্যুত্থান একবার শুরু হয়ে গেলে সর্বাধিক **দৃঢ়পণে** কাজ করতে হবে, এবং সর্বতোভাবে, অবশ্যই, **আক্রমণাত্মক অবস্থান** গ্রহণ করতে হবে। 'রক্ষণমূলক অবস্থান হল প্রত্যেক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মৃত্যু'।

'৪) শত্রুকে অবশ্যই অতর্কিতে আক্রমণ করতে হবে এবং যখন তার শক্তিগুলি বিক্ষিপ্ত সেই মুহূর্তটাকে কাজে লাগাতে হবে।

'৫) দৈনন্দিন সাফল্যগুলির জন্য অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে, সে সাফল্য যত ক্ষুদ্রই হোক (বলা যেতে পারে প্রতি ঘণ্টায়, যদি ব্যাপারটা হয় একটা শহরের), এবং সর্বমূল্যে রক্ষা করতে হবে **'নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব'**।'*

ইতিহাস, বিশেষ করে ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা গ্রহণের বহুবিধ রূপ ও পদ্ধতির দৃষ্টান্ত যুগিয়েছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রমজীবী জনগণের পার্টির বা তাদের পার্টিগুলির জোটের দ্বারা নির্বাচনে অর্জিত জয় এবং 'নিম্নতর' শ্রেণীগুলির গণতৎপরতা যা চূড়ান্তভাবে শেষ হয়েছে জনগণের সংগঠনগুলির হাতে, যেমন সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা চলে আসার মধ্যে।

যথাযথভাবে বলতে গেলে, দুটি উপায়ের কোনোটাই একটা

* V. I. Lenin, 'Advice of an Onlooker', *Collected Works*, Vol. 26, pp. 179-180.

'বিশুদ্ধ' রূপে প্রকাশ পায় না, বিশেষত যদি সংশ্লিষ্ট দেশটির এলাকা বিরাট হয় কিংবা যদি ক্ষমতা দখলের পর্যায়ে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াটা অসংগতভাবে দীর্ঘ হয়ে ওঠে। সশস্ত্র সংগ্রামের আলাদা আলাদা প্রকোপ (অল্পবিস্তর সংক্ষিপ্ত ও স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ) ফেটে পড়তে পারে শান্তিপূর্ণ উপায়ের কাঠামোর মধ্যে, আবার অ-শান্তিপূর্ণ উপায়ের মধ্যে সশস্ত্র হিংসায় সাময়িক বা স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ 'বিরতি' ঘটতে পারে, যেমনটা ঘটে থাকে গৃহযুদ্ধের সময়ে।

ক্ষমতা দখলের দুটি প্রধান উপায়ের মধ্যে — শান্তিপূর্ণ বা অ-শান্তিপূর্ণ — শ্রমজীবী জনগণ কোনটা গ্রহণ করবে তা প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রে নির্ভর করে তাদের ইচ্ছা বা তাদের অগ্রবাহিনীর ইচ্ছার উপরে নয়, বরং বিষয়গত অবস্থার উপরে।

লেনিন, মার্কসের মতোই, বারবার বলেছেন যে 'শ্রমিক শ্রেণী অবশ্য **শান্তিপূর্ণভাবে** ক্ষমতা গ্রহণ করতেই পছন্দ করবে।'* কিন্তু বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়োগে সব কিছুই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে নির্ধারিত হয় শ্রেণী শক্তিগুলির প্রকৃত ভারসাম্য দিয়ে; নির্দিষ্ট দেশটির 'প্রতিষ্ঠানাদি, আচার-প্রথা আর ঐতিহ্যের' চরিত্র দিয়ে**; 'উচ্চতর শ্রেণীগুলির' নিজেদের

* V. I. Lenin, 'A Retrograde Trend in Russian Social-Democracy', *Collected Works*, Vol. 4, p. 276.

** মার্কস তাঁর 'হেগ কংগ্রেস প্রসঙ্গে' বক্তৃতায় বলেন, 'কিন্তু আমরা কোনো মতেই হলফ করে বলি নি যে এই লক্ষ্য ।বিপ্লবে জয়লাভ — লেখক। সর্বত্র একই রকম উপায়ে অর্জিত হবে।

বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠান, আচার-প্রথা ও ঐতিহ্যের জন্য আমাদের অবশ্যই যেসব রেয়াত দিতে হবে, তা আমরা জানি।' (Karl Marx, 'The Hague Congress'. In Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works*, in three volumes, Vol. 2, Progress Publishers, Moscow, 1976, pp. 292-293.)

ক্ষমতা রক্ষা করার প্রস্তুতাবস্থা আর 'নিম্নতর শ্রেণীগুলির' ক্ষমতার জন্য লড়াই করার প্রস্তুতাবস্থা দিয়ে; এবং সব শেষে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শক্ত ঘাঁটিগুলির উপরে 'হানা' শুরু করার সঠিকভাবে বেছে-নেওয়া মুহূর্তটি দিয়ে।

মার্কস ও এঙ্গেলস এই মত পোষণ করতেন যে তাঁদের সমসাময়িক অবস্থায় প্রলেতারিয়েত খুব সম্ভবত অস্ত্রবলেই ক্ষমতা গ্রহণ করবে; কিন্তু তাঁরা শান্তিপূর্ণ উপায়গুলি বাদ দেন নি, বিশেষত আমেরিকা ও ব্রিটেনের পক্ষে, যেখানে শুধু সশস্ত্র তৎপরতাতেই চূর্ণ করা যেত এমন একটা জোরালো নিপীড়নমূলক যন্ত্র তখনও পর্যন্ত তৈরি হয় নি।* লেনিনও একই মত পোষণ করতেন, এই অনুমানের ভিত্তিতে যে রাশিয়ায় ও অন্যান্য দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শান্তিপূর্ণভাবেও বিকাশলাভ করতে পারে, অ-শান্তিপূর্ণভাবেও বিকাশলাভ করতে পারে, কিন্তু সেই সময়ে বিদ্যমান অবস্থায় প্রথমোক্তটির সম্ভাবনা অনেক কম।

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন এও স্বীকার করেছিলেন যে বিপ্লব বিকাশলাভ করতে থাকার সময়ে ক্ষমতার জন্য লড়াইয়ের রূপগুলি পরিবর্তন করা সম্ভব হতে পারে; তাই, অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করতে প্রস্তুত থাকা দরকার। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর, প্রলেতারিয়েত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিরোধের

---

* ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 'হেগ কংগ্রেস প্রসঙ্গে' বক্তৃতায় মার্কস বলেন: '...আমরা অস্বীকার করি না যে আমেরিকা, ইংলণ্ডের মতো দেশ আছে, এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠানগুলির কথা আরও ভালোভাবে জানলে আমি হল্যাণ্ডকেও যোগ করতাম, যেখানে শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।' (ঐ, পৃঃ ২৯৩।)

সম্মুখীন হতে পারে, এবং একটা গৃহযুদ্ধ বেধে যেতে পারে। অন্য দিকে, প্রলেতারিয়েত যদি অস্ত্র হাতে ক্ষমতা দখল করে, তা হলে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ করা যেতে পারে, এবং বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়গুলিতে জাতীয় পরিসরে অস্ত্র ব্যবহার করা দরকার হবে না।

বিপ্লবী অগ্রবাহিনী যাতে শক্তিসমূহের সুনির্দিষ্ট ভারসাম্য গণ্য করে, 'হানা দেওয়ার' সঠিক মুহূর্তটি বেছে নেয়, এবং শান্তিপূর্ণ থেকে অ-শান্তিপূর্ণ অভিমুখীনতার দিকে, অথবা তার বিপরীতরূপে, পরিবর্তন ঘটাতে পারে, সেটা বিপ্লবের পরবর্তী বিকাশের পক্ষে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। এই কলাবিদ্যার একটা ক্ল্যাসিকাল দৃষ্টান্ত যুগিয়েছিলেন লেনিন, তা দেখা যায় অক্টোবর ১৯১৭-র দলিলপত্র থেকে, বিশেষত লেনিনের 'কেন্দ্রীয় কমিটি, মস্কো ও পেত্রগ্রাদ কমিটি এবং পেত্রগ্রাদ ও মস্কো সোভিয়েতের বলশেভিক সদস্যদের কাছে চিঠি' থেকে, যেটি তিনি লিখেছিলেন ১(১৪) অক্টোবর ১৯১৭ তারিখে: 'সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের জন্য অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন বলশেভিকদের নেই, তাদের **এখনই ক্ষমতা গ্রহণ করতে** হবে। এটা করে তারা রক্ষা করবে বিশ্ব বিপ্লবকে..., রুশ বিপ্লবকে,... এবং রণাঙ্গনে লক্ষ লক্ষ জীবনকে...

'অভ্যুত্থান ছাড়া যদি ক্ষমতা অর্জন করা না-যায়, তবে আমাদের **এখনই অভ্যুত্থানের আশ্রয় নিতে** হবে। এমনটা খুবই সম্ভব হতে পারে যে ঠিক এখন ক্ষমতা অর্জন করা যেতে পারে অভ্যুত্থান ছাড়াই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, মস্কো সোভিয়েত যদি এখনই, অবিলম্বে, ক্ষমতা গ্রহণ করত এবং নিজেকে (পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সঙ্গে একত্রে) সরকার বলে ঘোষণা করত। মস্কোয় জয় নিশ্চিত, লড়াই করার কেউ নেই। পেত্রগ্রাদ অপেক্ষা করতে

পারে। সরকার নিজেকে বাঁচাবার জন্য কিছু করতে পারবে না; আত্মসমর্পণ করবে...

'জয় সুনিশ্চিত, আর এই সম্ভাবনাই খুব বেশি যে তা হবে রক্তপাতহীন বিজয়।'*

কিন্তু এক সপ্তাহ পরে, ৮(২১) অক্টোবর ১৯১৭ তারিখে লেনিন অন্যরকম যুক্তি দেন: 'কার্যক্ষেত্রে, সোভিয়েতসমূহের কাছে 'ক্ষমতা হস্তান্তর' বলতে এখন বোঝায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান।'** তাঁর 'উত্তরাঞ্চলের সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে যোগদানকারী বলশেভিক কমরেডদের কাছে চিঠি'-তে তিনি সেই দিনই লেখেন: 'সত্যি বলতে কি, বিলম্বটা হবে মারাত্মক।

''সোভিয়েতসমূহের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই' স্লোগানটি হল **অভ্যুত্থানের স্লোগান**।'***

বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত কর্তৃক ক্ষমতা দখলের রূপটি সব সময়েই **বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগ**, তা শান্তিপূর্ণ বা অ-শান্তিপূর্ণ যাই হোক না কেন। মার্কস ও এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'-এ লিখেছেন, '...একমাত্র **সমস্ত বিদ্যমান সামাজিক** ব্যবস্থার বলপূর্বক উচ্ছেদের দ্বারাই' শ্রমিক শ্রেণী তার মুক্তি অর্জন করবে। ইতিহাস এই সিদ্ধান্তের যথার্থতা অনেক বার প্রমাণ করেছে, এবং তা আজও সত্য।

সহিংস বলপ্রয়োগ হিসেবে সমাজ-বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসবাদীদের অভিমত বলপ্রয়োগের প্রতি অথবা 'আইন লঙ্ঘনের' প্রতি তাদের ভালোবাসার দরুন নয়, যে

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 26, pp. 140, 141.

** V. I. Lenin, 'Advice of an Onlooker', *Collected Works*, Vol. 26, p. 179.

*** V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 26, p. 187.

অভিযোগে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা প্রায়শই তাদের অভিযুক্ত করে থাকে। বিপরীতপক্ষে, তারা, সামগ্রিকভাবে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর মতোই, বলপ্রয়োগ, বিশেষত রক্তপাত, এড়াতে চায়। বিপ্লবকে তারা যদি বলপ্রয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে, তবে তার কারণ সমাজ-বিপ্লবের (সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সহ) সমগ্র ইতিহাসই দেখায় যে শাসক শ্রেণী কখনও, কোথাও, এবং কাউকে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তার ক্ষমতা ত্যাগ করে নি; সব সময়েই দরকার হয়েছে তাকে দিয়ে সেটা **করানো**, জবরদস্তি তার হাত থেকে ক্ষমতা **ছিনিয়ে নেওয়া**। সেই মুহূর্তে তার হাত যত দুর্বল থাকবে, বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগের পরিধি তত কম হবে। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রাম, হিংসা ও বলপ্রয়োগ ছাড়া বুর্জোয়ার কাছ থেকে প্রলেতারিয়েতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটিও দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দেখা যায় নি। ভাষান্তরে, ইতিহাস এখনও পর্যন্ত এমন একটিও দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে নি, যেখানে বুর্জোয়া শ্রেণী বৈপ্লবিক রূপান্তরগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাড়া করে নি, অথবা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটা নতুন সমাজব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছে। অধিকন্তু, প্রায়শই বুর্জোয়া শ্রেণীই প্রথমে আইন ও শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে নিবৃত্তিমূলক (সশস্ত্র সহ) বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিয়ে। বুর্জোয়া শ্রেণী প্রায়শই শ্রমিক শ্রেণীর নেতাদের ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে নিপীড়ন করে, আইন লঙ্ঘন ক'রে। উপরের কথাগুলির সারসংক্ষেপ পর্যালোচনা করে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের ভিত্তিস্বরূপ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে শাসক শ্রেণীর প্রযুক্ত বলপ্রয়োগের পদ্ধতিগুলির নিয়মিত একটা ব্যবস্থার

কথা আমরা বলতে পারি। এটাই বস্তুতপক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগকে পাল্টা-বলপ্রয়োগে পরিণত করে, অবশ্য যদি তা প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগের সীমা না-ছাড়িয়ে যায়। লেনিন বলেছেন, 'ক্ষমতার অস্ত্র আর সংস্থায় বলীয়ান অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ না-করলে জনগণকে অত্যাচারীদের কাছ থেকে মুক্ত করা যাবে না।'*

তাই বিপ্লবগুলির পার্থক্য এইখানে নয় যে তার কতগুলি সাধিত হয় হিংসা ও বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে, অন্যগুলি বলপ্রয়োগ ছাড়াই বরং পার্থক্যটা মুখ্যত এইখানে যে কতগুলির ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ কার্যকর করা হয় শান্তিপূর্ণ (অস্ত্র ছাড়া) পদ্ধতিতে এবং অন্যগুলির ক্ষেত্রে অ-শান্তিপূর্ণ উপায়ে। দ্বিতীয় তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্যটি এই যে শান্তিপূর্ণ ও অ-শান্তিপূর্ণ, উভয়প্রকার বলপ্রয়োগের **মাত্রা** ও তার পরিসর সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলাতে পারে। নীতিগতভাবে, বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যাপারে প্রলেতারিয়েত যে বলপ্রয়োগ করে তার মাত্রা নির্ধারিত হয় বৈপ্লবিক রূপান্তরগুলির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিরোধের মাত্রা দিয়ে। বোধগম্যভাবেই, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সঞ্চিত শোষকদের প্রতি শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণী-ঘৃণা একটা সময়ের জন্য এক বিশেষ স্থানে প্রয়োজনাতিরিক্ত বলপ্রয়োগের মধ্যে প্রকাশ পায়, সেই মাত্রাতিরিক্ততা থেকে কোনো বিপ্লবই অভেদ্য নয়। কিন্তু, এইসব মাত্রাতিরিক্ততা সাধারণ পরিসরে বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগের মাত্রা ও রূপকে নির্ধারিত করে না, বরং উৎসাদিত শ্রেণীগুলির প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ, বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ,

* V. I. Lenin, 'The Victory of the Cadets and the Tasks of the Workers' Party', *Collected Works*, Vol. 10, p. 245.

বিপ্লবী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে তাদের বলপ্রয়োগই তা নির্ধারিত করে।

লেনিন নীতিগতভাবে স্বীকার করেছিলেন যে এমন একটা পরিস্থিতি দেখা দেবে যখন বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা ত্যাগ করতে **বাধ্য** হবে: 'আলাদা এক-একটি ক্ষেত্রে, ব্যতিক্রম হিসেবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রতিবেশী একটা বড় দেশে সমাজ-বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর কোনো ছোট দেশে, বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা সমর্পণ **সম্ভব**, যদি সে স্থিরনিশ্চিত হয় যে প্রতিরোধ চালিয়ে কোনো লাভ নেই এবং যদি সে তার চামড়া বাঁচাতে চায়।'* বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষ থেকে এই ধরনের কাণ্ডজ্ঞান দেখা দিলে ক্ষমতা দখলের জন্য প্রলেতারিয়েত অস্ত্র ব্যবহার করার ঝামেলা থেকে রক্ষা পেত। শান্তিপূর্ণ রূপে বলপ্রয়োগের মাত্রাকেও সে অনেকখানি কমাতে পারত, যদিও, সেই ক্ষেত্রেও, বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য প্রলেতারিয়েতকে এমন কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হত, যার লক্ষ্য হল বুর্জোয়া শ্রেণীর কাজকর্ম ও ব্যবহারিক সুযোগ সীমিত করা, তার প্রভাবের ক্ষেত্র সংকীর্ণ করা, তাকে নিরস্ত্র করা, ইত্যাদি।

বর্তমান কালে বিপ্লবের দুটি উপায়েরই তাৎপর্য অক্ষুণ্ণ আছে। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যত বিকাশলাভ করে এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে শক্তিসমূহের ভারসাম্য সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের অনুকূলে ঝোঁকে, ততই এমন একটা পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় যেখানে প্রলেতারিয়েত শুধু সীমিত পরিসরে বলপ্রয়োগ করে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা দখলে

---

* V. I. Lenin, 'A Caricature of Marxism and Imperialist Economism', *Collected Works*, Vol. 23, p. 69.

সক্ষম হতে পারে। লেনিনের জীবদ্দশার তুলনায় এখন এটা বেশি সম্ভব যে 'প্রতিবেশী একটা বড় দেশে সমাজ-বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর কোনো ছোট দেশে' শ্রমিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা চলে আসতে পারে শান্তিপূর্ণভাবে।

প্রলেতারিয়েতের কাছে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করার ব্যাপারে পার্লামেণ্ট খুবই সহায়ক হতে পারে। নির্বাচনে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির প্রতি জনগণের বিপুল সমর্থন এবং পার্লামেণ্টে এই পার্টির বা বামপন্থী শক্তিগুলির কোয়ালিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ, পার্লামেণ্টকে পরিণত করতে পারে জনগণের ক্ষমতার এক সংস্থায়, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন কার্যকর করার হাতিয়ারে। যে সব দেশে দর্শনীয়ভাবে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, বিশেষত সংসদীয় ঐতিহ্য আছে, যেখানে পার্লামেণ্টে অংশগ্রহণের জন্য ও পার্লামেণ্টের ভিতরেই সংগ্রামের এক দীর্ঘ ইতিহাস শ্রমিক শ্রেণীর আছে, যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি শ্রমিকদের মধ্যে তথা শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশের মধ্যেও ব্যাপক সমর্থন ভোগ করে, সেখানে এটা বিশেষভাবেই সম্ভব। পার্লামেণ্টকে ব্যবহার করা যেতে পারে বুর্জোয়া শ্রেণী আর তার পার্টিগুলির আসল চেহারা উদ্ঘাটিত করার জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর চারপাশে শ্রমজীবী জনগণকে সমবেত করা এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর কাজকর্ম আর প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি ও জোটগুলির কাজকর্ম সীমাবদ্ধ করার জন্য; সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা উপযোগী হতে পারে।

কিন্তু, মনে রাখা দরকার যে **পার্লামেণ্টের সাহায্য নিয়ে** বিপ্লব সাধনের অর্থ এই নয় যে সর্বপ্রকার বৈপ্লবিক

কর্তব্যকর্মগুলিই **তার মধ্য দিয়ে**, অর্থাৎ, পার্লামেন্টের বাইরে ও অ-পার্লামেন্টারি ধরনে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রাম ছাড়াই, একান্তভাবে পার্লামেন্টারি কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সুসম্পন্ন করা যাবে।

প্রলেতারিয়েতের দ্বারা পার্লামেন্টকে ব্যবহার করার ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যাপারে বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগ বা বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করা, কোনোটাই বাদ চলে যায় না। অর্থনীতিতে মূল গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলি যতদিন বুর্জোয়া শ্রেণীর দখলে থাকে; যতদিন তার হাতে থাকে রাষ্ট্রযন্ত্র ও তার নিপীড়নমূলক সংস্থাগুলি; যতদিন সে গণপ্রচার বাহন (টেলিভিশন, রেডিও ও সংবাদপত্র) নিয়ন্ত্রণ করে এবং এইভাবে জনসাধারণের চেতনাকে ইচ্ছামতো গড়ে-পিটে নিতে পারে — ততদিন পর্যন্ত কোনো পার্লামেন্টই, এমন কি সবচেয়ে বিপ্লবী পার্লামেন্টও, আমূল সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলি **বাস্তবিকই** রূপায়িত করতে পারে না, যেসব আইনই সে গ্রহণ করুক না কেন, অথবা তার দেয়ালের মধ্যে যত বিপ্লবী বক্তৃতাই শোনা যাক না কেন। পার্লামেন্টের বাইরে গণবিপ্লবী সংগ্রাম, বুর্জোয়া শ্রেণী ও সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তির স্বাধীনতা খর্ব করা আর সমাজের গোটা রাজনৈতিক সংগঠন ঢেলে সাজানো, এই সবের সঙ্গে মেলালেই পার্লামেন্ট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের এবং নতুন সমাজ গড়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠতে পারে।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে, বিশেষত পার্লামেন্টের সাহায্য নিয়ে, বিপ্লব সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারিয়েতকে প্রস্তুত থাকতে হবে জরুরী অবস্থা দেখা দিলে সংগ্রামের অ-শান্তিপূর্ণ উপায়ের দিকে দ্রুত পরিবর্তন ঘটাতে এবং বুর্জোয়া

শ্রেণী ও তার মিত্ররা অবৈধ উপায়ে প্রতিবিপ্লবী কু দে'তা ঘটানোর চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বলপ্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করতে। এই বিপদটা রীতিমত বাস্তব, চিলির ঘটনাবলী তা দেখিয়েছে: সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি শান্তিপূর্ণ বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে সহিংসভাবে স্তব্ধ করেছিল।

সংক্ষেপে, প্রলেতারিয়েতের পক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে, সীমিত পরিসরে বলপ্রয়োগ করে, ক্ষমতা দখল করার একটা বাস্তব প্রবণতা আছে; তবুও, প্রলেতারিয়েতের দ্বারা ক্ষমতা গ্রহণের অ-শান্তিপূর্ণ উপায়টির গুরুত্বও বহাল রয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর আন্তর্জাতিক যোগসূত্র বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী কর্মনীতি, তৎসহ প্রতিবিপ্লব রপ্তানি, বুর্জোয়া শ্রেণীর 'কাণ্ডজ্ঞান'-কে অনেকখানি আচ্ছন্ন করে, এমন কি যদি বিপ্লবী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ একেবারেই অর্থহীন হয়, তা হলেও; উপরোক্ত বিষয়গুলি বুর্জোয়া শ্রেণীকে প্ররোচিত করে বিপ্লবী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ চালাতে, যার ফলে বিপ্লবী শক্তিগুলি তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। 'প্রতিবেশী একটা বড় দেশে সমাজ-বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর কোনো ছোট দেশে' পর্যন্ত এ রকম একটা পরিস্থিতি গড়ে উঠতে পারে।

চিলির ট্র্যাজেডি বিপ্লব সম্পন্ন করার শান্তিপূর্ণ উপায়কে অত্যধিক বাড়িয়ে দেখার বিপদ প্রকাশ করেছে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর সামনে; কিন্তু এমনিতে শান্তিপূর্ণ উপায়কে তা বাতিল করে দেয় নি।

একটি বিশেষ দেশের কমিউনিস্টরা আর বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী আভ্যন্তরিক পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ এবং

ক্ষমতা দখলের সম্ভাব্য উপায়গুলি নির্ধারণ করে। শান্তিপূর্ণ অথবা অ-শান্তিপূর্ণ উপায়ের যে কোনোটির সুযোগের অস্তিত্বকে তারা গণ্য করে; কিন্তু সেই মুহূর্তে যে উপায়টিই সম্ভাব্য বলে মনে হোক না কেন, তাদের মনে রাখা উচিত যে পরিস্থিতি বদলাতে পারে, বিকল্প উপায়টির দিকে যাওয়া দরকার হয়ে উঠতে পারে; ঘটনাবলীর যে কোনো অপ্রত্যাশিত মোড়বদলের জন্য তাদের অবশ্যই সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

১৩। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বুর্জোয়া রাষ্ট্র

'...নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তি শুধু যে একটা বলপ্রয়োগে বিপ্লব ছাড়া অসম্ভব তাই নয়, শাসক শ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতার যে যন্ত্র সৃষ্টি করেছিল, সেটির **বিনাশ ছাড়াও** অসম্ভব...',* লিখেছেন লেনিন। এই যন্ত্রটির বিনাশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তী বিকাশ ও চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য একটা বড় কর্তব্যকর্ম ও শর্ত। মার্কস ও এঙ্গেলস এই প্রথম এই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, এবং নতুন অবস্থায় লেনিন যাকে বিশদ করেছিলেন, সেটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব ও কর্মপ্রয়োগের পক্ষে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। একে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রীতিমত একটা **নিয়ম** বলেই গণ্য করা যেতে পারে, যে নিয়ম লঙ্ঘন করলে তার পরিণতি হতে পারে অতি গুরুতর।

---

* V. I. Lenin, 'The State and Revolution', *Collected Works*, Vol. 25, p. 393.

বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র 'ধ্বংস' করা, 'চূর্ণ' করা কেন দরকার? কেন শ্রমিক শ্রেণী তাকে 'সেই অবস্থায়ই' গ্রহণ করতে পারে না, বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি যেমন করেছিল, এবং কেন তাকে দিয়ে নিজ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না, যতদূর পর্যন্ত রাষ্ট্রকে তার দরকার, অন্তত যতদিন রাষ্ট্রের শুকিয়ে ঝরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি না হয়? কারণটা এই যে প্রলেতারিয়েত যে সমস্ত কাজের সম্মুখীন হয়, বুর্জোয়া রাষ্ট্র সেগুলি সমাধা করার জন্য তৈরি হয় নি। এই রাষ্ট্র, তার অন্তঃসার ও ক্রিয়া দু দিক দিয়েই, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে, শ্রমিক শ্রেণী ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে চালিত। 'রাষ্ট্র হল শ্রেণী-বৈরগুলির **আপস-মীমাংসার অসাধ্যতার** ফল ও অভিব্যক্তি। যখন, যেখানে ও যতদূর পর্যন্ত শ্রেণী-বৈরগুলি বিষয়গতভাবে আপস-মীমাংসা **করা যায় না,** তখন সেখানে সেই হেতুই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়... মার্কসের মতে, রাষ্ট্র হল শ্রেণী-**শাসনের** যন্ত্র, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে **নিপীড়ন** করার যন্ত্র; তা হল সেই 'শৃঙ্খলা' সৃষ্টি, যা শ্রেণীগুলির মধ্যে সংঘাতকে প্রশমিত করে এই নিপীড়নকে বৈধ ও চিরস্থায়ী করে।'*

বলাই বাহুল্য যে শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের উপরে বলপ্রয়োগ ও নিপীড়নের যন্ত্রটিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা চূর্ণ ও নিশ্চিহ্ন করতে হবে। কিন্তু চূর্ণ ও নিশ্চিহ্ন করতে হবে ঠিক **কোন জিনিসটাকে** এবং **কীভাবে**? এই প্রশ্নগুলি মোটেই সরল প্রশ্ন নয়, বিশেষত এই কথা বিবেচনায় রেখে যে বুর্জোয়া শ্রেণীর

---

* V. I. Lenin, 'The State and Revolution', *Collected Works,* Vol. 25, p. 392.

একনায়কতন্ত্র, অন্তঃসারের দিক থেকে অক্ষুণ্ণ থেকেও, বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে এবং বিভিন্ন উপায়ের মধ্য দিয়ে কার্যকর হতে পারে, এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্র চূর্ণ করাকে মার্কসবাদে যেভাবে দেখা হয় তার সঙ্গে বুর্জোয়া সমাজে যত প্রতিষ্ঠান আর সংগঠন গঠিত হয়েছে সব কিছুকে ধূলিসাৎ করে ফেলার দিকে নৈরাজ্যবাদী আর 'বামপন্থী' বিপ্লবীদের অভিমুখীনতার কোনোই মিল নেই।

লেনিন রাষ্ট্রের ধারণাটিকে মূর্তরূপে উপস্থিত করেছেন 'সার্বজনিক ক্ষমতা' হিসেবে, অর্থাৎ এমন এক 'শক্তি' হিসেবে, যেটা সমাজের সঙ্গে একাত্ম না-হওয়ায়, সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত থেকে তার নিপীড়নমূলক ক্রিয়া সম্পন্ন করে; তিনি উদ্ধৃত করেছেন এঙ্গেলসের এই কথাগুলি: 'এই সার্বজনিক ক্ষমতা প্রত্যেক রাষ্ট্রেই আছে; তা গঠিত শুধু সশস্ত্র লোকদের নিয়েই নয়, বরং বৈষয়িক আনুষঙ্গিক জিনিসগুলি, জেলখানা, এবং সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠান নিয়েও...'* লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন যে এঙ্গেলস 'সশস্ত্র লোক' কথাটি দিয়ে 'জনসমষ্টির স্বয়ংক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন' বোঝান নি, বুঝিয়েছেন 'সমাজের ঊর্ধ্বে স্থাপিত সশস্ত্র লোকদের বিশেষ বাহিনীগুলি... (পুলিস ও স্থায়ী সেনাবাহিনী)।'** 'সশস্ত্র লোকদের বাহিনীগুলির' বলবৃদ্ধি ঘটে আধিকারিকদের এক বিশাল বাহিনী, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র দিয়ে, এটিও শাসক শ্রেণীর সেবা করে এবং শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপারে, একটা বিশেষ নির্দিষ্ট রূপে, সম্পন্ন করে নিপীড়নমূলক তথা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সুকৌশলে ব্যবহার করার কাজগুলি।

---

* Ibid., pp. 393-394.

** Ibid., p. 394.

প্রলেতারিয়েতকে এই সামরিক-আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটিই প্রথমে চূর্ণ করতে হবে।

মার্কস 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' রচনায় প্যারিস কমিউনের কাজকর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করার প্রথম অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন: '...পুলিসকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতিয়ার হিসেবে না রেখে, তার রাজনৈতিক প্রকৃতির সবটুকে অবিলম্বে ঘুচিয়ে দিয়ে, তাকে রূপান্তরিত করা হল কমিউনের কাছে দায়ী ও যে কোনো সময়ে প্রতিস্থাপনযোগ্য তার সংস্থা রূপে... প্রশাসনের অপর সকল শাখার কর্মকর্তাদের বেলাতেও একই ব্যবস্থা হয়...

'পূর্বতন সরকারের বাহুবলের হাতিয়ার স্থায়ী সেনাবাহিনী ও পুলিসবাহিনীর কবল থেকে উদ্ধার পাবার পর কমিউন চাইল দমনের আধ্যাত্মিক বল, 'পুরোহিত-শক্তিকে' চূর্ণ করতে...

'...মেকি স্বাধীনতা থেকে তাদের (বিচার-বিভাগীয় কর্মচারীদের) বঞ্চিত করতে হল... সমাজের অন্য কর্মচারীদের মতনই ম্যাজিস্ট্রেট ও জজেরাও হয়ে উঠল নির্বাচিত, দায়িত্বশীল এবং প্রত্যাহার্য...'* এইভাবে প্যারিস কমিউনাররা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে, যারা আত্মিক বলপ্রয়োগ ও নিপীড়ন কার্যকর করত, সেই পুলিস, সেনাবাহিনী ও সরকারি কর্মচারীদের প্রকৃত **রাজনৈতিক ক্ষমতা** থেকে **বঞ্চিত করেছিল এবং পুরনো ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিস্থাপিত করেছিল নতুন ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানগুলি দিয়ে,** যেগুলি ছিল শ্রমিক শ্রেণীর ইচ্ছা ও স্বার্থের মূর্ত রূপ।

---

* কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'প্যারিস কমিউন প্রসঙ্গে', প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৫, পৃঃ ৮২, ৮৩।

পরবর্তী বিপ্লবগুলির নিজস্ব সব বিশিষ্টতা থাকলেও, সেগুলি সামরিক-আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটির প্রতিনিধিদের **ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার** ও তাদের **নিরস্ত্র করার,** এবং পুলিস, সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলগতভাবে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজনীয়তা তথা **সমাজের** উপরে রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রাক্তন প্রতিনিধিদের **প্রভাবের পথগুলি রুদ্ধ করা** ও আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে **তাদের যোগসূত্র সীমিত করার** প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করেছে।

বর্জোয়া শ্রেণী তার একনায়কতন্ত্র হাসিল করে শুধু রাষ্ট্রের মধ্য দিয়েই নয়, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলির শাখায়িত ব্যবস্থার—যার কেন্দ্রবিন্দু হল রাষ্ট্র, সেই **বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের ব্যবস্থার** মধ্য দিয়েও। রাষ্ট্রের পাশাপাশি, এই ব্যবস্থার মধ্যে থাকে নানা ধরনের একচেটিয়া মৈত্রীজোট ও সমিতি, রাষ্ট্রের সঙ্গে যেগুলি লক্ষ লক্ষ সূত্রে বাঁধা, এবং যেগুলি, এক দিকে, তার আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক কর্মনীতির উপরে একটা প্রভাব বিস্তার করে, এবং অন্য দিকে, নিজেরাই এই কর্মনীতিগুলির হাতিয়ার; তার মধ্যে থাকে বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টিগুলিও এবং সব শেষে, নিপীড়নমূলক-সন্ত্রাসপন্থী মৈত্রীজোট ও সংগঠনগুলি, যেগুলি প্রায়শই গোপনে সংযুক্ত থাকে পুলিস ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থার সঙ্গে।

শাসক শ্রেণীর অ-সরকারি সংগঠনগুলির অস্তিত্ব প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদের আমলেও ছিল, কিন্তু সেই পর্যায়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে, কিংবা বরং সামরিক-আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটির সঙ্গে তাদের যোগসূত্র এত অসংখ্য ও ঘনিষ্ঠ ছিল না যে শাসক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের **ব্যবস্থাটা** গঠিত হতে পারে।

এই ব্যবস্থাটা গঠিত হয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অবস্থানগুলি শক্তিশালী হওয়া, তার ক্রিয়াগুলির প্রসার ঘটা আর তার ভূমিকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। এই রাষ্ট্র শুধু নিজেই বৃদ্ধিলাভ করছে না; তার চারপাশে দানা বেঁধে উঠছে গোটা একটা ব্যবস্থা, যা তাকে সাহায্য করছে তার নিপীড়নমূলক ক্রিয়াগুলি সুসম্পন্ন করতে এবং গ্রহণ করছে সেই ক্রিয়াগুলির কিছু কিছু। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের বিশিষ্ট লক্ষণ হল অ-সরকারি সংগঠনগুলির, তথা শাসক শ্রেণীর অর্থপুষ্ট ও প্রগতিশীল উপাদানগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তার দ্বারা ব্যবহৃত বিশেষ সংগঠনগুলিরও সংখ্যাগত বৃদ্ধি ও বর্ধিত প্রভাব।

এই প্রক্রিয়া এটাই প্রমাণ করে যে **রাষ্ট্র বিপ্লবী ও মুক্তি আন্দোলনকে দমন করার কাজটা সামলাতে পারে না।** নিজেরই গৃহীত আইনগুলির বাঁধনে আটকা পড়ে এবং প্রায়শই সেগুলির কবল থেকে মুক্ত হতে না পেরে, বুর্জোয়া শ্রেণী সেইসব সংগঠন তৈরি করে যেগুলি বস্তুতপক্ষে নিপীড়নমূলক সংস্থাগুলির ক্রিয়া সম্পন্ন করে, কিন্তু আইনসঙ্গতভাবে **আনুষ্ঠানিক রূপপ্রাপ্ত নয়।** পুঁজিপতি শ্রেণীর অ-সরকারি সংগঠনগুলির অভূতপূর্ব সংখ্যাবৃদ্ধির দরুন বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের ব্যবস্থা প্রসারিত হওয়ার ব্যাখ্যা অনেকখানি এ থেকেই পাওয়া যায়। এই ধরনের **সংগঠনগুলির সংখ্যাগত** বৃদ্ধি ও সক্রিয়করণ হল একচেটিয়া ক্ষমতা আর রাষ্ট্রের ক্ষমতা মিলে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় দিক।

এখান থেকেই আসে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্র ও বিপ্লব সম্বন্ধে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষায় যা রূপ পায় — শাসক শ্রেণীর গোটা **একনায়কতন্ত্রের**

ব্যবস্থাটাকে, যার প্রাণকেন্দ্র হল রাষ্ট্র, তাকে **ধ্বংস করার** প্রয়োজনীয়তা। বর্তমানে, এ কথা যখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে বুর্জোয়া শ্রেণী তার একনায়কতন্ত্র কার্যকর করছে শুধু রাষ্ট্রের সাহায্যেই নয়, তখন এটা অনুমান করা খুবই যুক্তিসংগত যে ক্ষমতা দখলের পর্যায়ে এবং নিজ একনায়কতন্ত্রের প্রথম কালপর্বে প্রলেতারিয়েত শুধু সরকারি সংস্থাগুলিরই প্রতিরোধ নয়, অন্য অনেক সংগঠনেরও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারে। সুতরাং, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে **বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের গোটা ব্যবস্থাটার বিনাশসাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলার** অধিকার আমাদের আছে।

২০শ শতাব্দীতে যে বিপ্লবগুলি ঘটেছে সেগুলির অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির জন্য পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র আর শাসক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের গোটা ব্যবস্থাটার বিনাশসাধন যে সমস্ত দেশে অসংগতিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা হয় এবং অহেতুক দীর্ঘ করা হয়, যেখানে পুরনো সামরিক-আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের প্রতিনিধিরা সমাজে তাদের অবস্থানগুলি বহাল রাখে, সেখানে পুরনো ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার, এমন কি ফাশিস্ত ধরনের একনায়কতন্ত্র দেখা দেওয়ার কমবেশি গুরুতর বিপদ সৃষ্টি হয়। হাঙ্গেরীয় সোশ্যালিস্ট শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক জানোস কাদার বলেছেন, 'অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় **হাঙ্গেরীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে** সুবিধাজনক ছিল, কারণ দখলচ্যুতির ফলে তার ক্ষমতার অর্থনৈতিক বনিয়াদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও, তার **কর্মী বাহিনীর একটা বড় অংশ এবং সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা তখনও বজায় ছিল।** বিকাশের

বিশেষ চরিত্রের দরুন **আরক্ষী বাহিনী আর সেনাবাহিনী ছাড়া ১৯৪৫ সালের পরেই যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে ধ্বংস করি নি,** বরং ক্রমে ক্রমে তার পরিবর্তন ঘটাচ্ছিলাম, এই ঘটনাটাই তাকে বিরাটভাবে সাহায্য করেছিল। বুর্জোয়া শ্রেণী এমন কি দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারেও তার বক্তব্য ছিল।

'সেই জন্যই ২৪ অক্টোবর ১৯৫৬-র পরে বুর্জোয়া শ্রেণী বেশ কয়েক দিন ধরে ও রীতিমত কার্যকরভাবে তার পঙ্‌ক্তিগুলিকে সমবেত করতে এবং একটা সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিল।'*

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের কাজ হল বলপ্রয়োগ ও নিপীড়নের সেই যন্ত্রটিকে চূর্ণ করা, বুর্জোয়া শ্রেণী যেটিকে ব্যবহার করে তার আধিপত্য বজায় রাখার জন্য এবং শ্রমিক শ্রেণী আর তার মিত্রদের বিরুদ্ধে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে পুঁজিবাদী সমাজে গঠিত এবং অল্পবিস্তর মাত্রায় বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা ব্যবহৃত সমস্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠানই ধ্বংস করে ফেলতে হবে অথবা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মতো নিচুতলার সরকারি কর্মচারীদের ব্যাপারে প্রলেতারীয় ক্ষমতাকে একই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কালে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯১৭-তে লেনিন ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন: 'মুখ্যত 'নিপীড়নমূলক' যন্ত্রটি — স্থায়ী সেনাবাহিনী, পুলিস ও আমলাতন্ত্র — ছাড়াও আধুনিক

---

* জানোস কাদার, নির্বাচিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতা, মস্কো, ১৯৬০, পৃঃ ৫২ (রুশ ভাষায়)।

রাষ্ট্রের আছে একটি যন্ত্র, ব্যাংক আর সিণ্ডিকেটগুলির সঙ্গে যার যোগসূত্র খুবই ঘনিষ্ঠ, একটি যন্ত্র যা বিপুল পরিমাণ হিসাবরক্ষণ আর রেজিস্ট্রেশনের কাজ করে, ব্যাপারটা যদি এইভাবে প্রকাশ করা যায়। এই যন্ত্রটিকে অবশ্যই চূর্ণ করা চলবে না, করা উচিত নয়। পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ থেকে সেটিকে ছিনিয়ে নিতে হবে, এবং পুঁজিপতিদের আর তারা যেসব সুতো টানে সেগুলিকে এই যন্ত্রটি থেকে **বিচ্ছিন্ন করতে** হবে, **ছেঁটে ফেলতে** হবে, **কেটে বাদ দিতে** হবে; সেটিকে অবশ্যই প্রলেতারীয় সোভিয়েতসমূহের **অধীনস্থ করতে** হবে; সেটিকে প্রসারিত করতে হবে, আরও সর্বাত্মক ও জাতিব্যাপী করতে হবে...

'পুঁজিবাদ একটা হিসাবরক্ষণের **যন্ত্র** সৃষ্টি করেছে ব্যাংক, সিণ্ডিকেট, ডাক কৃত্যক, উপভোক্তা সমিতি, আর অফিস কর্মচারীদের ইউনিয়নগুলির আকারে...

'এই রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে' (পুঁজিবাদের অধীনে যা পুরোপুরি একটা রাষ্ট্রযন্ত্র নয়, কিন্তু আমাদের বেলায়, সমাজতন্ত্রে সেটাই হবে) আমরা এক ধাক্কায়, একটিমাত্র নির্দেশনামার সাহায্যে 'পাকড়াও করতে' পারি এবং 'চালু করে দিতে' পারি, কারণ বুক-কিপিং, নিয়ন্ত্রণ, রেজিস্ট্রিভূক্তকরণ, হিসাবরক্ষণ আর গণনার আসল কাজটা করে **কর্মচারীরা,** যাদের অধিকাংশ নিজেরাই যাপন করে একটা প্রলেতারীয় বা আধা-প্রলেতারীয় অস্তিত্ব।'* লেনিন জোর দিয়ে আরও বলেছেন, 'যাদের সংখ্যা খুবই অল্প, কিন্তু যারা পুঁজিপতিদের দিকে ঝোঁকে সেই উচ্চতর কর্মকর্তাদের ব্যাপারে, পুঁজিপতিদের বেলায় যেমন হয়

---

* V. I. Lenin, 'Can the Bolsheviks Retain State Power?', *Collected Works,* Vol. 26, pp. 105-106.

ঠিক তেমনভাবেই তাদের প্রতি আচরণ করতে হবে, অর্থাৎ 'কঠোরভাবে'। পুঁজিপতিদের মতো, তারা **প্রতিরোধ** করবে। এই প্রতিরোধ **ভাঙতে** হবে।'* সরকারি কর্মচারীদের প্রধান বৃহদংশটাকে অবশ্য পরিবর্তিত করতে হবে 'রাষ্ট্রীয় কর্মচারীতে': 'এই পরিবর্তন... প্রয়োগগতভাবে (ফিনান্স পুঁজিবাদ সহ পুঁজিবাদ আমাদের হয়ে যে প্রারম্ভিক কাজটুকু করে দিয়েছে তার কল্যাণে) ও রাজনৈতিকভাবে, উভয়তই রীতিমত সুসাধ্য, অবশ্য যদি **সোভিয়েতগুলি** নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান প্রয়োগ করে।'**

যে সমস্ত দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই এই পথ অনুসরণ করেছে; বর্তমান কালেও তা কার্যকর রয়ে গেছে, বিশেষ করে এই কারণে যে এক উচ্চতর প্রয়োগগত স্তরে আজ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সম্পাদিত প্রশাসনিক ক্রিয়াগুলি কার্যক্ষেত্রে সম্পন্ন করে মজুরি-শ্রমিকরাই, যারা ব্যাপকাংশে শ্রমিক শ্রেণীর কাছাকাছি হচ্ছে এবং সেই হেতু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হয়ে যাওয়ার পর নতুন প্রশাসন তাদের নিয়োগ করতে পারে।

১৪। প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ ঘটিয়ে, তার একনায়কতন্ত্র বিলুপ্ত করে এবং নতুন ক্ষমতা, **প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র**

---

* Ibid., Vol. 26, p. 107.

** Ibid.

প্রতিষ্ঠা করে প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের প্রধান প্রশ্নটির — ক্ষমতার প্রশ্নটির নিষ্পত্তি ঘটায়। মার্কস বলেছেন, 'পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট সমাজের মাঝখানে আছে একটির অপরটিতে বৈপ্লবিক রূপান্তরের কালপর্ব। এরই সঙ্গে মিলিয়ে একটা রাজনৈতিক উত্তরণকালও থাকে, যেখানে রাষ্ট্র **প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী একনায়কতন্ত্র** ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।'*

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির ইতিহাস মার্কসের পূর্বাভাস যথার্থ বলে প্রতিপন্ন করেছে। তা এও দেখিয়েছে যে একেবারে সদৃশ দুটি বিপ্লব যেমন হতে পারে না, একেবারে অনুরূপ দুটি প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রও হতে পারে না। এই একনায়কতন্ত্রের প্রতিটি মূর্তরূপের থাকে সেই যুগের ছাপ দেওয়া নিজস্ব সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, যেগুলি অন্যান্য দেশে ও যুগে না-ও থাকতে পারে, এবং অধিকন্তু যেগুলি অনন্য হতে পারে। তবুও একনায়কতন্ত্রের এই সমস্ত রূপের মধ্যে কতগুলি অভিন্ন লক্ষণ আছে, যেগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতার এক সুনির্দিষ্ট, ঐতিহাসিক **ধরন** হিসেবে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের সারমর্মকে প্রকাশ করে।

এই সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সবচেয়ে প্রথমে বিবেচনা করা উচিত প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের **ক্রিয়াগুলি,** অর্থাৎ কাজকর্মের প্রধান ধারাগুলি, জয়যুক্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর যেগুলির রূপরেখা স্থির হয় এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র যেগুলির মধ্যে বাস্তবায়িত হয়। লেনিন বলেছেন, প্রলেতারিয়েতের

---

* Karl Marx, 'Marginal Notes to the Programme of the German Workers' Party'. In Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works,* in three volumes, Vol. 3, Progress Publishers, Moscow, 1976, p. 26.

রাষ্ট্র ক্ষমতা দরকার 'শোষকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য তথা জনসমষ্টির বিপুল অংশকে — কৃষক, পেটি বুর্জোয়া ও আধা-প্রলেতারীয়দের — একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সংগঠিত করার কাজে **নেতৃত্ব দেওয়ার** জন্য।'* প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের কাজকর্মের দুটি প্রধান গতিমুখ, দুটি দিক লেনিন সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন — শোষকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করা আর সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্ম সংগঠিত করা। অক্টোবর বিপ্লবের পর, লেনিন রাশিয়ায় প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের অর্জিত প্রথম অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ করতে গিয়ে এই দুটি দিকের কথাও বলেছেন: 'লাতিন, বিজ্ঞানসম্মত, ঐতিহাসিক-দার্শনিক 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র' কথাটিকে আমরা যদি সহজতর ভাষায় তরজমা করি, তা হলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই:

'একমাত্র একটিই নির্দিষ্ট শ্রেণী, যথা শহুরে শ্রমিকরাই এবং কারখানা, শিল্প শ্রমিকরাই, সমগ্র শ্রমজীবী ও শোষিত জনসাধারণকে পুঁজির জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার সংগ্রামে, তা প্রকৃতপক্ষে সম্পন্ন করার কাজে, বিজয়কে রক্ষা করা ও সংহত করার সংগ্রামে, নতুন, সমাজতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থা সৃষ্টির কাজে এবং শ্রেণীগুলির সম্পূর্ণ বিলুপ্তির জন্য সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।'**

লেনিনবাদের সমালোচকরা প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রকে সাধারণত বর্ণনা করে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে, প্রায় গূঢ় রহস্যোদ্ঘাটনের

---

* V. I. Lenin, 'The State and Revolution', *Collected Works*, Vol. 25, p. 409.

** V. I. Lenin, 'A Great Beginning', *Collected Works*, Vol. 29, p. 420.

ঢংয়ে। প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের দ্বারা সম্পন্ন দমনের ক্রিয়াটির উপরে জোর দিয়ে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে করা ভুলভ্রান্তি আর 'বাড়াবাড়ির' উপরে জোর দিয়ে তারা চেষ্টা করে কূপমণ্ডূককে ভয় দেখাতে এবং শ্রমিক শ্রেণী ও মার্কসবাদী পার্টির বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে।

প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়া শ্রেণীর উপরে তার একনায়কতন্ত্র নিষ্পন্ন করে বিভিন্ন রূপে, সেগুলি নির্ধারিত হয় সুনির্দিষ্ট অবস্থা দিয়ে। 'বলপ্রয়োগের রূপ নির্ধারিত হয় নির্দিষ্ট বিপ্লবী শ্রেণীটির বিকাশের মাত্রার দ্বারা, এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থার দ্বারাও, যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক দীর্ঘ ও প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধের উত্তরাধিকার এবং বুর্জোয়া শ্রেণী ও পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিরোধের রূপগুলি।'*

প্রলেতারীয় রাষ্ট্র বুর্জোয়া শ্রেণীর উপরে সহিংস বলপ্রয়োগ করতে পারে **সশস্ত্র দমনের** রূপে, যদি বুর্জোয়া শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে (গৃহযুদ্ধ, সামরিক হস্তক্ষেপ, সশস্ত্র বিদ্রোহ, ইত্যাদি)। প্রলেতারিয়েত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **জবরদস্তির** সাহায্যেও বুর্জোয়া শ্রেণীর উপরে নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারে। অবস্থা অনুযায়ী, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জবরদস্তির এইসব রূপও ব্যবহার করে, যেমন — **'ধনীদের জন্য** বাধ্যতামূলক শ্রম কৃত্যক প্রবর্তন',** বুর্জোয়াদের অধিকার ও স্বাধীনতাগুলি সংকুচিত করা (দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভোটাধিকার থেকে ও সরকারি সংস্থাগুলিতে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা থেকে

---

* V. I. Lenin, 'The Immediate Tasks of the Soviet Government', *Collected Works*, Vol. 27, p. 268.

** Ibid., p. 253.

শুরু করে বেআইনি কার্যকলাপের জন্য বন্দী করে রাখা পর্যন্ত)। সমাজের অন্যান্য শ্রেণী ও অংশের যেসব প্রতিনিধি সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের কাজে বাধামূলক হস্তক্ষেপ করে ও রাষ্ট্রের আইনকানুন লঙ্ঘন করে, তাদের ক্ষেত্রে একনায়কতন্ত্র কার্যকর করার জন্য প্রলেতারীয় রাষ্ট্র শাস্তিমূলক ও নিপীড়নমূলক সংস্থাগুলিকেও ব্যবহার করে।

লেনিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন যে 'আমাদের অবশ্যই জানতে হবে, পরিস্থিতির পরিবর্তনগুলির সঙ্গে মানিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের পদ্ধতিগুলি কীভাবে পরিবর্তিত করা দরকার।'* এই হুঁশিয়ারি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ: দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন বুর্জোয়া শ্রেণীর অধিকার আর স্বাধীনতাগুলি শুধু সংকুচিত করা দরকার তখন সশস্ত্র বলপ্রয়োগের উপরে জোরটা ধরুন, একটা প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের পক্ষ থেকে অস্ত্রের ব্যবহার বর্জন করার চেয়ে বিপ্লবের পক্ষে কম ক্ষতিকর নয়। পুঁজি যখন 'সামরিক প্রতিরোধ' খাড়া করছে, তখন তা 'সামরিক উপায়ে ছাড়া ভাঙা যাবে না।'** কিন্তু একবার এই প্রতিরোধ ভেঙে যাওয়ার পর, উৎসাদিত শ্রেণীগুলির স্বাধীনতা সংকুচিত করার অন্য পদ্ধতিগুলি সামনে আসে।

সহিংস বলপ্রয়োগের একটি রূপ থেকে আরেক রূপে সঠিক মুহূর্তে চলে যেতে পারাই যে শুধু দরকার, তা নয়। প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রে, বলপ্রয়োগের ঠিক **যথাযথ মাত্রা,** প্রয়োজনীয় পরিসর নির্ধারিত করতে পারাও, সেই মাত্রা

---

* Ibid., p. 247.

** Ibid., p. 247.

ছাড়িয়ে না-যাওয়াও দরকার। অন্যথায়, লেনিন সর্বদাই যার নিন্দা করেছিলেন সেই ত্রৎস্কিপন্থী মাত্রাতিরিক্ততায় যেমন প্রমাণিত হয়েছিল — বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে চালিত আঘাতগুলি ব্যুমেরাংয়ের মতো ঘুরে এসে আঘাত করতে পারে প্রলেতারিয়েতেরই বিরুদ্ধে আর তার মিত্রদের বিরুদ্ধে।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সমাজকে সমাজতন্ত্রে নিয়ে আসা। সুতরাং তার প্রধান ক্রিয়াটি বুর্জোয়া শ্রেণী আর তার মিত্রদের দমন করা নয়, তাদের প্রতিরোধ বিপ্লবের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে চূর্ণ হয়, বরং তার প্রধান ক্রিয়াটি হল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্ম সংগঠিত করা এবং ক্ষমতা দখল থেকে সমাজতন্ত্র নির্মাণ — এই গোটা কালপর্ব ধরে সমস্ত 'শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের' রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংগঠিত করা। এই নেতৃত্ব সম্পন্ন হয় বিভিন্ন বন্দোবস্তের সাহায্যে, বুঝিয়ে স্বমতে আনা আর বলপ্রয়োগ দুটোই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তা হল সেই সমস্ত মিত্রের নেতৃত্ব, যারা কালক্রমে শ্রমিক শ্রেণীর নিকটতর হচ্ছে, যার ফলে বলপ্রয়োগ অবশ্যম্ভাবীরূপেই সীমিত হয়ে যায়।

লেনিন বলেছেন, 'প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা দখলের সমস্যাটা সমাধান করে ফেলার পর, এবং সেটা ততদূর পর্যন্ত যখন দখলকারীদের দখলচ্যুত করা আর তাদের প্রতিরোধ দমন করার কাজ মোটামুটি সম্পন্ন হয়ে গেছে, তখন আবশ্যিকভাবেই সামনে আসে পুঁজিবাদের চেয়ে শ্রেয়তর এক সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির বুনিয়াদী কাজটা...'*

'শ্রেয়তর এক সমাজব্যবস্থা', অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের অবশ্যই

---

* Ibid., p. 257.

থাকতে হবে এক নতুন শ্রম-সংগঠন এবং পুঁজিবাদের তুলনায় উচ্চতর শ্রমের উৎপাদনশীলতা — এই হল লেনিনের মত। রুশ বিপ্লবের নেতা তাই নিরন্তর দাবি করেছেন যে প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করতে হবে 'শ্রমজীবী জনগণের নিয়মানুবর্তিতা, তাদের দক্ষতা, কার্যকরতা, শ্রমের নিবিড়তা বাড়ানো ও তার উন্নততর সংগঠনের' দিকে।* বিপ্লবী রাশিয়ায় যুদ্ধোত্তর বিধ্বংসের সময়ে এই কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য প্রলেতারিয়েত ও সমগ্র জনগণের তরফ থেকে বিপুল প্রচেষ্টা আর আত্মত্যাগ দরকার হয়েছিল। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলিতে, বিশেষত তাদের উৎপাদিকা শক্তিগুলি যদি বিধ্বস্ত না হয়ে থাকে, এই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে অনেক কম প্রচেষ্টা আর আত্মত্যাগ দরকার হতে পারে। তা হলেও, 'নতুন নতুন সাংগঠনিক সম্পর্কের অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্ম এক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ইতিবাচক বা গঠনমূলক কাজ',** যা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের সময়ে শ্রেণী সংগ্রাম চলাকালে সম্পন্ন হয়, সেটা সর্বদাই প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের একটা বড় ও বুনিয়াদী কাজ এবং সর্বদাই তাই থাকবে।

'জনসমষ্টির ব্যাপকাংশের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক স্তর উন্নত করা'*** আরও জটিল ও সূক্ষ্ম কাজ। এ কাজ সুসম্পন্ন না করলে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায় না, সামাজিক প্রশাসনের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলিও প্রবর্তন করা যায় না, এক নতুন ধরনের মানুষ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের একজন সদস্যকে গড়ে তোলাও যায় না। অবশ্য যেসব দেশে সংস্কৃতি

---

* Ibid., p. 258.

** Ibid., p. 241.

*** Ibid., p. 257.

ও শিক্ষার স্তর যথেষ্ট উঁচু সেখানে এই কাজটা সমাধা করা অপেক্ষাকৃত সহজ; তবুও, এ কাজ থেকে প্রলেতারিয়েত পুরোপুরি রেহাই পেতে পারে না, কারণ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের জন্য শুধু উৎপাদন সম্পর্ক আর অর্থনীতির রূপান্তরসাধনই যে দরকার তা নয়, দরকার সংস্কৃতির রূপান্তর, সামাজিক চেতনার পুনর্বিন্যাস আর স্বয়ং প্রলেতারিয়েত সহ জনগণের শিক্ষাও। এই কাজটা তৎক্ষণাৎ, আকস্মিক একটা আক্রমণ চালিয়ে করা যায় না, এর জন্য দরকার পরিকল্পিত, উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচেষ্টা।

প্রলেতারিয়েত তার একনায়কতন্ত্র প্রয়োগ করে শুধু তার নিজস্ব স্বার্থকেই প্রকাশ ও রক্ষা করে না, কখনও কখনও যারা পুঁজির দ্বারা এমন কি প্রলেতারিয়েতের চেয়েও বেশি নিপীড়িত হয়, শ্রমজীবী জনগণের সেই সমস্ত অ-প্রলেতারীয় অংশের কতগুলি মূল স্বার্থকেও প্রকাশ ও রক্ষা করে। তাদের সমস্ত দোদুল্যমানতা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর কুসংস্কার সত্ত্বেও, এবং তাদের দ্বৈত চরিত্র সত্ত্বেও, এই অংশগুলির প্রতিনিধিদের বেশ বড় একটা অংশই সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরগুলির বাস্তবায়নে আগ্রহী, এবং সেই হেতু প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে মৈত্রীজোটে আবদ্ধ হতে পারে। 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র হল শ্রমজীবী জনগণের অগ্রবাহিনী, প্রলেতারিয়েত আর শ্রমজীবী জনগণের অসংখ্য অ-প্রলেতারীয় স্তর (পেটি বুর্জোয়া, ছোট মালিক, কৃষকসমাজ, বুদ্ধিজীবিসমাজ, ইত্যাদি) অথবা এই স্তরগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে শ্রেণী মৈত্রীজোটের এক সুনির্দিষ্ট রূপ, পুঁজির বিরুদ্ধে মৈত্রীজোট, এক মৈত্রীজোট যার লক্ষ্য হল পুঁজির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ, বুর্জোয়া শ্রেণীর খাড়া করা প্রতিরোধের তথা তার পক্ষ থেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার

সম্পূর্ণ দমন, সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা ও সংহতির জন্য এক মৈত্রীজোট।* এই মৈত্রীজোট প্রলেতারিয়েতকে সাহায্য করে অ-প্রলেতারীয় অংশগুলির প্রতিনিধিদের বদলাতে, 'নতুন আকৃতি' দিতে, তাদের সম্পত্তির বাসনা 'নিরপেক্ষ' বা দমন করতে, তাদের সামাজিক সম্পর্কের নতুন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে এবং তাদের নতুন বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সাহায্য করতে। এই মৈত্রীজোট প্রলেতারিয়েতের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে, এবং শ্রমজীবী জনগণের প্রধান বৃহদংশটিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে 'বিচ্ছিন্ন' করে।

নিজ একনায়কতন্ত্র প্রয়োগের সময়ে প্রলেতারিয়েতের মিত্ররা চিরকালের জন্য বাঁধাধরা কিছু নয়: মৈত্রীজোটের সুনির্দিষ্ট গঠনবিন্যাস নির্ভর করে অনেকগুলি শর্তের উপরে, যেমন বুর্জোয়া শ্রেণী আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার শক্তির ভারসাম্য, ব্যাপক জনসাধারণের উপরে প্রলেতারিয়েতের প্রভাব, তার মর্যাদা, ইত্যাদি। নীতিগতভাবে, এই ধরনের এক মৈত্রীজোটের শ্রেণী ভিত্তি প্রসারিত করার অবস্থা ১৯১৭-১৯১৮ সালে রাশিয়ায় যা ছিল, কিংবা ইউরোপীয় জনগণতন্ত্রের দেশগুলিতে যা ছিল, তার চেয়ে আজ অপেক্ষাকৃত বেশি অনুকূল; এখন প্রলেতারিয়েতের কাজ হল শ্রমজীবী জনগণের অ-প্রলেতারীয় অংশগুলির সঙ্গে তার মৈত্রীজোটকে বিস্তৃত ও সংহত করা, এবং সম্ভব হলে, নিজের শ্রেণী নীতিসমূহ বর্জন না-করে বা নিজের নেতৃভূমিকা পরিত্যাগ না-করে বরং তাকে আরও শক্তিশালী করে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের

---

* V. I. Lenin, 'Foreword to the Published Speech 'Deception of the People with Slogans of Freedom and Equality'', *Collected Works*, Vol. 29, p. 381.

মধ্যে এমন কিছু কিছু বুর্জোয়া গোষ্ঠীকেও টেনে আনা যারা একচেটিয়ার নিপীড়নের ভুক্তভোগী।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিক শ্রেণী তার জায়গায় সৃষ্টি করে একনায়কতন্ত্রের এক প্রলেতারীয় ব্যবস্থা, তার প্রাণকেন্দ্রে থাকে রাষ্ট্র; এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি, ট্রেড ইউনিয়নগুলি, এবং শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অ-সরকারি সংগঠন। প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট রূপ দেশে দেশে আলাদা হতে পারে।

লেনিন ধরে নিয়েছিলেন যে 'পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ নিশ্চিতভাবেই রূপগুলির এক বিপুল প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের জন্ম দিতে বাধ্য; কিন্তু সারমর্মটা অবশ্যম্ভাবীরূপে হবে একই: **প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র।**'* এই দূরদৃষ্টি ইতিহাস যথার্থ বলে প্রতিপন্ন করছে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের এক নতুন রূপ — জনগণতন্ত্র দিয়ে। ভবিষ্যতের বিপ্লবগুলি, খুব সম্ভবত, প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের নতুন নতুন রূপ প্রদর্শন করবে এবং এমন সব ব্যবস্থার জন্ম দেবে যেগুলি এই একনায়কতন্ত্রের সংগঠন ও রূপায়ণ দু দিক থেকেই হবে পৃথক (যথা, বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাধীনতা সীমিত করার মাত্রা ও রূপগুলি; ক্রিয়ারত রাজনৈতিক পার্টিগুলির সংখ্যা; অ-প্রলেতারীয় অংশগুলির সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের মৈত্রীজোটের রূপ; রাজনৈতিক জীবন সংগঠিত করা ও নিয়মনের জন্য পার্লামেন্ট ও অন্যান্য প্রথাগত

---

* V. I. Lenin, 'The State and Revolution', *Collected Works*, Vol. 25, p. 418.

বন্দোবস্তগুলির ব্যবহার), অথচ বজায় রাখবে তার সারমর্ম।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে, প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের রাষ্ট্র সম্বন্ধে লেনিন বলেছিলেন যে সেটা অবশ্যই হবে 'এক **নতুনভাবে** গণতান্ত্রিক (প্রলেতারিয়েত ও সাধারণভাবে সম্পত্তিহীনদের জন্য) এবং এক **নতুনভাবে** একনায়কতন্ত্রী (বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে)।'* বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যাপারে একনায়কতন্ত্রই, দখলকারীদের দখলচ্যুতি এবং তাদের স্বাধীনতা সংকোচনই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশগুলির জন্য গণতন্ত্র রূপায়িত করা সম্ভব করে তোলে।

এই 'এক নতুনভাবে গণতন্ত্র' কীভাবে বহিঃপ্রকাশ পায়? সর্বপ্রথমে, যাদের কোনো অধিকার ছিল না অথবা শুধু আনুষ্ঠানিক অধিকার ছিল, জনসমষ্টির সেই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে এখন তাদের স্বার্থ প্রকাশক জনগণের ক্ষমতার সংস্থাগুলি গঠনে অংশগ্রহণ করার এবং সেগুলির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। লেনিন এটা বলেছেন এইভাবে: 'আজ সুনির্দিষ্টভাবে প্রযুক্ত সোভিয়েত, অর্থাৎ **প্রলেতারীয়** গণতান্ত্রিকতার সমাজতান্ত্রিক চরিত্র রয়েছে প্রথমত এই ঘটনায় যে নির্বাচকরা হল শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণ, বুর্জোয়া শ্রেণীকে বাদ দেওয়া হয়েছে; দ্বিতীয়ত, তা রয়েছে এই ঘটনায় যে নির্বাচনের সমস্ত আমলাতান্ত্রিক আনুষ্ঠানিকতা ও বিধিনিষেধ বিলোপ করা হয়েছে, জনগণ নিজেরাই নির্বাচনের ক্রম আর সময় স্থির করে এবং যে কোনো নির্বাচিত ব্যক্তিকে প্রত্যাহ্বান করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের

---

* Ibid., p. 417.

আছে; তৃতীয়ত, তা রয়েছে শ্রমজীবী জনগণের অগ্রবাহিনীর, অর্থাৎ, বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত প্রলেতারিয়েতের শ্রেষ্ঠ গণসংগঠন সৃষ্টির মধ্যে, যা তাকে **সক্ষম** করে তোলে শোষিতদের বিপুল অংশকে নেতৃত্ব দিতে, তাদের স্বাধীন রাজনৈতিক জীবনে টেনে আনতে, তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তুলতে; অতএব প্রশাসন কলা শেখার ব্যাপারে এবং প্রশাসন করতে শুরু করার ব্যাপারে **জনসমষ্টি** এই সর্বপ্রথম একটা যাত্রারম্ভ করে।

'এগুলি হল এখন রাশিয়ায় প্রযুক্ত গণতান্ত্রিকতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ, যেটা একটা উচ্চতর **ধরনের** গণতান্ত্রিকতা, গণতান্ত্রিকতার বুর্জোয়া বিকৃতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিকতায় উত্তরণ...'*

লেনিন নতুন গণতান্ত্রিকতার আরও একটি দিকের উপরে জোর দিয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমজীবী জনগণকে সোভিয়েতগুলির মধ্য দিয়ে নিজেদের ইচ্ছা ও স্বার্থকে প্রকাশ করার সুযোগই শুধু দেয় না। তা 'শ্রমজীবী ও নিপীড়িত জনগণকে এক নতুন সমাজ স্বাধীনভাবে গড়ে তোলার কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়...'** অর্থাৎ নতুন নতুন সামাজিক সম্পর্ক ও মূল্যমান গড়ে তোলার কাজে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় বিভিন্ন রূপ ব্যবহার করে, যেগুলি বিভিন্ন ঐতিহাসিক অবস্থায় ভিন্ন প্রকার হতে পারে এবং যেগুলি নির্ভর করে জাতীয় ঐতিহ্যের উপরে তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে পর্যায়টির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেই পর্যায়টির উপরে।

---

* V. I. Lenin, 'The Immediate Tasks of the Soviet Government', *Collected Works*, Vol. 27, p. 272.

** Ibid., p. 241.

কখনও কখনও বলা হয়ে থাকে যে বর্তমানে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র আর দরকার নেই, শ্রমিক শ্রেণী এখন উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জনসমষ্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আর মাঝারি মান সহ পুঁজিবাদী বিকাশসম্পন্ন দেশগুলিতে জনসমষ্টির বেশ বড় একটা অংশ, তাই এখন সে সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে পারে হিংসা ছাড়াই, বলপ্রয়োগ ছাড়াই, অর্থাৎ **একনায়কতন্ত্র** ছাড়াই। অন্য দিকে, দাবি করা হয় যে এই দেশগুলিতে সামাজিক-কাঠামোগত পরিবর্তনগুলির দরুন শ্রমিক শ্রেণীর কর্তৃত্বমূলক নেতৃত্ব, **প্রলেতারিয়েতের** একনায়কতন্ত্র আর দরকার নেই।

এই সমস্ত ও অনুরূপ সব সিদ্ধান্ত, সেগুলি যদি সচেতনভাবে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে চালিত না হয়েও থাকে তা হলেও, বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রলেতারিয়েতের সম্ভাবনাগুলির ঊনমূল্যায়ন আর শ্রমজীবী জনগণের অ-প্রলেতারীয় অংশগুলির সম্ভাবনা ও রাজনৈতিক ভূমিকার অতিমূল্যায়নের ফল। বস্তুতই, সংগ্রাম ছাড়া, প্রলেতারিয়েতের সংখ্যাগত প্রাবল্য আছে বলেই, বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা ছেড়ে দেবে, এবং স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তার মৃত্যু ডেকে-আনা সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলি মেনে নেবে, অর্থাৎ এ কথা চিন্তা করা যে, নতুন ক্ষমতা, নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সহিংস বলপ্রয়োগ ছাড়াই (এমন কি সীমিত পরিসরে ও মৃদু রূপে) কাজ চালাতে সমর্থ হবে, এ কথা চিন্তা করার অর্থ রাজনৈতিক অতিসারল্যের পরিচয় দেওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির অভিজ্ঞতা -- যে বিপ্লবগুলি প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের উপরে নির্ভর করে জয়লাভ করেছে, এবং যেগুলি পরাজয় ভোগ করেছে, বিশেষত তার ভূমিকা খাটো

করে দেখার ফলে, সেই উভয়বিধ বিপ্লবেরই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা।

কিন্তু বিপ্লবী একনায়কতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যদি বহাল থাকে, তা হলে আধুনিক উৎপাদনের দ্বারা সংহত ও নিয়মানুবর্তী-কৃত এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী, একমাত্র সবচেয়ে সংগঠিত শ্রেণীই সেই একনায়কতন্ত্রকে তার কর্তব্যকর্মের সমস্ত বহুবিধতায় রূপায়িত করতে পারে। আর, পুঁজিবাদী সমাজের সামাজিক কাঠামোতে অসংখ্য যেসব পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলি সত্ত্বেও, এরূপ এক শ্রেণী হল শ্রমিক শ্রেণী, এবং মুখ্যত তার কেন্দ্রী অংশ, বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা। লেনিন ১৯১৮ সালে লিখেছিলেন যে 'প্রলেতারিয়েতই... **একমাত্র** সক্ষম (তা যদি যথেষ্ট সংখ্যাবহুল, শ্রেণী সচেতন ও নিয়মানুবর্তী হয়) নিজের দিকে শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের **সংখ্যাগরিষ্ঠকে** (আরও সরল ও জনবোধ্যভাবে বলতে গেলে, গরিবদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে) টেনে আনতে এবং সমস্ত শোষককে তথা ভাঙনের সমস্ত উপাদানকে সম্পূর্ণরূপে দমন করার মতো যথেষ্ট দীর্ঘকাল ক্ষমতা ধরে রাখতে।'* সেই সময়ের পর বহু পরিবর্তন ঘটেছে বটে, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীই এখনও একমাত্র শ্রেণী, যে শ্রমজীবী জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠকে সমবেত করতে এবং পুঁজির বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়াতে সক্ষম। 'এই সামর্থ্য আপনা থেক আসে না, বরং ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত ও বৃদ্ধিলাভ করে শুধু বৃহদায়তন পুঁজিবাদী উৎপাদনের বৈষয়িক অবস্থাগুলির মধ্য থেকেই। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে

---

* V. I. Lenin, 'The Immediate Tasks of the Soviet Government', *Collected Works*, Vol. 27, pp. 264-265.

উত্তরণের গোড়ার দিকে এই সামর্থ্যের অধিকারী **কেবল** প্রলেতারিয়েত।'* এ কথা বলাই বাহুল্য যে (আর লেনিন, মার্কসের মতোই, বারবার তা বলেছেন) সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের কাজ পরিচালনা করতে শ্রমিক শ্রেণীর সামর্থ্যকে, অন্য যে কোনো সামর্থ্যের মতোই, বিকশিত ও ত্রুটিহীন করতে হবে অবশ্যই, যার জন্য নির্দিষ্ট একটা পরিপক্কতা, অভিজ্ঞতা, এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির তরফে প্রচুর কাজ পূর্বানুমিত।

শ্রমিক শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক সমাজে তার ক্ষমতা চিরস্থায়ী করে রাখতে চেষ্টা করে না; তার একনায়কতন্ত্র ঐতিহাসিকভাবে সীমিত চরিত্রের। আজই আমরা বলতে পারি (মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের রেখে যাওয়া ঐতিহ্য অনুসারে, যাঁরা সিদ্ধান্তগুলি সূত্রবদ্ধ করতেন ঐতিহাসিক কর্মপ্রয়োগের সারনির্যাস পর্যালোচনা করার পরেই) প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র বিকাশলাভ করে কোন জিনিসে পরিণত হয় এবং এই বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি কী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মিত হওয়ায় প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের রাষ্ট্রকে প্রতিস্থাপিত করে **সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র।** এই রাষ্ট্র প্রকাশ করে **সমগ্র জনগণের** স্বার্থ, এবং তা আর এক বা অন্য সামাজিক শ্রেণীকে দমন করার উপায় হিসেবে থাকে না। তা তখনও কিছু কিছু দণ্ডদানমূলক ক্রিয়া সম্পন্ন করে বটে, তবে সেটা সামাজিক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে নয় বরং আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি-নাগরিকদের উপরে। কিন্তু,

---

V. I. Lenin, 'A Great Beginning', *Collected Works*, Vol. 29, p. 421.

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার শ্রেণী চরিত্র ত্যাগ করে না, কেননা উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর কাজকর্মের স্বার্থ ও লক্ষ্যগুলি হয়ে ওঠে সমগ্র জনগণের স্বার্থ আর লক্ষ্য, এবং শ্রমিক শ্রেণীই কমিউনিজমের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত সমাজকে নেতৃত্ব দিয়ে চলে।

১৫। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া

মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে দেখেছিলেন এক **বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া** হিসেবে, বিশ্ব পুঁজিবাদের বিকাশের দ্বারা যা বৈষয়িকভাবে প্রস্তুত হয়; তা সমস্ত পুঁজিবাদী দেশকে জড়িত করে (এবং পরবর্তীকালে সেই দেশগুলিও, যারা এখনও পুঁজিবাদী বিকাশের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় নি), এবং তার ফলে বিশ্বব্যাপী পরিসরে সমাজতন্ত্রের (কমিউনিজমের) বিজয় ঘটে। তাঁদের যুগের সমসাময়িক ঐতিহাসিক অবস্থার ভিত্তিতে তাঁরা এই মত পোষণ করেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিতে **অল্পবিস্তর যুগপৎভাবেই** ঘটবে, কারণ বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত অবস্থা এই দেশগুলিতে অল্পবিস্তর যুগপৎভাবেই পরিপক্ক হয়েছিল এবং একাধিক দেশে যুগপৎ জয়লাভ করেই শুধু প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা দখলে রাখতে পারত।

সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে পুঁজিবাদী বিকাশের বর্ধিত অসমতা বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজস্ব 'সংশোধনগুলি' আনয়ন করে। বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিশ্বব্যাপী চরিত্র আগেকার মতোই বজায়

থাকে, অথচ সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি গঠিত হওয়া, এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত অবস্থাগুলি পরিপক্ক হয়ে ওঠার ঘটনাটাও এখন এক-একটি দেশে অসমভাবে ঘটে। বিশ্ব পুঁজিবাদের জটিল ব্যবস্থার মধ্যে দেখা দেয় **ঢিলেঢালা যোগসূত্রগুলি** বা **'দুর্বল গ্রন্থিগুলি'**, যেগুলি ভাঙা অপেক্ষাকৃত সহজ। ভাষান্তরে, প্রথমে একাধিক দেশ, অথবা এমন কি একটিমাত্র দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় পুঁজিবাদী বিকাশের অসম চরিত্রের মতোই এখন সম্ভব ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, লেনিন তা দেখিয়েছেন।

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শৃঙ্খলটি ('গ্রন্থিগুলি') ভাঙার প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এক সুনির্দিষ্ট 'মালা প্রতিক্রিয়ার' চরিত্র অর্জন করে: সমস্ত, বা অধিকাংশ দেশে তা **যুগপৎ ঘটে না,** বরং ঘটে **একটার পর একটা,** প্রথমে কোনো কোনো দেশে (বা দেশগোষ্ঠীতে), তার পরে অন্যান্য দেশে, ইত্যাদি। যদিও, ইতিহাস দেখায়, এই বিপ্লবগুলি কালপর্বগতভাবে একটি অপরটির থেকে পৃথক, তবুও সময়ের এই ব্যবধানগুলি বিশ্ব ঐতিহাসিক পরিসরে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল হল **বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার,** আমাদের যুগের প্রধান ও মুখ্য শক্তির, আত্মপ্রকাশ। এটা হল রাষ্ট্রসমূহের একটা **ব্যবস্থা,** অর্থাৎ, আভ্যন্তরিক সম্পর্কের দ্বারা একত্রীভূত ও সামাজিক সম্পর্কের গুণগতভাবে সমধর্মী — সমাজতান্ত্রিক — চরিত্রের উপরে স্থাপিত এক সম্প্রদায়।

যে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার

মুখোমুখি অবস্থিত এবং ইতিহাসের গতিপথে তাকে পরাভূত করে, সেই ব্যবস্থার গঠন শুরু হয়েছিল রাশিয়ায় জয়যুক্ত অক্টোবর বিপ্লব আর সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন দিয়ে। পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমসাময়িক বিপ্লবী শক্তিগুলিকে নেতৃত্ব দিয়ে চলছে, কারণ তার আছে এক উচ্চতর বৈষয়িক ক্ষমতা-সম্ভাবনা, সে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট নির্মাণকর্মের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির বহু ক্ষেত্রে, তথা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ।

ইউরোপীয়, এশীয় ও লাতিন আমেরিকান দেশগুলিতে জয়যুক্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির ফলে গঠিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের এক ব্যবস্থা, যা ক্রিয়া ও বিকাশের অভিন্ন নিয়মগুলির অধীন, এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর শক্তির বৈষয়িক মূর্তরূপ।

এই ব্যবস্থার গঠনটা যদিও আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত ও তার মিত্রদের সচেতন কর্মনীতি আর উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচেষ্টার পরিণতি, তবুও জোর দিয়ে বলা দরকার যে তা সাধারণ-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার একটি ফল, ক্রমবিকাশের বিষয়গত নিয়মের অধীন এবং ঘটে একমাত্র তখনই যখন আনুষঙ্গিক বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি বিদ্যমান থাকে। কোনো এক দেশের বিজয়ী প্রলেতারিয়েত আরেকটা দেশের উপরে সমাজতন্ত্র চাপিয়ে দেয় না, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 'রপ্তানি' করে না কিংবা অন্যান্য জাতির ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জাতিকে 'সুখী করার' চেষ্টা করে না।

কিন্তু কমিউনিস্টরা — এবং এ কথা সকলের শোনার মতো করেই ঘোষণা করা দরকার — প্রতিবিপ্লব 'রপ্তানির'ও বিরোধিতা

করে, অর্থাৎ জয়যুক্ত বিপ্লবকে টুঁটি টিপে মারার জন্য, বিপ্লবী জনগণকে তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'পুরনো কায়দায়' বেঁচে থাকতে বাধ্য করার জন্য এবং এইভাবে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ রোধ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ আর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে।

একটি দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, তথা এই ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত ও আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে এক তীব্র সংগ্রামের পটভূমিতে, সে সংগ্রাম চালানো হয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাবাদর্শগত ধরনে, এবং খুব সম্ভবত, সে সংগ্রাম চলবে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধিকতর বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে।

সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিসমূহের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে **এক নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক** আত্মপ্রকাশ করেছে, অর্থাৎ সাথীসুলভ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার সম্পর্ক, যা রাষ্ট্রগুলির সম্প্রদায়কে একটা **সহমিতালির** রূপ দেয়। সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা, সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিসমূহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো কোনো দেশের অনুসৃত কর্মনীতিগত পন্থা শুধু বিশ্ব সমাজতন্ত্রের পক্ষেই নয়, এই দেশগুলির জনগণের পক্ষেও ক্ষতিকর।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুধু যে 'প্রস্থে', 'পরিমাণগতভাবে' বিকাশলাভ করছে তাই নয়, অর্থাৎ নতুন নতুন দেশে জয়যুক্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির ফলে বিকাশলাভ করছে, এবং সেই দেশগুলি বিষয়গতভাবে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের

সদস্য হচ্ছে, তাই নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভ্যন্তরে, তথা তাদের পরস্পরের মধ্যে পরিপক্কতার মান হয়ে-ওঠা সামাজিক সম্পর্কের ফলে তার 'গভীর', 'গুণগত' বিকাশও ঘটছে। সমাজতন্ত্র একটা ধরা-বাঁধা ছক নয়, এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'তাকে কল্পনা করতে হবে নিয়ত প্রবহণ ও পরিবর্তনের অবস্থায়।'* লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'সমাজতন্ত্র এমন একটা তৈরি-ব্যবস্থা নয়, যা হবে মানবজাতির উপকারক।'** এই মূল্যায়ন শুধু এক-একটি দেশের ব্যাপারেই নয়, সমগ্র বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও রীতিমত সঠিক। এক-একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের বিকাশ আর বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপক্কতার মান এই দুয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা নির্ভরশীলতা রয়েছে।

বর্তমান কালে, সোভিয়েত ইউনিয়নে এক উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মিত হয়েছে, অর্থাৎ দেশ গিয়ে পৌঁছেছে সমাজবিকাশের সেই স্তরে, যেখানে নতুন সমাজব্যবস্থার সামাজিক ও ঐতিহাসিক অন্তঃসার সম্ভাব্য পূর্ণতম মাত্রায় মূর্তরূপ লাভ করেছে। সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের একাধিক সদস্য রয়েছে পরিপক্ক সমাজতন্ত্র অর্জনের পথে। এইভাবে সৃষ্ট হয়েছে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধিকতর গুণগত বিকাশের বিষয়গত পূর্বশর্তগুলি: সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের সারমর্মের সমৃদ্ধিলাভ, ঘনিষ্ঠতর সংবদ্ধতা, এবং ঐক্যের দৃঢ়তাসাধন। কিন্তু এই সমস্ত পূর্বশর্ত কার্যকর

---

* 'Engels to Otto von Boenigh in Breslau'. In Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works*, in three volumes, Vol. 3, p. 485.

** V. I. Lenin, 'Conversation'. *Collected Works*, Vol. 19, p. 46.

করার জন্য সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষেই এই মর্মে সচেতন, উদ্দেশ্যপূর্ণ ও যাথার্থ্যপূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো, এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বগুলি কাটিয়ে ওঠা অত্যাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সমাজতন্ত্র সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে লুপ্ত করে না, সেগুলির চরিত্রকে বদলায় শুধু। লেনিন বলেছেন, বৈরভাব আর দ্বন্দ্ব এক জিনিস নয়। সমাজতন্ত্রে প্রথমটি অদৃশ্য হবে আর শেষোক্তটি থাকবে।* বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত ও বিকাশের ইতিহাস লেনিনের এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন করেছে। সাফল্য আর ভবিষ্য-সম্ভাবনা সহ, সমস্ত সমস্যা সহ, আজকের দিনের সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এখনও নবীন ও বর্ধিষ্ণু সামাজিক জীবসত্তা, যেখানে সব কিছু মীমাংসিত হয়ে যায় নি এবং যেখানে অনেক কিছুই বহন করছে ভূতপূর্ব ঐতিহাসিক যুগগুলির চিহ্ন। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। তার বিকাশ চলে স্বভাবতই নতুন আর পুরনোর মধ্যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বগুলির মীমাংসার মধ্য দিয়ে।

উপরের সিদ্ধান্ত বিশ্ব সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার সমস্যাটি বিবেচনা করার একটা সূত্র যোগায়। এক-একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর ভিতরে যে সব দ্বন্দ্ব আছে, সাম্রাজ্যবাদ চেষ্টা করে সেগুলি থেকে ফয়দা লুটতে, সেগুলি বাড়িয়ে তুলতে। স্বভাবতই, কমিউনিস্টরা আর সমাজতন্ত্রের সমস্ত সমর্থকই এই ধরনের প্রচেষ্টা প্রতিহত করে, তারা বিদ্যমান দ্বন্দ্বগুলির কারণ

---

* Lenin Miscellany XI, p. 357.

উন্মোচন করে, সেগুলি দূর করার সর্বাধিক উপযোগী উপায় বার করে, এবং এইভাবে, সমাজতন্ত্রের অবস্থানগুলিকে সুদৃঢ় করে; এই দ্বন্দ্বগুলিকে চাপা দিয়ে রাখে না, চাপা দিয়ে রাখলে তা বিষয়গতভাবেই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করত।

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের ফল, বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার 'উৎপাদ' — বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আবার তার দিক থেকে এই প্রক্রিয়ার অধিকতর বিকাশের উপরে বলিষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করছে।

সমসাময়িক বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার উপরে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভিঘাত কী? সেই প্রভাব প্রকাশ পায় দুই উপায়ে— **প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।** প্রত্যক্ষ উপায়টি হল মুক্তি আন্দোলনগুলিকে এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথাবলম্বী দেশগুলিকে **সহায়তাদান** (প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি অনুযায়ী)। এই সহায়তা দেওয়া হয় অবস্থাসাপেক্ষে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে — অর্থনৈতিক, কৃৎকৌশলগত, বৈজ্ঞানিক, এবং দরকার হলে, সামরিক ক্ষেত্রে। তার পরিসর ও রূপ হতে পারে বহু বিস্তৃত ও বিচিত্র — অপরিশোধ্য অনুদান, ঋণ ও কৃৎকৌশলগত সাহায্য থেকে অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণদান, নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন যোগানো, ইত্যাদি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশীল দেশগুলির কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলিকেও এবং সমগ্র আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকেও সৌভ্রাত্রপূর্ণ সহায়তাদান করে।

বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার উপরে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরোক্ষ প্রভাবের রূপগুলিও অনেক ও বহুবিচিত্র। প্রথমত, এই অভিঘাতটা **এই ঘটনাটারই** মধ্যে যে একটা সমাজতান্ত্রিক

ব্যবস্থা হিসেবে তার অস্তিত্ব রয়েছে, যে ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি, তার প্রধান অবলম্বনগুলিকে হীনবল করছে, তাকে দুর্বল করছে, এবং এইভাবে বিশ্বব্যাপী পরিসরে মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের অনুকূলতর অবস্থা বিষয়গতভাবে সৃষ্টি করছে। এ কথা বললে অতিরঞ্জন হবে না যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আর অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যদি না থাকত, তা হলে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা এত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ত না। আর সেটা শুধু এই কারণেই নয় যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সর্বদা প্রত্যক্ষ বৈষয়িক সাহায্য দিয়েছে এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মনীতি অনুসরণ করেছে, বরং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্বের ঘটনাটাই একটা কারণ, যা আন্তর্জাতিক রঙ্গভূমিতে শক্তিগুলির সাধারণ ভারসাম্য অমোঘভাবে পরিবর্তিত করেছে। গুণগতভাবে এক নতুন রূপে — সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির এক বিশ্ব ব্যবস্থার রূপে সেই আন্তর্জাতিক রঙ্গভূমিতে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের বিশ্ব চরিত্রের এক বৈষয়িক সংহতিই শক্তিসমূহের নতুন আন্তর্জাতিক ভারসাম্য ঘটিয়েছে, তৈরি করেছে সেই বিষয়গত অবস্থা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে এক বলিষ্ঠ পরিসর অর্জন করতে ও জয়লাভ করতে যা সক্ষম করেছে, যার ফলে ১৯৫০-দশকের মধ্যভাগের মধ্যে আগে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ এশীয় জাতিগুলির ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ঔপনিবেশিক পরাধীনতা দূর করতে ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিকে আসতে পেরেছে।

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতনের উপরে উদীয়মান বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈষয়িক বৈপ্লবিক

অভিঘাতের এটা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির অন্যতম। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যত ক্রমবিকশিত হয় ও শক্তি সঞ্চয় করে, এই নিয়মটা ততই বেশি প্রকট হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর উপরে সমাজতন্ত্রের প্রভাব বিশ্লেষণ করে লেনিন 'প্রভাব ও দৃষ্টান্তের' বলের কথা উল্লেখ করেছেন, জোর দিয়ে বলেছেন যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যাই হোক না কেন, এই প্রভাব হতে পারে **বৈষয়িক** ('বল') অথবা **ভাবাদর্শগত** ('দৃষ্টান্ত')। প্রথম ক্ষেত্রে, মুক্তি আন্দোলনগুলিকে সমাজতন্ত্র যে উদ্দেশ্যপূর্ণ সহায়তাদান করে তার ফলেই ঘটুক, অথবা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি দাঁড়ানো একটা শক্তি হিসেবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অস্তিত্বের ঘটনাটার দরুনই ঘটুক, কোনো এক দেশে ও আন্তর্জাতিক রঙ্গভূমিতে শক্তিসমূহের আর প্রবণতার ভারসাম্যে বাস্তব, 'ভৌত' পরিবর্তন ঘটে। সমাজতন্ত্রে রূপায়িত রূপান্তরগুলির দেখানো **'দৃষ্টান্তের'** মধ্য দিয়ে কার্যকর ভাবাদর্শগত প্রভাবের কথা বলতে গেলে, তাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে নিপীড়ন ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে এবং সামাজিক সম্পর্কের নতুন ব্যবস্থার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। ভাবাদর্শগত অভিঘাতকে কিন্তু বৈষয়িক অভিঘাত থেকে আলাদা করে বুঝতে হবে, কেননা তা পৃথিবীকে প্রকৃতই রূপান্তরিত করে না, জনগণের চেতনাকে প্রভাবিত করে শুধু। এই অর্থে তা বৈষয়িক প্রভাবের পরে গৌণ স্থানাধিকারী, পৃথিবীর উপরে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমগ্র অভিঘাতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে বৈষয়িক প্রভাব।

সমসাময়িক বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে **গণতান্ত্রিক**

ও জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলি। এগুলির ফলে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না; কিন্তু, প্রথমে, অনুকূল আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক অবস্থা থাকলে সেগুলি বৃদ্ধিলাভ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হতে পারে; দ্বিতীয়ত, এমন কি যদি এরূপ বৃদ্ধিলাভ না-ঘটে, তা হলেও আধুনিক যুগের চরিত্র, মানবজাতির পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে চলে যাওয়ার যুগের চরিত্র, তার ছাপ রেখে যায় গণতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলির উপরে। একচেটিয়াগুলির শাসন ক্ষুণ্ণ করে এই বিপ্লবগুলি সাম্রাজ্যবাদের অবস্থানগুলিকে বিষয়গতভাবে দুর্বল করে এবং পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক শক্তি ও প্রবণতাগুলির বিকাশের জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা সমসাময়িক গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তার বিকাশলাভের সহায়ক অবস্থাগুলির কথা বলেছি। এখন আমরা জোর দেব একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপরে। যে সব দেশের পুঁজিবাদী বিকাশের স্তর বিভিন্ন, এবং ইতিহাস, জাতীয় ঐতিহ্য ও বিকাশের সম্ভাবনা বিভিন্ন, সেখানে গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলি বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু সেগুলির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন, সেগুলি গভীর সামাজিক পরিবর্তনগুলি ঘটাতে পারে একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই, যদি সেগুলি সুসংগতভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হয়, জনগণের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন লাভ করে এবং নির্ভর করে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির এক মৈত্রীজোটের উপরে, যার ফলে এই সমস্ত পরিবর্তন রূপায়ণের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ

করা থেকে কমিউনিস্টদের ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। সেগুলি বিকাশলাভ করে ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কাঠামোর ভিতরে এবং সেগুলি বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ারই একটি অঙ্গাঙ্গী অংশ।

জাতীয় মুক্তির জন্য জনগণের সংগ্রাম কার্যত শুরু হয়েছিল পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মুহূর্তটি থেকেই। কিন্তু তা বিশেষভাবে বিস্তৃত পরিসর লাভ করেছিল ২০শ শতাব্দীতে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের জয় এবং দুটি ব্যবস্থায় পৃথিবীর ভাগাভাগি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের তীব্রতাবৃদ্ধির এক বলিষ্ঠ উপাদান হয়ে উঠেছিল। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট একই সঙ্গে ছিল সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট, যা সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল তার ভাঙনে এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় নতুন নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশে। এই বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রত্যক্ষ সাহায্য, তথা তাদের সাধারণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মনীতি।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলি জাতীয় নিপীড়ন, প্রথমত রাজনৈতিক নিপীড়ন নিশ্চিহ্ন করার দিকে, এবং জাতীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সমাজের জীবনের আমূল পুনর্বিন্যাসের দিকে চালিত। এই পুনর্বিন্যাসের কাজটা সাধারণত সম্পন্ন হয় জাতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টের দ্বারা, যার মধ্যে থাকে, শ্রমিক শ্রেণী ছাড়াও, কৃষকসমাজ ও শহুরে পেটি বুর্জোয়ারা, জাতীয় বুর্জোয়াদের একটা বিশেষ অংশ,

যারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে।

ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পর ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করার পর আধুনিক জাতীয় মুক্তি বিপ্লবকে যেসব কাজের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি কী? সেটা অনেকখানি নির্ভর করে সেই নির্দিষ্ট দেশটির বিকাশের স্তর আর প্রাক্তন প্রভু-দেশটির সঙ্গে তার সম্পর্কের চরিত্রের উপরে, বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থায় সে কোন স্থান অধিকার করে তার উপরে, ইত্যাদি। তবুও, সাম্প্রতিক দুই দশকের অধিককালে যা প্রমাণিত হয়েছে, সাধারণ কর্তব্যকর্মগুলি অধিকাংশ মুক্ত দেশেই অনুরূপ। অর্থনীতিতে সেটা হল সামাজিক উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ ঘটানো, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও প্রশিক্ষণ দিয়ে অর্থনীতির জন্য জাতীয় কর্মী বাহিনী তৈরি করা; রাজনীতিতে — আন্তর্জাতিক রঙ্গভূমিতে দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, জনজীবনে, নাগরিকদের জড়িত করা এবং নবীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সামনেকার কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য তাদের সমবেত করা; সংস্কৃতিতে — নিরক্ষরতা দূরীকরণ; বিশ্ব সংস্কৃতির প্রাগ্রসর কৃতিত্বগুলিকে আয়ত্ত করা এবং জাতীয় আত্ম-সচেতনতা গড়ে তোলা।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কোনো কোনো ভাবাদর্শবিদ বিশেষ জোর দেন তথাকথিত 'মনস্তত্ত্বগত মুক্তির' উপরে, তাঁদের ব্যাখ্যায় যা হল এক নতুন ধরনের ব্যক্তি, এক মুক্ত নাগরিক গড়ে তোলা, যে 'নিজের মধ্যে এক দাসকে টুঁটি টিপে মেরেছে', নিপীড়িত জাতিগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে

কখনও কখনও জন্মগতভাবে থাকা সমস্ত মনোবিকৃতি থেকে মুক্ত হয়েছে, এবং আত্মস্থ করেছে শ্রেষ্ঠ জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি। সেটা সত্যিই একটা গুরুতর সমস্যা, এবং অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেসব কাজ রয়েছে সেগুলি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে এর সমাধান করা যায় না, কেননা সেগুলির ব্যাপারে এর স্থান গৌণ: একমাত্র এক মুক্ত সমাজ নির্মাণের কাজ চলাকালেই মানুষ এক মুক্ত ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে পারে; শোষণ ও নিপীড়নমুক্ত এক সমাজ নির্মাণের পরেই শুধু নতুন ধরনের মানুষের পুনরুৎপাদনের জন্য একটা দৃঢ় বৈষয়িক ভিত্তি স্থাপন করা যায়। কিন্তু এই সমস্যাটাকে অতিরঞ্জিত করা বা পরম করে দেখা উচিত নয়, তার ফলে দেখা দিতে পারে 'রক্তে রক্তে বর্ণবৈষম্যবাদ', জাতিগত কুসংস্কার, মুক্তির কর্মাদর্শের পক্ষে যা বর্ণবৈষম্যবাদ আর বৃহৎ-শক্তিসুলভ জাতিদম্ভের চেয়ে কম ক্ষতিকর নয়।

এ কথা স্পষ্ট যে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে সম্পাদ্য কর্তব্যকর্মগুলি **সাধারণ-গণতান্ত্রিক চরিত্রের**, আর বিপ্লবগুলি হল **জাতীয়-গণতান্ত্রিক**, কেননা সেগুলি সম্পন্ন হয় শুধু শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে নয়, পেটি ও মধ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর বেশ বড় একটা অংশের স্বার্থেও। তবে, জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লব যখন সম্পন্ন হতে থাকে, তখন দেশের সামনে উন্মুক্ত হতে পারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, এবং তা গ্রহণ করতে পারে যে কোনো একটা পথ।

পরিস্থিতি যদি প্রতিকূল হয় (যথা, প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে মৈত্রীজোটে আবদ্ধ বুর্জোয়ার দক্ষিণপন্থী অংশের অনুকূলে

দেশের অভ্যন্তরে শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের দিক থেকে চাপ বৃদ্ধি, ইত্যাদি), তা হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশটি **পুঁজিবাদী পথ** গ্রহণ করতে পারে। গণতান্ত্রিক কর্তব্যকর্মগুলি সম্পন্ন করার উপরে অবশ্যম্ভাবীরূপেই এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে: যেমন অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এই ক্ষেত্রে সেগুলি সাধারণত সংকীর্ণ করে ফেলা হয়, আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করা হয় অথবা কাজের তালিকা থেকে স্রেফ বাদ দেওয়া হয়। বিপরীতপক্ষে, সুসংগতভাবে ও প্রণালীবদ্ধভাবে গণতান্ত্রিক কর্তব্যকর্মগুলি সম্পন্ন করার কর্মনীতি স্বভাবতই দেশকে 'নিয়ে যায়' **অ-পুঁজিবাদী বিকাশের** পথে, বিপ্লবী গণতন্ত্রকে বাধ্য করে আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক নীতিতে একটা **সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীনতা** বেছে নিতে। এটা হল শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতি কৃষকসমাজ আর এরূপ পরিবর্তন প্রবর্তনের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে সক্ষম সমস্ত আভ্যন্তরিক শক্তির সঙ্গে মৈত্রী সুদৃঢ় করে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলির জন্য প্রস্তুতি ও সেগুলি রূপায়ণের পথ। এটা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সম্প্রীতির পথও বটে, যে দেশগুলি সমাজ-বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য নবীন রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সমর্থন দিতে প্রস্তুত।

বহু মুক্ত দেশ যে সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীনতা বেছে নিয়েছে, এই ঘটনাটা সমসাময়িক বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একটা বড় নিয়মকে প্রমাণ করে; লেনিন বলেছেন, 'বিশ্ব বিপ্লবে আসন্ন নিয়ামক লড়াইগুলিতে, গোড়ায় জাতীয় মুক্তির দিকে চালিত ভূমণ্ডলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির আন্দোলন মোড় ফিরবে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে,

এবং সম্ভবত আমরা যা প্রত্যাশা করি তার চেয়ে অনেক বেশি বিপ্লবী ভূমিকা পালন করবে।'*

জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিকাশলাভ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনার আন্তর যুক্তিটি নির্ধারিত হয় মুখ্যত এই ঘটনা দিয়ে যে বর্তমান যুগে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরগুলিই উন্নয়নশীল দেশগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সমাধানে প্রকৃতপক্ষে সাহায্য করে, যথা — অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত, এবং সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা দ্রুত কাটিয়ে ওঠা; জনসাধারণের প্রধান অংশের বৈষয়িক মানোন্নয়নে সক্ষম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি (সংখ্যাগরিষ্ঠ দারিদ্র্যের মধ্যে বেঁচে থাকে আর সংখ্যালঘিষ্ঠ বিলাসময় জীবন কাটায় তেমন ব্যবস্থা নয়); সমাজের সংহতিসাধন (জটিল জাতীয়-নৃজাতিগত গঠনবিন্যাস সংবলিত দেশগুলির পক্ষে তা বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ); জাতীয় নিরাপত্তা ও দেশের নিজ জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার ক্ষমতা গড়ে তোলা।

এই সমস্যাগুলি পুঁজিবাদী বিকাশের পথের মধ্য দিয়ে সমাধান করা যায় না, কারণ তা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। এ কথা সত্যি, শীর্ষস্থানীয় পুঁজিবাদী দেশগুলি মুক্ত দেশগুলিকে কখনও কখনও সাহায্য করে, কিন্তু সে সাহায্য মোটেই স্বার্থলেশশূন্য নয়, এমন কি যদি তা 'খয়রাতি' বলে ঘোষণা করা হয়ে থাকে, তাও নয়। প্রায়শই, পশ্চিমি

---

* V. I. Lenin, 'Third Congress of the Communist International. June 22-July 12, 1921', *Collected Works*, Vol. 32, p. 482.

সাহায্যের পিছনে থাকে ব্যক্তিগত পুঁজির কোনো প্রকাশ্য বা সংগোপন অর্থনৈতিক স্বার্থ, অথবা সেই সাহায্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ও সামরিক শর্তাবলী। ফলে, সদ্য স্বাধীন বিকাশ আরম্ভ করেছে এমন একটি নবীন রাষ্ট্র আবার জড়িত হয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে এবং আবার সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক লুণ্ঠন আর হুকুমদারির শিকার হয়।

জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলি বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তাকে অবশ্যই অত্যধিক অতিরঞ্জিত করা ঠিক হবে না, যেমন অতিরঞ্জন করেছিলেন ১৯৭০-এর দশকে বামপন্থী-র‍্যাডিকাল ভাবাদর্শবাদীরা; তাঁরা বাগাড়ম্বর করে দাবি করেছিলেন যে বিশ্ব বিপ্লবের ভাগ্য আজ নির্ধারিত হচ্ছে 'তৃতীয় দুনিয়ায়'। এই ধরনের দাবি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নিযুক্ত কোনো কোনো ব্যক্তির কাছে প্রীতিজনক মনে হতে পারে বটে, কিন্তু সত্য থেকে তা বহুদূরে এবং বিপ্লবী শক্তিগুলিকে বিপথগামী করতেই তা সাহায্য করে শুধু। একটি বিচ্ছিন্ন দেশের পরিসরে, বিপ্লবে নেতৃভূমিকা পালন করে শ্রমিক শ্রেণী; বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার পরিসরে, তদনুযায়ী, কর্তৃত্বমূলক নেতার ভূমিকা পালন করে **আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী,** যার প্রতিনিধিত্ব করে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশীল দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণী।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী, জাতীয় প্রলেতারিয়েতের মতোই, সমস্ত বিপ্লবী শক্তিকে নিজের চারপাশে সমবেত করে এবং গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরগুলির সংগ্রামের জন্য তাদের সংগঠিত করে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর

অগ্রবাহিনী হল **আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন,** মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ এবং তাদের অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে ও অভিন্ন লক্ষ্যের জন্য সম্মিলিতভাবে সংগ্রামরত স্বাধীন ও স্বশাসিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির জঙ্গী মৈত্রীজোট। জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির জন্য, সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের জন্য লড়াইয়ের সামনের সারিতে রয়েছে কমিউনিস্টরা। বিপ্লবী পঙ্‌ক্তিগুলির ঐক্য সুদৃঢ় করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থকে মেলানো এবং জাতীয়তাবাদ ও জাতিদম্ভের বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে তারা তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করে। জাতীয় আর আন্তর্জাতিক — এ হল কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত দুটি দিক। প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ উভয়কেই ব্যক্ত করে। সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বিশেষভাবে প্রতিটি জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টির শক্তির উৎস হল তাদের অভিন্ন ভাবাদর্শ, প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও কর্তব্যকর্মের ঐক্য, সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির জঙ্গী সংহতি ও পারস্পরিক সমর্থন, এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে তত্ত্ব ও বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়োগের সাধারণ বুনিয়াদী প্রশ্নগুলির সম্মিলিত বিশদীকরণ।

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশ শুধু এক-একটি দেশে শ্রেণী শক্তিগুলির ভারসাম্যের উপরেই নির্ভর করে না, দুটি বিশ্ব ব্যবস্থার শক্তির ভারসাম্য আর তাদের মধ্যে সম্পর্কের চরিত্রের উপরেও নির্ভর করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও

সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য দেশ, সমস্ত শান্তিকামী শক্তির সমর্থন নিয়ে, সংগ্রাম চালাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলির **শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের** জন্য, **আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের** জন্য এবং একটা নতুন বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাবার জন্য। কখনও কখনও প্রশ্ন করা হয়, শান্তির কর্মনীতি কীভাবে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে, বিপ্লবী শক্তিগুলির প্রতি সমর্থনের সঙ্গে সম্পর্কিত? এটা কি সেই সমর্থন পরিত্যাগ করারই সমতুল্য নয়, কিছু কিছু 'বামপন্থী' বিপ্লবী যে কথা বলে থাকে?

পুঁজিবাদ কোনোমতেই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে আগ্রহী নয়, সেই পরিবর্তনগুলি ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, বা আমেরিকা যেখানেই ঘটুক না কেন, কিন্তু এই পরিবর্তনগুলি তার নিয়ন্ত্রণক্ষমতার বাইরে। এমন একটা সময় ছিল যখন বুর্জোয়া শ্রেণী যুদ্ধ বাধিয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলি ঠেকাতে পারত, কিন্তু সেই সময় চিরদিনের মতো শেষ হয়ে গেছে; আজ সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্ব সমাজতন্ত্রকে তার আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য পরিহারে বাধ্য করতে অক্ষম, তারা যত 'কড়া' কর্মনীতিই অনুসরণ করুক না কেন। এমন কি যুদ্ধও পুঁজিবাদকে তার হৃত অবস্থানগুলি ফিরিয়ে দিতে পারে না অথবা বিপ্লবী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার সাফল্য নিশ্চিত করতে পারে না। শান্তির জন্য সংগ্রাম অনেকখানি মিলে যায় **সমস্ত দেশ ও জাতির** স্বার্থের সঙ্গে, সমস্ত সুস্থমস্তিষ্ক মানুষের স্বার্থের সঙ্গে, যারা উপলব্ধি করে যে শান্তির কোনো যুক্তিসহ বিকল্প নেই।

১৬। লেনিনের বিপ্লব-তত্ত্বের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

প্রধান বিষয়গুলি পর্যালোচনা করার পরে, আমি জোর দিতে চাই দুটি বিষয়ের উপরে। প্রথম, এই তত্ত্ব বিরাট **অন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ**, এবং আধুনিক বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার পক্ষে তার **মৌল গুরুত্ব** বহাল রয়েছে। লেনিনবাদের বিরোধীরা অথবা তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক বিষয়গুলিতে যাদের যথেষ্ট জ্ঞান নেই সেইসব লোক লেনিনের বিপ্লব-তত্ত্বকে কখনও কখনও বাতিল করে এই যুক্তিতে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের যুগে তার গুরুত্ব নাকি নষ্ট হয়ে গেছে, বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিশেষ কোনো কোনো 'এলাকাতেই' শুধু তা প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং 'নতুন' বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন তার মধ্যে নেই।

বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যাকে ভক্তিবস্তু করে তোলার যে ব্যাপারটা বৃহৎ ও পেটি বুর্জোয়াদের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক (গণ) চৈতন্যে বহুব্যাপক হয়ে উঠেছে, তা এই ধারণার (যা বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানের ভাবাদর্শবাদীদের দ্বারা পুষ্ট হয়) প্রসারে সহায়ক হয় যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের অবস্থায় আমূল সামাজিক পরিবর্তনগুলির প্রয়োজনীয়তা দূর হয়ে যায়। দাবি করা হয় যে, আগে যেসব পরিবর্তন কার্যকর করা হয়েছিল সমাজ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, এখন সে সবই অর্জন করা যায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির মধ্য দিয়ে। সারগতভাবে ইউটোপীয় এই দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গণ্য করা হয় না; সেটা এই যে খোদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা একটা নির্দিষ্ট সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে 'বিজড়িত'

থাকে, সেটা 'ভেঙে' তারা বেরিয়ে আসতে পারে না এবং সেই হেতু তার উপরে তারা তাদের নিজস্ব বিকাশের যুক্তি চাপিয়ে দিতে পারে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কৃতিত্বগুলির দ্বারা কে লাভবান হবে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির ফলে সৃষ্ট সামাজিক সম্পদ বণ্টনের অন্তর্নিহিত নীতি কী হবে, নতুন তথ্য আর নতুন আবিষ্কারগুলিকে সমাজের কাজে কতখানি লাগানো হবে — এই সবকিছুই নির্ধারিত হয় বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা নয়, যাদের সম্পর্কগুলি সামাজিক নিয়ম-শাসিত সেই বিজ্ঞানী আর ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা নয়, বরং প্রাধান্যশালী সামাজিক সম্পর্কগুলির চরিত্রের দ্বারা। ভাষান্তরে, পুঁজিবাদী সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিকাশলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ভিত্তি প্রস্তুত করতে সাহায্য করে (এই অর্থে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রের সহায়ক হয়), কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের বিদ্যমান ব্যবস্থাকে প্রকৃতই ও তৎক্ষণাৎই পুনর্বিন্যস্ত করতে পারে না, অর্থাৎ, সমাজ-বিপ্লবের ঐতিহাসিক কর্মব্রত পালন করতে পারে না। অতএব, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব সমাজ-বিপ্লবকে প্রতিস্থাপিত বা 'বিলুপ্ত' করে না, বরং তাকে আরও বেশি প্রয়োজনীয় করে তোলে, যার ফলে সমাজ-বিপ্লবের এক বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকে।

বলাই বাহুল্য যে একটিমাত্র দেশ বা অঞ্চলের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ পর্যালোচনা করার পর যদি বিপ্লব-তত্ত্ব সূত্রবদ্ধ করা হয়, তা হলে তা নিজেকে সামুহিক বলে দাবি করতে পারে না। অধিকন্তু, পৃথিবীর এমন কি একটা 'এলাকার' ক্ষেত্রেও অকার্যকর হয়ে যায়, কেননা আজ কোনো এক দেশে বা কর্মতৎপরতার বণনীতি ও রণকৌশলের জন্য বিশ্ব

বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সামূহিক, বিশ্বজনীন নিয়মগুলি বিবেচনা করা দরকার। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে রেজিস দেব্রে, হার্বার্ট মার্কিউজ, ফ্রানৎস ফানোন ও আরও বহু 'বামপন্থী' তাত্ত্বিক ও ভাবাদর্শবিদ বিপ্লবের যেসব 'নতুন' মতবাদ উপস্থিত করেছিলেন, সেগুলি এইজন্যই এত স্বল্পায়ু হয়েছিল।

লেনিনের বিপ্লব-তত্ত্ব, মার্কসের তত্ত্বের মতোই, বহু দেশের জনগণের বিপুল বিপ্লবী অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের পরিণতি। কেউই বলতে পারবে না যে লেনিন তাঁর তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন শুধু রাশিয়ার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, ফরাসী, জার্মান, ব্রিটিশ বা হাঙ্গেরীয় প্রলেতারিয়েত যেসব বিপ্লবী লড়াই লড়েছিল সেগুলির সুনির্দিষ্ট লক্ষণাদি তিনি গণ্য করেন নি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কৃতিত্বগুলি তিনি দেখেন নি অথবা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেগুলি বিবেচনা করেন নি। বরং তার বিপরীত, রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের নেতা বিপ্লবকে সর্বদাই গণ্য করেছেন একটা বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে, এবং কোনো এক বা অন্য দেশের জন্য বিপ্লবের 'প্রস্তুত-প্রণালী' বাতলানো নয়, বরং সমস্ত বিপ্লবী বাহিনীর অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন করে সাম্রাজ্যবাদের যুগে বৈপ্লবিক ঘটনাবিকাশের **সাধারণ নিয়মগুলি** উদ্ঘাটিত করাকেই নিজের কাজ বলে মনে করেছেন। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে এই সাধারণ নিয়মগুলির প্রতিফলন ঘটেছে লেনিনের বিপ্লব-তত্ত্বে।

লেনিন বা তাঁর শিষ্যরা , কেউই নতুন ধ্যানধারণার অভিঘাতের স্পর্শাতীত এক 'সম্পূর্ণকৃত' বা 'বদ্ধ' তত্ত্বগত

মততন্ত্র সৃষ্টি করেছেন বলে কখনও দাবি করেন নি। বিপ্লব-তত্ত্ব সমেত মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে তাঁরা সর্বদাই একটা জীবন্ত, বিকাশমান শিক্ষা বলে মনে করেছেন। ভাষান্তরে, লেনিনের বিপ্লব-তত্ত্ব — অন্য যে বিষয়টার উপরে জোর দেওয়া উচিত তা এই — **সৃষ্টিশীল** চরিত্রের। যে সব ধ্যানধারণা বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন দিক ও প্রবণতার প্রতিফলন ঘটায়, মার্কসবাদকে যা সমৃদ্ধ করে এবং তার ব্যবহারিক রূপায়ণে সহায়ক হয় এমন সমস্ত ধ্যানধারণার সামনেই তা 'মুক্ত'। অবশ্য, যেসব ধ্যানধারণা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিগুলিকে অস্বীকার করে এবং লেনিনের বিপ্লব-তত্ত্বকে বর্জন করে, এখানে আমরা সেগুলির কথা বলছি না; কারণ এই নীতিগুলির কার্যকরতা নষ্ট হয়ে গেছে এমন কোনো প্রমাণ নেই। বিপ্লবগুলি যখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিসমূহ মেনে চলেছে, তখন পরাস্ত হয় নি, পরাস্ত হয়েছে তখনই যখন কোনো কারণে সেই নীতিগুলি অগ্রাহ্য করেছে।

লেনিনের বিপ্লব-তত্ত্ব আগের মতোই প্রলেতারিয়েতের হাতে এক বলিষ্ঠ তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক হাতিয়ার হয়ে রয়েছে। এই হাতিয়ারটি আদ্যোপান্ত আয়ত্ত করতে হবে, তাকে ব্যবহার করতে হবে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, যার জন্য বহু প্রজন্মের প্রলেতারীয় বিপ্লবীরা লড়াই চালিয়ে এসেছে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিত হল

ভ. জোতভ। জাতীয় মুক্তি বিপ্লব প্রসঙ্গে লেনিনের মতবাদ ও বর্তমান কাল

বর্তমান বইটিতে প্রধানত আফ্রিকান দেশগুলির সংগ্রামের কথা উল্লেখ করে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব প্রসঙ্গে লেনিনীয় শিক্ষার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে।

বইটিতে নিপীড়িত জনগণের জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির পথ দেখানো হয়েছে: সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীনতার সারমর্ম ও সুনির্দিষ্ট অন্তর্বস্তু তুলে ধরা হয়েছে: সমাজতন্ত্রের দিকে আফ্রো-এশীয় দেশগুলির এগিয়ে যাওয়ার সমস্যা আলোচিত হয়েছে।

বিপ্লবী গণতন্ত্রের অগ্রগামী শক্তির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের মতাদর্শে উত্তরণের প্রক্রিয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

ভ. নেজনানভ। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে

বইটিতে বর্তমান যুগে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জটিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনবোধ্য ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। এই উত্তরণের সাধারণ নিয়ম কী, বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক, জাতীয় ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে এর সম্পর্ক কী, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নতুন সমাজ নির্মাণের অভিজ্ঞতা কী, ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলির নতুন সমাজে উত্তরণের রূপভেদগুলি কী — এ বইটিতে এসব প্রশ্নের উত্তর পাবেন পাঠকরা।

বইখানি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকদের জন্য লিখিত।

19th June 1996

পাঠক দরবারে আমরা যে বইটি পেশ করছি তার মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন ঘটছে 'রাজনৈতিক সাহিত্যমালা' সিরিজের। এর উদ্দেশ্য — আধুনিক সমাজ বিকাশের সমস্যাবলীর ব্যাপারে আলোচনা উত্থাপন করা। জনবোধ্য আকারে এতে বর্ণিত হবে সমাজের সামাজিক গঠনব্যবস্থা, বিভিন্ন সংগঠনের রদবদল, আধুনিক পরিস্থিতিতে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিপ্লব বিকাশের বৈশিষ্ট্যাবলী।

…খকগণ এখানে কয়েকটি ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন: সামাজিক …র্যের ব্যবহারিক দিকটির প্রতি, অর্থনীতি ও বৈজ্ঞানিক পরিচালনের …র প্রতি … সমাজতন্ত্রের আমলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, শান্তি ও … জন্য সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত সমস্যাদির প্রতি। …বে ধারাবাহিকভাবে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়বস্তুর …র্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্ব সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের … জানতে চায় তাদের সবার কাছেই বইগু…

…রে…

…মালা' সিরিজের বিভিন্ন বই …দিন। সমাজ বিকাশের …নের বিপ্লব-তত্ত্ব …বাদের সাধারণ